Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড মহাযজ্ঞ

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ

ওঁ মা

মাতৃ স্মরণং

গুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Complimentary

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ড মহাযজ্ঞ

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ

ওঁ মা

মাতৃ স্মরণং

গুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, কাশী
হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—২৷৷০

শ্রীপরেশ নাথ দত্ত দ্বারা
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ
গোধুলিয়া, কাশী হইতে মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

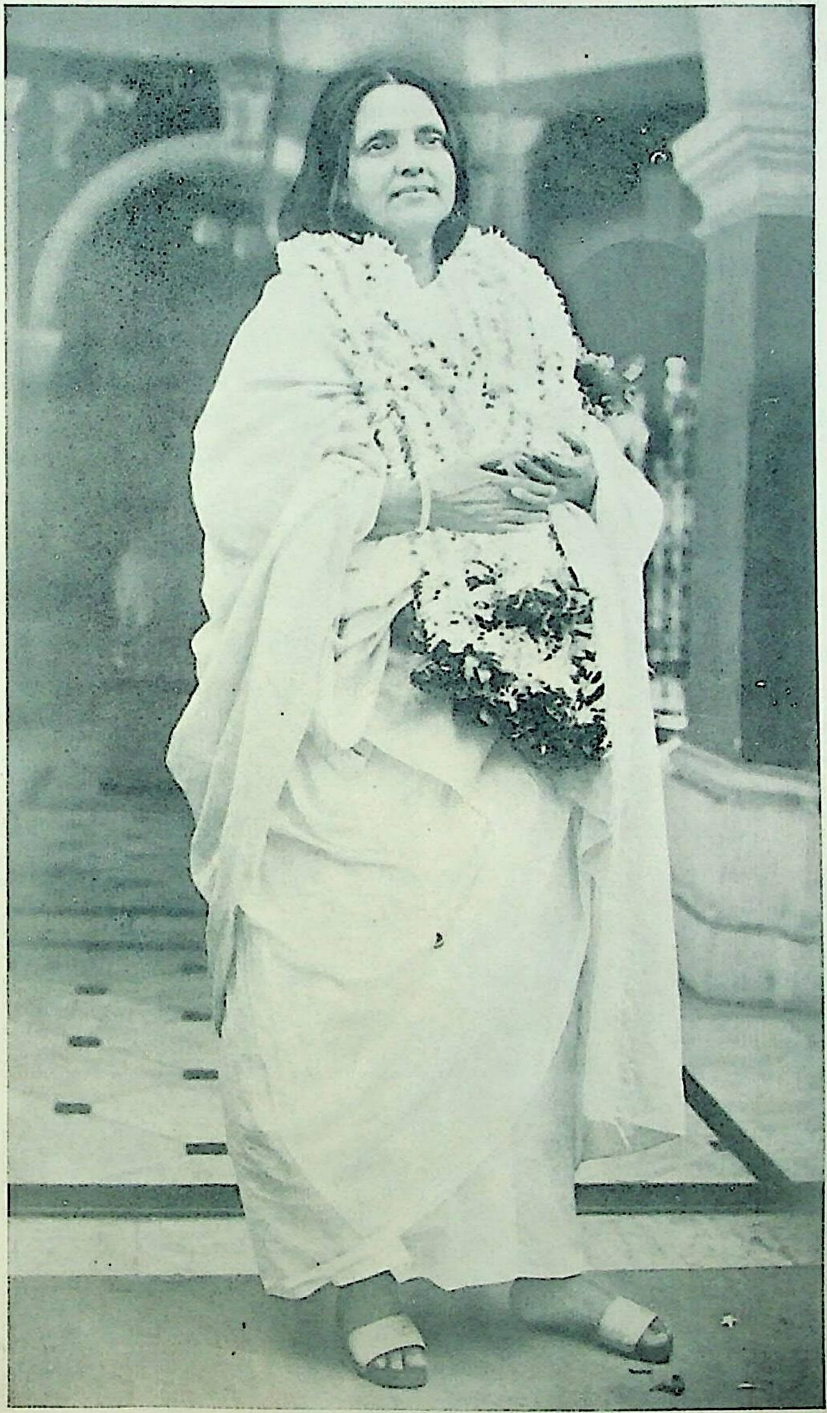

শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

(১)

শ্রীশ্রীজগন্মাতার আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিশ্বের কল্যাণ কামনায় সমারব্ধ মঙ্গলময় মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদত্ত হইয়াছে। গায়ত্রী মন্ত্রের কোটি হোমের সঙ্কল্প লইয়া ১৩৫৩ সনের পৌষ সংক্রান্তির দিন যে বিরাট্ আয়োজনের স্থত্রপাত হইয়াছিল সেই মহান্ উৎসব সঙ্কল্পের পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে ১৩৫৬ সনের পৌষ সংক্রান্তির দিন পরিসমাপ্তি লাভ করিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ১৩৫৩ সনের পৌষ-সংক্রান্তি এই যজ্ঞের আদি নহে এবং ১৩৫৬ সনের পৌষ-সংক্রান্তি ইহার অন্ত নহে; কারণ যে মহাগ্নি আশ্রয় করিয়া এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে তাহা যজ্ঞারম্ভের বহু পূর্ব্ব হইতে প্রজ্বলিত ছিল এবং যজ্ঞাবসানের পরেও তেমনি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। এই অখণ্ড অগ্নিতে অনুষ্ঠিত অখণ্ড মহাযজ্ঞ সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধন করিবে।

পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অতীত কালে ভারতবর্ষে অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিমুনিগণ নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয়গণও আপন আপন অধিকার অনুরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। তখন সাধারণতঃ সকলে যজ্ঞকে লৌকিক এবং অলৌকিক সকল প্রকার ফলপ্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য তখন আমাদের দেশ যজ্ঞের মহিমা সম্বন্ধে গাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল।*

কিন্তু কালবিপর্য্যয়ে যজ্ঞের তাৎপর্য্য ও রহস্য বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই অবগত নহেন। এক সময়ে যাহা প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষিত সত্যরূপে সর্ব্বত্র আদৃত হইত আজ তাহা সম্যক্ জ্ঞান এবং বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠানের অভাবে একটি অর্থহীন আচাররূপে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন এবং প্রাচীন পরম্পরার পক্ষপাতী বলিয়া শ্রদ্ধালু তাঁহারাও যজ্ঞের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে মর্ম্মজ্ঞ নহেন। তাই আজ যজ্ঞের বিজ্ঞান জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যজ্ঞের প্রতি অধিকাংশ স্থলে অনাদর এবং উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইতেছে।

যজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার ফলবত্তার ভিত্তি কোথায়—এই সব প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের মনে স্বভাবতঃ উদিত হয়। ইহাদের সমাধানও শাস্ত্র হইতে হইয়া থাকে। কাত্যায়ন মুনি স্বরচিত শ্রৌতসূত্রে (১-২-২) দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগকে যজ্ঞ

* গীতা (৪।৩১) বলিয়াছেন যে যজ্ঞহীনের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই। ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিলাষে যে যে উপায় অবলম্বন করিতেন তন্মধ্যে স্বাধ্যায়, দান ও তপস্যার সঙ্গে যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন।" ছান্দোগ্যোপনিষদে যে তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধের উপদেশ আছে তন্মধ্যে যজ্ঞের বিশিষ্ট স্থান আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। * এই জগৎ অনন্ত বৈচিত্র্য সম্পন্ন। যে সকল সূক্ষ্ম এবং নিগূঢ় শক্তি ইহাকে সঞ্চালন করে ঋষিদিগের পরিভাষাতে তাহাদের নাম দেবতা—"দেবাধীনং জগৎ সর্ব্বম্"। দেবতা সাকার কি নিরাকার তাহার নির্ণয় † এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক। তবে ইহা সত্য যে দেবতা শক্তিস্বরূপ বলিয়া একদিকে স্বভাবতঃ নিরাকার হইলেও নিত্য সাকার, এবং অন্যদিকে সঙ্কল্পবশে এবং প্রয়োজনের অনুরোধে প্রাকৃত আকার সম্পন্ন রূপেও প্রতীত হইয়া থাকেন। শক্তি যেমন মূলে এক হইলেও উপাধিভেদে নানাপ্রকার, এবং গুণবৈষম্য নিবন্ধন এই নানাত্বও বিচিত্র, তেমনি দেবতা এক এবং অভিন্ন হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে তাহার অবান্তর ভেদ অসংখ্য। "একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি" ‡ ইহা শ্রুতিরই (ঋঃ, সং, ১-১৬৪-৪৬) নির্দ্দেশ। এই সকল ভেদ পারমার্থিক দৃষ্টিতে না থাকিলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে অসত্য নহে।

দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া দ্রব্য অর্পণ করিবার নির্দ্দিষ্ট বিধান আছে। এই দ্রব্যার্পণ এক দৃষ্টিতে দেখিলে দেবতাকে হবিঃ প্রভৃতি আহার্য্য সমর্পণ করা ভিন্ন অপর কিছু নহে। শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। অব্যক্ত শক্তি দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। কার্য্য সাধনের জন্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। যে শক্তি দ্বারা যে কার্য্য নিষ্পন্ন হয় সেই শক্তি জাগ্রৎ হইলে এবং ঠিকভাবে তাহার বিনিয়োগ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে সেই কার্য্য অবশ্যই করিয়া থাকে। তাহার জন্য কোন বাহ্য নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক হয় না। কার্য্য করিলে শক্তির অপচয় অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে এই অপচয়ের পূরণ উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শক্তির পুষ্টির জন্য তাহাতে আহার্য্য অর্পণ আবশ্যক হয়। যাহা প্রাপ্ত হইলে শক্তি পুষ্ট হইয়া নিজকে সংরক্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহাই শক্তির আহার। শক্তি নানা হইলেও যেমন তাহার উৎস বা মূলরূপ একই, তেমনি শক্তির আহার স্থূলতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলে এক ও অভিন্ন। সুপ্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় বলিয়া আহারের অপেক্ষা রাখে না,—কিন্তু উহা দ্বারা কার্য্যও সিদ্ধ হয় না।

---

* ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্র ইহারই অনুবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন—"দেবতামুদ্দিশ্য হবিরবমৃশ্য চ তদ্‌বিষয়সত্ত্বত্যাগ ইতি যাগশরীরম্।"

† যাজ্ঞিকগণ ও বেদান্তদর্শন দেবতার বিগ্রহবত্ত্ব (সাকারতা) স্বীকার করেন। ইহার অনুকূল যুক্তি বেদান্তদর্শনে দেবতা অধিকরণে শঙ্করভাষ্যে ও ভামতী প্রভৃতিতে প্রদত্ত হইয়াছে (ব্রঃ সূঃ ১।৩।২৬-৩৩)। মীমাংসকগণ দেবতাকে মন্ত্রাত্মক বলিয়া বর্ণনা করেন। বলা বাহুল্য, এই মতভেদে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। যাস্ক দেবতার আকার চিন্তন প্রসঙ্গে দেবতা পুরুষবিধ (সাকার) ও অপুরুষবিধ (নিরাকার) এই উভয় পূর্ব্বপক্ষ গ্রহণ করিয়া "উভয়বিধ" বলিয়া নিজে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন (নিরুক্ত ৭।৬।১-২ ; ৭।৭।১।৭)।

‡ নিরুক্ত মতে স্থানানুসারে মুখ্য দেবতার সংখ্যা তিন—পৃথিবী বা ভূলোকের দেবতা অগ্নি, অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোকের দেবতা বায়ু এবং দ্যুলোকের দেবতা সূর্য্য। অন্য সব দেবতা ইহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নিরুক্তেই চরম সত্যের সন্ধানও দেওয়া হইয়াছে, এবং বৃহৎ দেবতাতে তাহারই সমর্থন আছে। এই মতে মুখ্য দেবতা এক ও অনন্ত—নানা রূপ তাঁহারই স্তুতি মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা একই আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। ঋষিগণ একই প্রকৃতিকে নানারূপে স্তুতি করিয়াছেন। এক অগ্নির যেমন বহু স্ফুলিঙ্গ হয়, তদ্রূপ একই আত্মার বিভিন্ন প্রকার বিভূতি হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সাধন করিতে হইলে সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া উহাতে অনুরূপ আহার যোগাইয়া উহাকে সমর্থ করিতে হয়। তাহা না হইলে ঐ শক্তি কর্ম্মক্ষম হয় না। ইহার নাম দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ।

শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞকে পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন বলা হইয়াছে। পুরাণে ঐ পাঁচ অঙ্গের নাম আছে—যথা, দেবতা, হবির্দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণা :—

(১) দেবতা। এক আত্মার বিভিন্ন বিভূতিই দেবতা। কখনও কখনও দৃষ্টিভেদে দেবতাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—যথা, আজানজ দেবতা, কর্ম্ম দেবতা ও আজান দেবতা। আজানজ ও কর্ম্ম দেবতা কর্ম্মফলের ভোক্তা। ইঁহারা দিব্যলোকে অবস্থান করিয়া কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু আজান দেবতা এরূপ নহেন। এই সকল দেবতা সৃষ্টির আদিকাল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহারা স্তুতি ও আহুতিতে তুষ্ট হন এবং যজ্ঞফল দান করেন। ইঁহারা দিব্য, সাকার ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। সাধকের সাধনার যোগ্যতা থাকিলে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ দর্শনও সম্ভবপর হয়। সংস্কার, ব্রহ্মচর্য্যধারণ, স্বাধ্যায়, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, যোগাভ্যাস প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় দ্বারা দেবতার দর্শন লাভ ঘটে। অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন যোগী যেমন একই সময়ে নানা শরীর ধারণ করিতে সমর্থ, তদ্রূপ আজানসিদ্ধ দেবগণও ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "একৈকা দেবতা বহুভী রূপৈরাত্মানং প্রবিভজ্য বহুষু যাগেষু যুগপদঙ্গতাং গচ্ছতীতি, পরৈশ্চ ন দৃশ্যতে অন্তর্দ্ধানাদিক্রিয়াযোগাৎ" (ব্রহ্মসূত্র শারীরক ভাষ্য ১৷৩৷২৭)।

(২) হবির্দ্রব্য। ইহা আজান দেবতাদের উপজীব্য যজ্ঞের প্রদত্ত আহুতিদ্রব্য। একবারে হবির্দ্রব্যের যতটা অংশ দেবতাদিগকে অর্পণ করা হয় তাহাকে আহুতি বলে। আহুতি শব্দের প্রাচীন অর্থ আহ্বান বা আহূতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই প্রকার নির্দ্দেশ আছে)। আহুতি দ্বারা যজমান দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন। আহুতি ফলপ্রাপ্তির পন্থা। একটিমাত্র হবিঃও যদি বিধিপূর্ব্বক অর্পণ করা যায় তাহা হইলে দেবতা উহাকেই বহু মনে করেন ও তুষ্টি লাভ করেন। অগ্নিতে হবিঃ অর্পণ করা বস্তুতঃ দেবতার মুখেই অর্পণ করা। হবিঃ অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইয়া অমৃতরূপে পরিণত হয়। ইহাই যাজ্ঞিকগণের সিদ্ধান্ত।

(৩) মন্ত্র। শক্তিসম্পন্ন শব্দরাজি, যাহার প্রভাবে হবিঃ দেবতার নিকট ভোগ্যরূপে উপনীত হয়।

(৪) ঋত্বিক্। যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে যজ্ঞ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় তাঁহার নাম ঋত্বিক্।

(৫) দক্ষিণা। যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণকে তাঁহার পারিশ্রমিক স্বরূপ যাহা দেওয়া হয় সেই দ্রব্যের নাম দক্ষিণা। কর্ম্ম করাইয়া দক্ষিণা প্রদান না করিলে কর্ম্ম পূর্ণভাবে ফল প্রসব করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন হইতে পারে, দ্রব্য ত্যাগ করিবার ভার কাহার উপর ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই— ত্যাগরূপ কর্ম্মের ফল যে আকাঙ্ক্ষা করে তাহারই উপর, অথবা ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়াও কর্ত্তব্য-বোধে যে ত্যাগ করে তাহারই উপর। কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কাম এই দুই প্রকার বলিয়া যজ্ঞও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দুই প্রকার। স্বর্গকামী যেমন যজ্ঞ করিয়া তাহার ফল স্বরূপ স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অন্য কোন ফল কামনা করিয়া—কর্ম্ম করিলেও ঐ ফলের প্রাপ্তি কামনাপূর্ব্বক কর্ম্ম-কর্ত্তারই হইয়া থাকে। এইস্থলে কামনা বলিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ বুঝিতে হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মে এই জাতীয় ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে না। তবে নিজে কর্ম্ম করিলেও ঐ কর্ম্মের ফল নিজের না হইয়া অন্যের হউক এই প্রকার আকাঙ্ক্ষা থাকে। জগতের কল্যাণ, সর্ব্বজনের হিত ও সুখ, ইহাও কর্ম্মফল—এই ফলের আকাঙ্ক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তারও থাকিতে পারে। ইহা কামনা হইলেও পরার্থ-কামনা বলিয়া কলুষিত নহে। বিষ্ণু-কামনা বা মোক্ষ-কামনা যেমন কামনারূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ কামনা নহে, তদ্রূপ অন্যের মঙ্গল কামনা দ্বারা কর্ম্মের নিষ্কামত্ব নষ্ট হয় না। সাক্ষাৎ ভাবে পরহিত আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শুধু কর্ত্তব্য বোধে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধির অনুশাসনে অথবা ভগবৎ প্রেরণাতেও কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইতে পারে। উহা নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চতর আদর্শ। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষা না করিলেও কর্ম্ম কৃত হইলেই যথাসময়ে ফল প্রসব করিবেই। ঐ ফল ব্যক্তিগত ভাবে কর্ম্মকর্ত্তার ঈপ্সিত নহে বলিয়া উহা ব্যাপক রূপে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই দুই প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মই যজ্ঞের প্রকৃষ্ট স্বরূপ। এই জাতীয় কর্ম্মে বন্ধন ত হয়ই না, বরং যে বন্ধন পূর্ব্ব হইতে আছে তাহাও শিথিল হয়। তাই গীতা বলিয়াছেন, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" (৩-৯), অথবা "যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে" (৪-২৩)।

দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞের ও ত্যজ্যমান দ্রব্যের অগ্নিতে প্রক্ষেপরূপ হোমের বিভিন্ন অবয়ব আছে। যে ত্যাগ করে, যাহা ত্যাগ করে, যাহা দ্বারা ত্যাগ করে, যাহার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করে এবং যাহাতে ত্যাগ করে—এই সবগুলিই ত্যাগ (ও হোম) ক্রিয়ার পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব। অমূর্ত্ত ক্রিয়াকে মূর্ত্তরূপ ধারণ করিতে হইলে এই সকল অবয়বের প্রত্যেকটির কার্য্যকারিতা যথাসম্ভব আবশ্যক হয়। যে ত্যাগ করে ও যে অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে সে কর্ত্তা অর্থাৎ যজমান ও তাহার প্রতিনিধি তৎপরিক্রীত অধ্বর্য্যু।* যাহা ত্যাগ করে তাহা কর্ম্ম। তাহা দেবতার ভোগ্য বস্তু বা হবিঃ প্রভৃতি। যাহা দ্বারা ত্যাগ, অর্থাৎ অগ্নিতে প্রক্ষেপ করে তাহা করণ। ইহা দুই প্রকার—হবিঃর প্রক্ষেপে ধারকরূপে সাধকতম করণ জুহূ প্রভৃতি, এবং প্রকাশকরূপে সাধকতম করণ মন্ত্র প্রভৃতি। সেইজন্য করণ দুই প্রকার। যাহার উদ্দেশ্যে, যাহার প্রীতি বা

---

* হবিঃ ত্যাগ ও অগ্নিতে প্রক্ষেপ, এই দুইটি ক্রিয়ার প্রথমটির কর্ত্তা যজমান ও দ্বিতীয়টির কর্ত্তা অধ্বর্য্যু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃপ্তির জন্য, ত্যাগ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহা সম্প্রদান অর্থাৎ দেবতা। যাহাতে, অর্থাৎ যাহাকে আধার করিয়া, হবিঃ প্রভৃতি অর্পণ করা হয়, তাহা অধিকরণ অর্থাৎ অগ্নি। দেশ কাল প্রভৃতিও এই প্রকার অধিকরণ শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া থাকে।

সকাম ও নিষ্কাম ভেদে কর্ম্ম ভিন্ন বলিয়া যজ্ঞের স্বরূপও ভিন্ন। সকাম কর্ম্মও কামনার নানাত্ব বশতঃ নানা প্রকার। তৈলার্থী ও নবনীতকামী উভয়ে সকাম হইলেও উভয়ের কর্ম্ম এক প্রকার বলা চলে না। তৈলার্থীকে তৈল লাভের জন্য সর্ষপ প্রভৃতি পেষণ করিতে হয়, কিন্তু নবনীতার্থীর পক্ষে উহা মোটেই আবশ্যক হয় না। তাহার জন্য আবশ্যক দুগ্ধ বা দধির মন্থন। পুত্রেষ্টি ও কারীরী এক প্রয়োজন সাধন করে না।

নিত্যকর্ম্মের পশ্চাতে ব্যক্তিগত ফলানুসন্ধান না থাকিলেও আনুষঙ্গিকভাবে ফলের উদয় হয় বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্ত্তিতার বন্ধন আছে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা শুধু যে চিত্তের ঊর্দ্ধগতি রুদ্ধ হয় তাহা নহে, উহা অধোগামী হয়; পরিণামে দুঃখের উদয় হয়। ফলানুসন্ধান থাকে বলিয়া কাম্য কর্ম্ম দ্বারাও চিত্ত মলিন হয়। কাম্য কর্ম্মে (দুঃখমিশ্র) অনিত্য সুখের উদ্ভব হইলে চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত জন্মে * ও আত্মজ্ঞানের পথ সাময়িক রুদ্ধ হয়। তাই শাস্ত্র বলেন, "নিত্যনৈমিত্তিকে কুর্য্যাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া। মোক্ষার্থী ন প্রযতেত তত্র কাম্য-নিষিদ্ধয়োঃ॥" এইজন্য বৌধায়ন স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে বলিয়াছেন যে অগ্ন্যাধেয় প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম ক্ষেম-প্রাপক। বৈধভোগও ভোগ বটে, নিষিদ্ধ ভোগের ন্যায় তাহাতে পতন না ঘটিলেও সাক্ষাৎ ভাবে তাহা হইতে কোন সাহায্য লাভ হয় না। নিষিদ্ধ ভোগে ভোগবাসনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। বৈধ ভোগে ভোগ দ্বারা ভোগবাসনা ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসে। এইজন্য শাস্ত্রে বহির্মুখ চিত্তের জন্য উহার বিধান আছে। কিন্তু যাহার চিত্ত বাহিরে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, বিষয় ভোগের দোষ দর্শন করতঃ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছে, তাহার জন্য সাধারণ বৈধ কর্ম্মেরও আবশ্যকতা থাকে না।

(২)

যজ্ঞের কথা বলিতে গেলে বৈদিক যুগের কর্ম্মময় জীবনধারার একটি সুমধুর চিত্র হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। তাই প্রথমে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দান আবশ্যক মনে হইতেছে। বৈদিক যুগে আর্য্যজাতির সামাজিক জীবনে অগ্নিদেবতার স্থান অতি উচ্চ ছিল। তখন তিন বর্ণের মধ্যে ও তিন আশ্রমেই কোন না কোন আকারে অগ্নিপরিচর্য্যা ও অগ্নি

---

* কাম্যকর্ম্মে যে চিত্তশুদ্ধি হয় না তাহা নহে। চিত্তশুদ্ধি অবশ্যই হয়, তবে তাহা ভোগের উপযোগী, জ্ঞানের উপযোগী নহে। আচার্য্য সুরেশ্বর স্বীয় বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—"কাম্যেঽপি শুদ্ধিরস্ত্যেব ভোগসিদ্ধ্যর্থমেব সা।" তাই মধুসূদন বলিয়াছেন – "যদ্যপি কাম্যান্যপি শুদ্ধিমাদধতি ধর্ম্মস্বাভাব্যাৎ তথাপি সা তৎ ফলভোগোপযোগিন্যেব ন জ্ঞানোপ-যোগিনী" (গীতা ১৮।৬)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাসন প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতে ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে শুদ্ধস্থান হইতে অগ্নি আহরণ করিয়া পঞ্চভূ-সংস্কার প্রক্রিয়াতে ভূমিসংস্কার পূর্ব্বক ঐ অগ্নিতে সমিৎ আধান করিতে হইত। ব্রহ্মচর্য্য-জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সমাবর্ত্তন কাল পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতে হইত। বিবাহের পর চতুর্থী কর্ম্মান্তে * শুভদিনে আধান করিয়া স্মার্ত্তাগ্নি গ্রহণ করিতে হইত। সহোদর ভাই না থাকিলে ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। থাকিলে পিতার মৃত্যুর পর ধনবিভাগের সময় অগ্নি গ্রহণ আবশ্যক হইত। বৈবাহিক অগ্নি গ্রহণ না করিলে গৃহস্থ হওয়া যায় না। যে কোন কারণেই হউক কেহ অগ্নি গ্রহণ না করিলে তাহার অন্ন অপবিত্র বলিয়া অন্য লোকে গ্রহণ করিতে চাহিত না। তাহাকে "বৃথাপাক" বলিয়া সকলে নিন্দা করিত। কোন অনিবার্য্য হেতু বশতঃ আধানের সময়ে আধান করিতে না পারিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আধান করিতে হইত। ব্রাহ্মণের পক্ষে এই নিয়ম অবশ্য পালনীয় ছিল। অগ্নির আধান না করিলে আত্মশুদ্ধি হয় না বলিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা বা যাগকর্ম্মে অধিকার জন্মে না। গৃহস্থধর্ম্ম ভার্য্যার সহিত করণীয়। তাই আধানের সময়েও ভার্য্যার সাহচর্য্য আবশ্যক। গৃহস্থ আশ্রমে অগ্নির সেবাই মুখ্য উপাসনা। এই অগ্নির নামান্তর গৃহ্য বা আবসথ্য অগ্নি, অথবা পাকাগ্নি। এই অগ্নিতে স্মার্ত্ত কর্ম্ম সকল করিতে হইত। অন্নপাকাদিও এই অগ্নিতে করার বিধান ছিল। বিশিষ্ট লক্ষণ সম্পন্ন বৈশ্যকুলাদি হইতে অথবা অরণিমন্থন করিয়া অগ্নি সংগ্রহ করিতে হইত।

অরণিমন্থনের প্রণালী সাধারণতঃ জানা নাই বলিয়া এখানে বর্ণনা করা যাইতেছে। শমীগর্ভ অশ্বত্থবৃক্ষের পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ বা ঊর্দ্ধগামী শাখা পশ্চাৎ দিকে না তাকাইয়া ছেদনপূর্ব্বক ঐ কাষ্ঠদ্বারা অধরারণি ও উত্তরারণি নির্ম্মাণ করা হয়। শমীগর্ভ বৃক্ষ উপলব্ধ না হইলে সাধারণ অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা দ্বারাও উক্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। অরণির দৈর্ঘ্য ২৪ অঙ্গুল বিস্তার ৬ অঙ্গুল ও উৎসেধ (উচ্চতা) ৪ অঙ্গুল। অরণিকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করিলে শাস্ত্রানুসারে উহার ছয়টি বিভাগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগ ৪ অঙ্গুল—মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও মুখ ইহার অন্তর্গত। দ্বিতীয় বিভাগ ৪ অঙ্গুল—গ্রীবা, বক্ষ ও হৃদয় ইহার অন্তর্গত। তৃতীয় বিভাগ ৬ অঙ্গুল—উদর, কটি ও বস্তি ইহার অন্তর্গত। চতুর্থ বিভাগ ২ অঙ্গুল—ইহাই গুহ্য প্রদেশ। এই বিভাগটি যাজ্ঞিকগণের নিকট "দেবযোনি" নামে পরিচিত। পঞ্চম বিভাগ ৪ অঙ্গুল—উরুদ্বয় ইহার অন্তর্ভুক্ত। ষষ্ঠ বিভাগে জঙ্ঘাদ্বয় ও পাদদ্বয় সন্নিবিষ্ট। ইহার প্রমাণ ৪ অঙ্গুল মাত্র। চতুর্থ বিভাগের অন্তর্গত দুই অঙ্গুল যোনিস্থান মন্থন করিয়া অগ্নিকে উদ্দীপন করিতে হয়। এই স্থান হইতে উদ্ভূত বহ্নি কল্যাণকর। এই স্থানগত নিয়ম প্রথম মন্থনের জন্য জানিতে হইবে। পরবর্ত্তী মন্থনের সময় স্থানবিশেষের অর্থাৎ দেবযোনি বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

* চতুর্থী কর্ম্মের পরেই পত্নীর ভার্য্যাত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া চতুর্থী কর্ম্মান্তে আধানের বিধান আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিমন্থন কার্য্যে প্রমন্থ, চাত্র, ওবিলী, নেত্র প্রভৃতি উপকরণ-যন্ত্র আবশ্যক হয়। * এই অগ্নিকে যাবজ্জীবন যত্নের সহিত রক্ষা করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। ইহার কুণ্ডটি বৃত্তাকার হওয়া আবশ্যক। যদি কাহাকেও সস্ত্রীক বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হয় তবে তাহাকে এই অগ্নি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। সস্ত্রীক না যাইয়া একাকী বনে গমন করিলে যাওয়ার পূর্ব্বে অগ্নি বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই অগ্নিতে ঔপাসন হোম প্রভৃতি আত্মসংস্কার সাধক পাক-যজ্ঞ সকল করার নিয়ম আছে। এই অগ্নি নিজের আয়তন হইতে উঠাইয়া বাহিরে নিয়া যাওয়ার আদেশ নাই। পুত্রাদির উপনয়নাদি সংস্কার বা শান্তি পৌষ্টিকাদি কর্ম্ম—যাহা বহিঃশালাতে করণীয়—লৌকিক অগ্নিতেই করা উচিত।

ঔপাসন হোম, বৈশ্বদেব, পার্ব্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ, শ্রবণা, শূলগব—এই সকল কর্ম্ম পাকযজ্ঞের অন্তর্গত। ঔপাসন হোমটি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করিতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে সায়ংকালের ও প্রাতঃকালের দুইটি হোম পৃথক্ বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুইটি মিলিয়া একই অভিন্ন কর্ম্ম সিদ্ধ হয়; কারণ উভয়ের সংযোগে একটি ফলেরই উৎপত্তি হয়। এই জন্য এই দুইটির মধ্যে কোন একটি করিয়া অপরটি বর্জ্জন করিলে নির্দ্দিষ্ট ফল লাভ হয় না। সায়ং হইতে প্রাতঃ পর্য্যন্ত এই কর্ম্মটির বিস্তার। দধিযুক্ত তণ্ডুল অথবা অক্ষত দ্বারা হাতে করিয়া হোম করিবার বিধান আছে। সায়ংকালের প্রধান দেবতা অগ্নি, অঙ্গ দেবতা প্রজাপতি। প্রাতে প্রধান দেবতা সূর্য্য, অঙ্গ দেবতা অগ্নি। এই কর্ম্মটি যাবজ্জীবন সপত্নীক করিতে হয়। না করিলে প্রত্যবায় আছে।

পক্ষাদি কর্ম্ম। 'পক্ষাদি' বলিতে যদিও প্রতিপৎ বুঝায়, তথাপি "সন্ধিমভিতো যজেত" অর্থাৎ 'সন্ধির পূর্ব্বে ও পরে যজন করিবে' এই নিয়মানুসারে বিশেষজ্ঞগণ পর্ব্বের (অমাবস্যা-পূর্ণিমার) চতুর্থাংশ ও প্রতিপদের প্রথম তিন অংশ যাগকাল বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। তাই অমাবস্যা ও পূর্ণিমার চতুর্থাংশও যাগকাল জানিতে হইবে।

বৈশ্বদেব কর্ম্ম। ইহা দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর। গৃহস্থের পক্ষে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রতিদিনের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত। ইহার প্রভাবে গৃহস্থজীবনের সহভাবী পাঁচ প্রকার অনিবার্য্য হিংসা জন্য পাপ ক্ষালিত হয়। চুল্লী, পেষণী প্রভৃতি পাঁচটি গৃহস্থের সূনা বা হিংসানিদান

---

* চাত্র—যে কাষ্ঠে রজ্জু বেষ্টন করিয়া মন্থন করা হয় তাহার নাম চাত্র। ইহার পরিমাণ ১২ অঙ্গুল। ওবিলী= চাত্রের উপরে চাত্রের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ছিদ্রযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড প্রদত্ত হয় তাহার নাম ওবিলী। ইহার পরিমাণ ১২ আঙ্গুল।

নেত্র=মন্থন রজ্জু। ইহা শণ ও গোবাল দ্বারা নির্ম্মিত হয়।

প্রমন্থ=অগ্নি মন্থনের জন্য চাত্রের অধোভাগে উত্তর অরণি কাষ্ঠ হইতে পৃথক্‌কৃত যে ৮ অঙ্গুলি পরিমাণ শঙ্কু লাগান হয় তাহার নাম প্রমন্থ। অধোভাগে প্রমন্থকাষ্ঠ-সম্বদ্ধ চাত্রের উপর ওবিলী স্থাপন করিয়া চাত্রকে অধর অরণিস্থ 'দেবযোনি' স্থানে রাখিয়া নেত্র দ্বারা তিনবার বেষ্টন করিয়া প্রমন্থন করিতে হয়। মন্থনকালে অরণি শুধু ভূমির উপর না রাখিয়া সংস্কৃত ভূমিতে কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের উপর রক্ষা করার নিয়ম আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থান। গার্হস্থ্য জীবনের সহিত সংসৃষ্ট এই অবশ্যম্ভাবী পাপ হইতে মুক্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বের প্রাণিবর্গের সেবা। ঊর্দ্ধে দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোক, মধ্যে মনুষ্যলোক এবং নীচে ইতরপ্রাণী বা তির্য্যগাদি জীবলোক—এই পাঁচ শ্রেণীতে জগতের যাবতীয় প্রাণী অন্তর্ভুক্ত *। দেবতার উদ্দেশ্যে নিত্যহোম দেবতার তৃপ্তি সাধন করে। ইহাই দেবযজ্ঞ। মনুষ্যেতর জীবকে বলিদান বা আহার্য্য প্রদান—ইহাই ভূতযজ্ঞ। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকাদি এবং পৃথিবী, বায়ু ও জলের দেবতাবর্গ, ওষধি, বনস্পতির অভিমানী জীব, মন্যুদেবতা, আকাশস্থ কাম দেবতা প্রভৃতি এই ভূতযজ্ঞে আপ্যায়িত হইয়া থাকে। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য নিত্যই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে যে বলি প্রদান, তাহাই পিতৃযজ্ঞ পদবাচ্য। অন্য কিছু দিতে না পারিলে "পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া অন্ততঃ জলপাত্র দানের ব্যবস্থা আছে (দ্রষ্টব্য বৌধায়ন)। নিত্য অতিথি সেবা ও ব্রাহ্মণকে অন্ন বা ফলমূলাদি দান—ইহা মনুষ্যযজ্ঞ। আপস্তম্ব মতে প্রতিদিন মনুষ্যকে যথাশক্তি দান করাও মনুষ্যযজ্ঞের অন্তর্গত। নিত্য স্বাধ্যায় বা বেদপাঠ, অন্ততঃ প্রতি বেদের প্রথম মন্ত্র পাঠ, তদভাবে প্রণবের জপ—ইহাই ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ নামে পরিচিত। এই বেদপাঠে কোনদিন কোন কারণে অনধ্যায় হইতে পারে না। প্রাচীন কালে এই অখণ্ড বেদ পাঠকে "ব্রহ্মসত্র" বলিয়া মনে করা হইত।

পার্ব্বণ। ইহা ছয় পুরুষকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রতি অমাবস্যাতে করণীয় নিত্যকর্ম্ম।

অষ্টকাশ্রাদ্ধ। হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতুর চারি মাসে প্রতি কৃষ্ণাষ্টমীতে ইহা করণীয়। ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও কোন কোন শাখাতে বিশেষ কারণ বশতঃ লুপ্ত হইয়াছে।

মাসিক শ্রাদ্ধ। ইহা প্রতিমাসে করণীয়।

শ্রবণা কর্ম্ম। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা সর্পদিগকে ঘৃতাক্ত সক্তু বলিদান করিতে হয়। ইহার নাম শ্রবণা কর্ম্ম।

শূলগব। এই কর্ম্মের দেবতা ঈশান ও দ্রব্য গো। কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ। ইহার পরিবর্ত্তে কোন কোন শাখাতে স্থালীপাকের ব্যবস্থা আছে।

---

* সমস্ত বিশ্বের প্রাণিগণকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিবিধান বা সেবা করার ভাবটি পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রাণ। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যকার হরিহর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত নিম্নলিখিত দুইটি পদ্যে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে—

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাশ্চ যক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া প্রদত্তং
তেষামিদং, তে মুদিতা ভবন্তু॥

অনুবাদ অনাবশ্যক। ইহাতে দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা ও বৃক্ষ পর্য্যন্ত জীবের নাম করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্মের নাম বলা হইল এইগুলি গৃহ্য কর্ম্ম এবং গৃহ্য অগ্নিতে করণীয়।

শ্রৌত কর্ম্ম গৃহ্য কর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ঐ সকল কর্ম্ম গৃহ্য অগ্নিতে করাও চলে না। উহাদের জন্য শ্রৌত অগ্নির আধান আবশ্যক হয়। শ্রৌত অগ্নি তিন প্রকার— আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। এক দিনেই তিনটি অগ্নির স্থাপনা হয়। প্রতি অগ্নির কুণ্ড ভিন্ন আকারের হয়। আহবনীয়ের কুণ্ড চতুরস্র, গার্হপত্যের বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির অর্দ্ধচন্দ্রাকার। গার্হপত্য অগ্নি সাধারণতঃ হবিঃপাকের জন্য ব্যবহৃত হয়। পত্নী সংযাজাদি যাগও উহাতে করিতে হয়। দক্ষিণাগ্নিতে সাধারণতঃ পিতৃ কর্ম্ম করার ব্যবস্থা আছে। আহবনীয়ই মুখ্য যজ্ঞাগ্নি। মুখ্য শ্রৌত (গার্হপত্য) অগ্নিকে স্মার্ত্ত অগ্নির ন্যায় যাবজ্জীবন সংরক্ষণ করিতে হয়। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ মধ্যে অগ্নির বিচ্ছেদ ঘটিলে পুনর্ব্বার বিধিপূর্ব্বক আধান করিয়া ঐ অগ্নিকে জাগাইয়া লইতে হয়। পিতা জীবিত থাকিলে ও আহিতাগ্নি হইলেই পুত্রের আধানে অধিকার জন্মে। পিতার পরে পুত্রের অধিকার ত স্বতঃসিদ্ধ। শ্রৌত কর্ম্মে তিন অগ্নিরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু স্মার্ত্ত কর্ম্মে একমাত্র গৃহ্যাগ্নি আবশ্যক হয়। সভ্যাগ্নি এই অগ্নিচতুষ্টয় হইতে ভিন্ন পঞ্চম অগ্নি। অবশ্য শ্রৌত সূত্রেই ইহার বিধান আছে। ইহাকে সভা মণ্ডপে স্থাপন করিয়া রাখা হয় বলিয়া ইহার নাম সভ্য অগ্নি। প্রত্যেক অগ্নির আয়তন পৃথক্ পৃথক্।

শ্রৌত কর্ম্ম হবিঃ সংস্থা ও সোম সংস্থা—এই দুই প্রকার। প্রথমটির মধ্যে অগ্নিহোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুবন্ধ ও দর্বীহোম (পিণ্ডপিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি) অন্তর্গত। দর্শ ও পূর্ণমাসকে পৃথক্ যাগরূপে গণনা না করিলে সৌত্রামণীকে সংস্থার অন্তর্ভূ ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। দ্বিতীয় সংস্থার মধ্যে আছে অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও আপ্তোর্য্যাম।

আধানসিদ্ধ বৈতালিক অগ্নি সমূহে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নিহোত্র এমন একটি হোমের নাম যাহা অগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়া সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে করা হইয়া থাকে। ইহাতে গোদুগ্ধ, যবাগূ, তণ্ডুল, দধি, ঘৃত প্রভৃতি নানা দ্রব্যের বিধান আছে। সায়ংকালে অগ্নি মুখ্য দেবতা, কিন্তু প্রাতঃকালে সূর্য্য মুখ্য দেবতা। এই শ্রৌত কর্ম্মটিই প্রকৃত অগ্নিহোত্র। অনেকে স্মার্ত্ত ঔপাসন হোমকে অগ্নিহোত্র মনে করেন। তাহা ঠিক নহে। অগ্নিহোত্র অতি প্রশস্ত কর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। পরম সঙ্কট কালেও ইহা ত্যাগ করা চলে না। দর্শপূর্ণমাসাদি না করিলেও চলে, কিন্তু অগ্নিহোত্র করিতেই হয়। সম্ভবপর হইলে এই কর্ম্মটি যজমানের নিজেরই করা উচিত। অশক্ত হইলে ঋত্বিক্ দ্বারা প্রতিনিধিরূপে করাইবার ব্যবস্থা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শপূর্ণমাস। ইহা অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে কর্ত্তব্য। আধানের পর অমাবস্যা পড়িলেও তখন না করিয়া পরবর্ত্তী পূর্ণিমাতে ইষ্টি আরম্ভ করিতে হয়। দর্শেষ্টি তার পরে হয়। ইহাতে সপত্নীক যজমান ও চারিটি ঋত্বিক্ আবশ্যক হয়—যথা অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, হোতা ও অগ্নীধ্র। দর্শ পূর্ণমাসের ছয়টি যাগ যাবতীয় ইষ্টির প্রকৃতি বা আদর্শ, ইষ্টি সকল বিকৃতি। প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় সকল অঙ্গের উপদেশ থাকে, কিন্তু বিকৃতিতে তাহা থাকে না। ইহাও যাবজ্জীবন করণীয়। অসমর্থ পক্ষে অন্ততঃ ৩০ বৎসর করা উচিত। এই যাগে বহু পদার্থের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়।

চাতুর্মাস্য। ইহাতে চারিটি পর্ব্ব আছে—(১) বলি বৈশ্বদেব—ফাল্গুন পূর্ণিমাতে, (২) বরুণ প্রঘাস—আষাঢ় পূর্ণিমাতে, (৩) পাকমেধা—কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে এবং (৪) শুনাসীরীয়—ফাগুনের শুক্ল প্রতিপদে অনুষ্ঠেয়। চাতুর্মাস্য যাবজ্জীবন করা চলে, নতুবা একবার মাত্র করিয়া তাহার পর পশুযাগ, সোমযাগ প্রভৃতি করা যায়। যে যাবজ্জীবন করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য প্রতি বৎসরই ইহা করণীয়। ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক ভেদে চাতুর্মাস্য তিন প্রকার। (বিস্তারিত কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ৫ম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)।

নিরূঢ় পশুবন্ধ। ইহা প্রতি বৎসরে বর্ষা কালে করণীয়।

আগ্রয়ণেষ্টি বা নবান্ন ইষ্টি। নবীন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পর ইহা করিতে হয়। আহিতাগ্নি (অর্থাৎ যে অগ্নির আধান করিয়াছে) এই ইষ্টি দ্বারা যাগ করিয়া নবান্ন গ্রহণ করে। যে আহিতাগ্নি নহে ও ঔপাসনিক সে গৃহ্যসূত্রের ক্রম অনুসারে ইহার অনুষ্ঠান করে।

সৌত্রামণী। ইহা একটি পশু যাগ। স্বতন্ত্র ও অঙ্গভূত, এই দুই প্রকার পশুযাগের বিবরণ পাওয়া যায়। স্বতন্ত্র যাগে একমাত্র ব্রাহ্মণ অধিকারী। ইহা নিত্য, কাম্য এবং নৈমিত্তিক ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে। এই যাগে হোমের জন্য গোদুগ্ধের সহিত সুরারও বিধান আছে। পয়োগ্রহ ও সুরাগ্রহের মধ্যে সুরাগ্রহের দেবতা সুত্রামা। তাই এই যাগের নাম 'সৌত্রামণী' হইয়াছে। কলিতে সুরা নিষিদ্ধ বলিয়া নিন্দিত। কোন কোন আচার্য্য তাহার পরিবর্ত্তে পয়োগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সৌত্রামণী যাগ ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া করিলে নিত্য কর্ম্মের অন্তর্গত ও হবির্যজ্ঞের প্রকারভেদ মাত্র। ইহা ঐশ্বর্য্য ("ঋদ্ধি") আকাঙ্ক্ষাতে কৃত হইলে কাম্যরূপে পরিগণিত হয়। সোমবমন প্রভৃতি নিমিত্ত বশতঃ অনুষ্ঠিত হইলে ইহা নৈমিত্তিক নামে পরিচিত হয়। সৌত্রামণীতে তিনটি অথবা পাঁচটি পশুর বিধান আছে। আপস্তম্ব মতে ত্রিপশুকা সৌত্রামণী নিত্যা। পঞ্চপশুকা সৌত্রামণীকে 'কোকিল সৌত্রামণী' বলে। কাত্যায়ন মতে পঞ্চপশুকা নিত্যা। 'চরণ সৌত্রামণী' নামক একটি সৌত্রামণী যাগ আছে, তাহা রাজসূয়ের অন্তর্গত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমযাগ। এবার সোমযাগের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে। ইহার নামান্তর অগ্নিষ্টোম। প্রাচীন কালে সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া উহা দ্বারা হোম করা হইত। এইজন্য ইহার নাম সোমযাগ। বর্ত্তমান সময়ে ঐ লতা অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে পূতীকার ব্যবহার করা হয়। এই যাগ একদিনেই সম্পন্ন হইতে পারে। তবে অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইলে পাঁচদিন আবশ্যক হয়। এই যাগে ১৬টি ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়। ইহারা অধ্বর্যুগণ (যজুর্বেদীয়), ব্রহ্মগণ (অথর্ববেদীয়), হোতৃগণ (ঋগ্‌বেদীয়) এবং উদ্‌গাতৃগণ (সামবেদীয়), এই গণচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রতি গণে চারিটি করিয়া ঋত্বিক্ থাকে। এই চারিটি গণ ক্রমশঃ যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, ঋগ্‌বেদ ও সামবেদের প্রতিনিধিস্বরূপ। সোমযাগে তিনটি বেদের সহিতই সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। মূলে এই যাগে চারিটি সংস্থা আছে—যথা অগ্নিষ্টোম, উক্‌থ্য, ষোড়শী ও অতিরাত্র। এই চারিটি হইতে আরও তিনটি সংস্থার উদ্ভব হয়—যথা অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও আপ্তোর্ধ্যাম। স্মৃতি মতে এই চারিটি সংস্থাই নিত্য। পাঁচ দিনের কোন্ দিন কোন্ কর্ম্ম করিতে হইবে তাহা শ্রৌতসূত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে।

বাজপেয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্র ইহার অধিকারী। সপ্ত সংস্থার অন্তর্গত বাজপেয়ে বৈশ্যেরও অধিকার আছে। এই কর্ম্ম শরৎকালে করিতে হয়। সৌত্রামণীর ন্যায় বাজপেয়েও সুরা হোমের বিধান আছে; কিন্তু উহা কলিতে বর্জ্জনীয়। যাজ্ঞিকগণ সোমসুরা স্থলে তাম্র পাত্রে গোদুগ্ধ সহ সোমরসের ব্যবহার করেন, কারণ গোদুগ্ধ তাম্র পাত্রে রক্ষা করিলে সুরা সদৃশ হয়।

রাজসূয়। ইহাতে রাজপদে অভিষিক্ত একমাত্র ক্ষত্রিয়েরই অধিকার। ইষ্টি, পশুযাগ ও সোমযাগ তিনই ইহাতে সমপ্রধান ভাবে বিদ্যমান।

অশ্বমেধ। ইহাও একপ্রকার সোমযাগ। সবনীয় পশু অশ্ব বলিয়া ইহার নাম অশ্বমেধ হইয়াছে। অভিষিক্ত সার্ব্বভৌম রাজা ইহার অধিকারী। ফাল্গুন মাসে শুক্লাষ্টমী বা নবমী তিথিতে ইহা আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে হোতাকে পূর্ব্বদিকের উৎপন্ন দ্রব্য, ব্রহ্মাকে দক্ষিণদিক্‌কার বস্তু, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্‌কার বস্তু ও উদ্‌গাতাকে উত্তরদিক্‌কার বস্তু দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু ভূমি, পুরুষ ও ব্রাহ্মণসম্পত্তি দক্ষিণাতে বর্জ্জনীয়।

পুরুষমেধ, সর্ব্বমেধ, পিতৃমেধ প্রভৃতি যাগের কথাও ঋষিগ্রন্থে পাওয়া যায়। যে "অতিষ্ঠা" বা সর্ব্বভূমি অতিক্রমকারিণী স্থিতি লাভ করিতে ইচ্ছা করে তাহার জন্য পুরুষমেধ যজ্ঞের বিধান। ইহা ৪০ দিনে সম্পন্ন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহার অধিকারী। যজ্ঞ-দক্ষিণা ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্ব্বস্ব; ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রায় অশ্বমেধ তুল্য। তবে অশ্বমেধে পুরুষকে দক্ষিণার অযোগ্য বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, কিন্তু পুরুষমেধে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষও দক্ষিণাদ্রব্যের অন্তর্গত। যিনি পুরুষমেধ করেন তিনি সাধারণতঃ আত্মাতে অগ্নির সমারোপণ করিয়া সূর্য্যোপস্থান পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করেন, আর গৃহে ফিরিয়া আসেন না। তবে যদি গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে অগ্নির সমারোপণ আত্মাতে না করিয়া অরণিদ্বয়ে করিতে হয়। কারণ আত্মাতে অগ্নি আরোপণ করিলে আর গৃহস্থজীবন চলে না। সর্ব্বমেধ যজ্ঞ সর্ব্বকামের জন্য বিহিত হইয়াছে। পিতৃমেধ মৃত পিতার মৃত্যু বৎসর স্মরণ না থাকিলে করিতে হয়।

দিন হিসাবে যজ্ঞের আরও কিছু ভেদ আছে। যে সব যাগ এক দিনে সম্পূর্ণ হয় তাহাদিগকে একাহ বলে। যেগুলি সম্পন্ন করিতে দুইদিন হইতে এগার দিন আবশ্যক হয় সেইগুলির নাম অহীন। তেরদিন হইতে সহস্র সংবৎসর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যে যাগের অনুষ্ঠান হয় তাহার সাধারণ নাম সত্র। দ্বাদশাহটি অহীন ও সত্র উভয়াত্মক।

(৩)

তান্ত্রিক হোমের স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈদিক যাগে যেমন মন্ত্রাদিজন্য সংস্কার দ্বারা সাধারণ অগ্নিকে দিব্য অগ্নিতে পরিণত করা হয় এবং ঐ দিব্য অগ্নিতে আত্মসংস্কার-সাধক ও অন্যান্য যাগাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়, ঠিক সেই প্রকার তান্ত্রিক হোমের ব্যাপারও জানিতে হইবে। বাহ্য অগ্নি সংস্কারাদির প্রভাবে হোমাগ্নি ও ইষ্টাগ্নির মধ্য দিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মাগ্নি পর্য্যন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হয় তাহার ক্রমটি স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অরণিদ্বয়ের পরস্পর সংঘর্ষে অগ্নি উৎপাদন করিয়া অথবা অন্য শাস্ত্রীয় উপায়ে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া উহাকে পাত্র বিশেষে স্থাপন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা বাহ্য অগ্নি মাত্র। তথাপি সাধারণ অগ্নি হইতে উৎকৃষ্ট। এই অগ্নির সঙ্গে আংশিক ভাবে অশুদ্ধ ক্রব্যাদ অগ্নি মিশ্রিত থাকে। উহাকে অপসারণ করিয়া নিরীক্ষণ, প্রোক্ষণ, তাড়ন, অবগুণ্ঠন ও অমৃতীকরণ, এই পঞ্চবিধ উপায়ে বাহ্য অগ্নিকে শোধন করিতে হয়। পরে ভাবনা দ্বারা মূলাধার হইতে সুষুম্না পথে উদ্‌গত চৈতন্যরূপ অগ্নিকে তৃতীয় নেত্র দ্বারা নির্গত করিয়া উহাকে শুদ্ধ বাহ্যাগ্নির সঙ্গে যুক্ত করিয়া ঐ যুক্ত অগ্নিকে শিববীর্য্য রূপে দেবীগর্ভাত্মক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই ব্যাপারটি বাগীশ্বরী-গর্ভে বাগীশ্বর বীজের নিষেকের অনুকল্প বলিয়া জানিতে হইবে। ইহার পর ইন্ধন দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক উপস্থাপন, উত্থাপন ও প্রজ্বলন করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করিতে হয়, ইহাই বাগীশ্বরী-গর্ভে অগ্নির ধারণ ও পোষণ। এই পর্য্যন্ত কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে ভাবনাদ্বারা অগ্নিদেবের পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও জাতকর্ম্ম সংস্কার করিয়া নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ সংস্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অগ্নিটিকে 'হোমাগ্নি' বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু নামকরণের দ্বারা 'হোমাগ্নি' 'ইষ্টাগ্নি-রূপ ধারণ করে। উপাস্যদেবতার নাম অনুসারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নির নামকরণ হইয়া থাকে– যেমন ললিতা উপাসকের অগ্নি ললিতাগ্নি ইত্যাদি ইহার পর ভাবনা দ্বারাই বিবাহ পর্য্যন্ত অগ্নির পরবর্ত্তী সংস্কার সকল সম্পাদন করিতে হয় পরে পরিষেচন, পরিস্তরণ প্রভৃতি কর্ম্মান্তে হবনের পূর্ব্বে হবন দ্রব্য অনুসারে অগ্নিদেবের ধ্যান করা আবশ্যক। সমিৎকাষ্ঠ দ্বারা হোম করিতে হইলে অগ্নিকে দণ্ডায়মানরূপে ধ্যান করিতে হয়। কিন্তু আজ্য হোমের সময় অগ্নিকে দণ্ডায়মানরূপে চিন্তা না করিয়া উপবিষ্টরূপে চিন্তা করিতে হয়। ধ্যানের পর অগ্নিকে মনে মনে শুভালঙ্কারে বিভূষিত করিয়া স্রুক্ দ্বারা তাঁহার জিহ্বাতে আহুতি অর্পণ করিতে হয়। অগ্নির সপ্ত জিহ্বা— তাহাদের প্রত্যেকটিতেই আহুতি দিতে হয়, অথবা প্রয়োজন অনুসারে কোন বিশিষ্ট জিহ্বাতে দিতে হয়। এক একটি জিহ্বা এক এক দিকে প্রসারিত। তদনুসারে ছয়টি জিহ্বার বিস্তার ছয় দিকে রহিয়াছে। মধ্যে আছে একটি। ঈশান, পূর্ব্ব ও অগ্নিতে তিনটি এবং বিপরীত দিকে নৈর্ঋত, পশ্চিম ও বায়ুতে তিনটি। এই ছয় জিহ্বার নাম ক্রমশঃ হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা ও অতিরক্তা।* উত্তর-দক্ষিণে জিহ্বা নাই। যেটি মধ্যে আছে সেইটিই উত্তর-দক্ষিণে আয়ত। এই মধ্যস্থ জিহ্বাটির নাম 'বহুরূপা'। ইহাতে আহুতি দিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয়, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। এই জিহ্বাটিতে ইষ্টস্বরূপা জগজ্জননীকে আবাহন করিয়া পূজান্তে অঙ্গদেবী, নিত্যা, ওঘত্রয় (অর্থাৎ দিব্য, সিদ্ধ ও মানব এই তিন প্রকার গুরু বর্গ), আবরণ দেবতা ও যজ্ঞেশ্বরী সকলকে নিষ্কামভাবে আহুতি দিতে হয়। প্রধান দেবতার আহুতি ইহার পরে বিহিত আছে। এই প্রকার আহুতি প্রদানের পর মহাব্যাহৃতি হোম ব্যস্ত-সমস্তভাবে সমাপন করিয়া ব্রহ্মার্পণ আহুতিতে পরব্রহ্মে স্থিতি নিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়, চিদগ্নি কর্ম্মীর শরীর হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্যাগ্নিতে যুক্ত না হইলে বাহ্যাগ্নি যতই শুদ্ধ হউক না কেন হোমাগ্নির কার্য্য করিতে পারে না। অবশ্য চিদগ্নি সঞ্চারের পূর্ব্বে বাহ্যাগ্নিকে শুদ্ধ করা আবশ্যক। মূর্ত্তি রচনা করিয়া যেমন তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবেই ঐ মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া অর্চ্চকের

---

* সংস্কার রত্নমালাতে উদ্ধৃত বচনেও এই সাতটি নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে, 'হিরণ্যা' স্থলে 'সুবর্ণা' শব্দ আছে, ইহাই বিশেষ। তবে তাহাতে জিহ্বার সন্নিবেশ একটু ভিন্ন প্রকার। গৃহ্য সংগ্রহে ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে অগ্নির সাতটি জিহ্বার নাম এই প্রকার-কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধর্ম্মবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও শুচিস্মিতা (গৃঃ সং) বা বিশ্বা (মার্কঃ পুঃ)। পৌরাণিক মতে বিশ্বা, প্রাণীদিগের সর্ব্বদা মঙ্গলকারিণী। ভবিষ্য পুরাণে যে সকল অগ্নিজিহ্বার নাম আছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি প্রথম নাম-সপ্তকের সহিত ও অপর কতকগুলি দ্বিতীয় সপ্তকের সহিত অভিন্ন। গৃহ্য সংগ্রহে আর একটি নামাবলী পাওয়া যায়। তাহা এইরূপ – করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, মহালোহিতা, সুবর্ণা ও পদ্মরাগা। প্রথম ছয়টিকে ভোগ করে যথাক্রমে রাক্ষস, অসুর, নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও যম। সপ্তমটি বা 'পদ্মরাগা' দিব্য জিহ্বা। উহাতেই হোম করিতে হয়। "তস্যাং তু হোময়েৎ নিত্যং সুসমিদ্ধে হুতাশনে।" 'পদ্মরাগা'র নাম ভবিষ্যপুরাণোক্ত নামাবলীতেও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্চ্চনাদি সফল হয়, তদ্রূপ বাহ্যাগ্নিতেও ভিতর হইতে চিদগ্নির সঞ্চার না হইলে ঐ অগ্নিতে যাগক্রিয়া চলিতে পারে না। অবশ্য এই সব প্রক্রিয়া সাধারণ অবস্থায় ভাবনা দ্বারাই করিতে হয়; কিন্তু ভাবনাও ঠিক ভাবে করিতে হইলে উচ্চাঙ্গের যোগকর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক।

হোমাগ্নি চেতন বা প্রাণময়। প্রথমে কায়া রচনা করিয়া তারপর উহার সংস্কার করিয়া পরে তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করিতে হয়। ইহার পর চেতন অগ্নি দিব্য-ভাবে উন্নীত হয়, যাহার ফলে ঐ অগ্নিই পরাশক্তির বাহ্যস্ফুরণ রূপে প্রতীতি-গোচর হয়। পরে উহাকে ব্রহ্মাগ্নিরূপে অনুভব করিয়া ব্রহ্মার্পণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

তান্ত্রিক যাগ প্রসঙ্গে ছয় প্রকার কুলযাগের কথা এই স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে। এই ছয় যাগের প্রথমটি বাহ্য স্থণ্ডিলাদি অবলম্বনে সিদ্ধ হয় এবং ষষ্ঠটি আত্মচৈতন্যরূপ সংবিৎকে আশ্রয় করিয়া করিতে হয়। জড় হইতে চৈতন্যে ক্রমবিকাশের মার্গটি মধ্যবর্ত্তী চারিটি যাগে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই ছয়টি যাগের পূর্ব্বটি অপেক্ষা পরবর্ত্তীটি শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে সংবিদে যে যাগটী নিষ্পন্ন হয়—তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারও একটি উত্তর অবস্থা আছে, তখন গুরু-শরীরকে আশ্রয় করিয়া যাগটি নিষ্পন্ন হয়। ইহা এক হিসাবে সপ্তম যাগ বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য। এই সকল যাগের বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

(৪)

এবার আমরা ক্রমশঃ যজ্ঞের অন্তরঙ্গ ভাবটি ধারণা করিতে চেষ্টা করিব। গীতাতে (৪-২৫-৩০) শ্রীভগবান্ বহুপ্রকার যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ঐ সকল যজ্ঞের সবগুলিতেই একই আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে লক্ষ্যের আপেক্ষিক স্পষ্টতা অথবা অস্পষ্টতা বশতঃ তারতম্য বোধ হয়। অন্য প্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন (গীতা ১০-২৫) যে নানাপ্রকার যজ্ঞের মধ্যে তিনি 'জপযজ্ঞ' স্বরূপ। শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায় যে যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ড, দান ও তপস্যা মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের ষোলকলার এক কলারও সমান হয় না। জপ, বিশেষতঃ মানস জপ, অতি শ্রেষ্ঠ সাধন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসূত্রকার বৌধায়ন বলিয়াছেন, "সর্ব্বক্রতুযাজিনাম্ আত্মযাজী বিশিষ্যতে", অর্থাৎ সকলপ্রকার যজ্ঞ হইতে আত্মযাগই শ্রেষ্ঠ।* মানস জপ ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আত্মযাগে পরিণত হয়। তাই ইহার এত মহিমা।

---

* আধানের পর অগ্নি সকল যজমানে স্থিত হয়। তখন গার্হপত্য অগ্নি থাকে যজমানের প্রাণরূপে, দক্ষিণাগ্নি থাকে অপান রূপে, আহবনীয় থাকে ব্যান রূপে, সভ্য ও আবসথ্য অগ্নি থাকে উদান ও সমান রূপে। এই পাঁচটি অগ্নি আত্মস্থ—আত্মাতে আহিত থাকে। তখন বাহিরে আর অগ্নি থাকে না, তাই তখন "আত্মন্যেব জুহোতি", আত্মাতেই হবন হয়। ইহার নাম আত্মযাগ—আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা (বৌধায়ন পৃঃ ২১০-২১১)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ বলিতে কর্ম্ম বুঝায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে কোন কর্ম্মকে বস্তুতঃ যজ্ঞ বলা চলে না। কাম্য কর্ম্ম যজ্ঞরূপে পরিচিত হইলেও উহা যে যজ্ঞের প্রকৃত আদর্শ নহে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে কর্ম্মের ফলে শুদ্ধি জন্মে—দেহশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় শুদ্ধি, অহঙ্কার শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, যে কর্ম্মের ফল স্বার্থ নহে পরার্থ, যে কর্ম্মে নূতন আবরণ রচিত হয় না বরং পূর্ব্বস্থিত আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়, যে কর্ম্ম জীবকে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে ও চরমে মহাজ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত করে, তাহাই যজ্ঞ। তাই গীতাতে আছে, যজ্ঞার্থ ভিন্ন অন্য কর্ম্মে বন্ধন হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে নিষ্কাম ভাবে কৃত, ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত যোগস্থ কর্ম্ম বা স্বভাবসিদ্ধ কর্ম্মই যজ্ঞ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলে প্রাকৃতিক নিয়মে ফল প্রসব না করিয়া পারে না, এবং ঐ ফল নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তাতে আরূঢ় হইতে না পারিয়া সমস্ত বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তিরূপে ব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং যজ্ঞেশ্বরের প্রীতি উৎপাদন করে। এই প্রীতি, প্রসন্নতা বা প্রসাদই নিষ্কাম কর্ম্মকর্ত্তার যোগ্য পুরস্কার। ইহাই "অমৃত"। পঞ্চ মহাযজ্ঞের উদ্বৃত্ত অন্নকে "যজ্ঞশিষ্ট" ও যজমানের ভোগ্য "অমৃত" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। বস্তুতঃ উহা এই প্রসাদ বা ভগবৎ-প্রীতিরই রূপান্তর মাত্র। উহা ভোগ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং অশুচি সংস্পর্শ জনিত পাপ, বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপ ও অবুদ্ধিপূর্ব্বক পাপ বিনষ্ট হয়।

ত্যাগ ও গ্রহণ এই দুইটি কর্ম্মের অঙ্গ। যাহা অসার বলিয়া হেয় তাহাকে ত্যাগ করা এবং যাহা সার বলিয়া উপাদেয় তাহাকে গ্রহণ করা, এই উভয়াঙ্গ ক্রিয়াই কর্ম্ম বা যজ্ঞের স্বরূপ। প্রকৃতি-রাজ্যে সকল পদার্থ ই সাঙ্কর্য্য-দোষ-যুক্ত। এখানে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে মল নাই এবং এমন পদার্থও নাই যাহাতে শুধু মলই আছে, আর কিছু নাই। জাগতিক সকল পদার্থেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাগ মিশ্রিত আছে। ক্রিয়া-কৌশলে মিশ্র পদার্থ হইতে **ক্রমশঃ** এই অশুদ্ধাংশের বর্জ্জন ও শুদ্ধাংশের বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই ক্রিয়া কৌশলই যজ্ঞের রহস্য। যাহা দ্বারা এই ত্যাগ-গ্রহণ-রূপ সারাসার-বিবেচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহাই চৈতন্য শক্তি। যজ্ঞীয় পরিভাষাতে তাহারই প্রতিনিধি যথাবিধি সংস্কৃত 'অগ্নি'। শক্তি সুপ্ত থাকিলে কর্ম্ম হয় না। তাহাকে জাগাইয়া ও সাধনাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া তাহা দ্বারা কর্ম্ম করিতে হয়। অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ক্রিয়া ইহারই পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্র। কুণ্ডলিনী না জাগিলে যেমন যোগ ক্রিয়া সিদ্ধ হয় না, তেমনি হোমাগ্নি প্রজ্বলিত না হইলে যজ্ঞের কার্য্যও সিদ্ধ হয় না।

মূল শক্তি এক ও অভিন্ন হইলেও ব্যবহারভূমিতে ইহা নানা ও ভিন্ন। মূল শক্তিতে ক্রম না থাকিলেও জাগতিক শক্তিতে যে ক্রম আছে তাহা অস্বীকার করা চলে না। স্তর ভেদে উর্দ্ধগতি বা বিকাশের ক্রমিক অভিব্যক্তি প্রভৃতি ইহার উপর নির্ভর করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরোহ পথে পদার্পণের পূর্ব্বে প্রথমে শক্তির জাগরণ অনুভূত হয়। তাহার পর ঐ স্তরে জাগ্রৎ শক্তির প্রভাবে মলিনাংশ পরিত্যক্ত হয় ও শুদ্ধাংশ প্রকাশিত হয়। ইহার পর উচ্চতর ভূমির জাগ্রৎ শক্তিতে ঐ শুদ্ধাংশের আহুতি হয়। প্রথম অগ্নি হইতে দ্বিতীয় অগ্নি তীব্রতর। প্রথম অগ্নি-পরীক্ষাতে যাহা শুদ্ধাংশ বলিয়া নির্ণীত হয়, দ্বিতীয় অগ্নিতে আহুতির পর দেখা যায় যে ঐ শুদ্ধাংশেও সূক্ষ্ম মল আছে। দ্বিতীয় অগ্নি উহাকে দগ্ধ করে ও ঐ শুদ্ধাংশকে শুদ্ধতর করিয়া প্রকাশ করে। বলা বাহুল্য, ঐ শুদ্ধতর অংশও একান্ত ভাবে অশুদ্ধি বর্জ্জিত নহে। তবে দ্বিতীয় অগ্নির ক্রিয়াতে ঐ অশুদ্ধি ধরা পড়ে না। ইহার পর তৃতীয় অগ্নির ক্রিয়া চলে। এইভাবে যতক্ষণ অশুদ্ধি থাকে ততক্ষণ অগ্নির দাহিকা শক্তি দহন কার্য্যে ও মলাপসরণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে। সত্ত্ব হইতে মল পূর্ণরূপে অপগত হইলে উহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামে পরিচিত হয়। অগ্নি তখন আর অগ্নি থাকে না, কারণ মল বা অশুদ্ধি দাহ্য—দাহ্য না থাকিলে দাহিকাশক্তিও কার্য্য করে না। তখন অগ্নিকে আর অগ্নি বলা চলে না। উহা তখন বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্র। উহাতে একদিকে বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ ও অপরদিকে বিশুদ্ধ সত্ত্ব বিদ্যমান থাকে।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। মনুষ্য দেহাত্মবোধ লইয়া যে ভূমিতে আছে তাহাই নিম্নতম ভূমি। বিভিন্ন জীবলোকের মধ্যে পৃথিবী যেমন নিম্নতম, তদ্রূপ বিভিন্ন জ্ঞানভূমির মধ্যে যে ভূমিতে স্থূল দেহে আত্মবোধ প্রকাশ পায় তাহাই নিম্নতম। সেইজন্য এই অধোভূমিতেই আদিতে শক্তির জাগরণ * আবশ্যক। জাগ্রৎ শক্তির প্রথম কার্য্যই হয় আত্মবোধকে স্থূল দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া উপরিতন স্তরে যোজনা করা। ব্যষ্টি মানব দেহ বা পিণ্ড, সমষ্টি দেহ বা ব্রহ্মাণ্ড এবং মহাসমষ্টি দেহ বা বিশ্ব, সর্ব্বত্রই বিশ্লেষণ করিলে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি প্রধান স্তর বা কোষের সন্ধান পাওয়া যায়। অন্নময় কোষটি স্থূল। প্রথমে এই কোষ হইতে অভিমান প্রত্যাহৃত হইয়া প্রাণময় কোষকে আশ্রয় করে। তাহার জন্য আবশ্যক সপ্তধাতুময় অন্নময় কোষের সার বীর্য্যরূপ বিন্দুকে দোহন করিয়া অনুরূপ অনলে আহুতি দেওয়া। ঊর্দ্ধরেতা ভাব অথবা বিন্দুর ঊর্দ্ধগতির ইহাই মূল সাধন। পঞ্চাগ্নিময় মহাযজ্ঞের প্রারম্ভে প্রথম অগ্নিতে বা জঠরানলে সৌম্যবস্তু বা আহার্য্যের আহুতি দানের ফলে অর্থাৎ প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রভাবে ক্রমশঃ সপ্তম ধাতুর বিকাশ হয়। যে অভিমান স্থূল কোষে 'আমি' ভাব প্রকট করে তাহা মূলতঃ এই বিন্দুকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বিন্দুর আহুতি দেওয়া সম্ভবপর হয় না বলিয়া বিন্দু বহির্মুখ হয় ও অনিবার্য্য

---

* এক হিসাবে শক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র জাগিয়াই আছে। তথাপি নিজের উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত উহাকে সুপ্তের মধ্যে গণ্য করা হয়। শক্তির উপলব্ধি করাই শক্তির জাগরণ। তখনই উহা ব্যবহার ভূমিতে অবতীর্ণ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে*। অজ্ঞানভাবে বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি ঘটিলে "জীবনং বিন্দুধারণাৎ" এই নিয়মানুসারে নিত্য জীবন অবশ্যম্ভাবী†।

বিন্দুর আহুতি হয় দ্বিতীয় অগ্নিতে। এই আহুতির প্রভাবে অগ্নির শক্তিতে উহার বিশ্লেষণ হয়। উহার ওজোরূপ সারাংশ প্রাণময় দ্বিতীয় কোষের পুষ্টি সাধন করে। দেহের প্রথম অমৃত বীর্য্য, উহা অন্নময় কোষের পোষক। দ্বিতীয় অমৃত ওজঃ, উহা প্রাণময় কোষের পোষক। কিন্তু ওজঃ শুদ্ধ না হইলে মনোময় কোষকে পুষ্ট করিতে পারে না। এই শুদ্ধির জন্য তৃতীয় অগ্নিতে ওজঃকে আহুতি দিতে হয়। তখন ওজঃ নির্ম্মল হইয়া মনরূপে ফুটিয়া উঠে। ওজঃর মলিনাংশ নির্গত হইয়া যায় ও শুদ্ধাংশ মনোময় কোষের পুষ্টি সাধন করে। মনের ধর্ম্ম সঙ্কল্প ও বিকল্প বলিয়া মনোময় সত্ত্ব সর্ব্বথা নির্ম্মল নহে। সাধারণ মানুষ মাত্রই এই বিকল্পের অধীন। চতুর্থ অগ্নিতে মনের আহুতি হইলে মন হইতে এই বিকল্পাংশ দূরীভূত হয় ও বিশুদ্ধ সঙ্কল্প মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ইহারই নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানময় কোষের পুষ্টি হয়। এইটি যোগভূমি অথবা ঐশ্বরিক

---

* বিন্দুর বহির্ম্মুখ হওয়ার প্রণালী এই :-- মনুষ্য দেহে বিদ্যমান ও ক্রিয়াশীল অসংখ্য নাড়ী বা শিরামধ্যে হৃদয়ের সহিত সংস্পৃষ্ট মনোবহা নামে একটি নাড়ী আছে। ইহার শাখা প্রশাখা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই নাড়ী সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

"অশ্বত্থনাড়ীবৎ ব্যাপ্তা দ্বিসপ্ততিশতাধিকা।
নাড়ী মনোবহেত্যুক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥"

শ্রুতিতে আছে "অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ।" মনোবহা নাড়ী অন্নরস দ্বারা হৃদয়ান্তর্বর্ত্তী মনকে আপ্যায়িত করে। এই অন্নরসের সূক্ষ্মসত্তা সমস্ত দেহে তেজোরূপে সঞ্চিত হয়, যাহার ফলে দেহে কান্তি, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, ধৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। কোন কারণে চিত্তে কামনার উদয় হইলে কামনা ও তৎ সহকারী ইন্দ্রিয়বর্গ সম্মিলিত ভাবে ঐ ব্যাপক তেজকে মন্থন করিয়া স্থূলবীর্য্যরূপে পরিণত করে। সঙ্গে সঙ্গে মনোবহা নাড়ী উহাকে সর্ব্বগাত্র হইতে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত বিন্দুরূপ দান করে এবং স্বীয় বহির্ম্মুখ বেগে দেহ হইতে নিঃসারণ করিয়া দেয়, দেহে থাকিতে দেয় না। বিন্দুক্ষরণের ইহাই তাৎপর্য্য। মহর্ষি অত্রি এইজন্য অন্নরস, কামনা ও মনোবহা নাড়ী এই তিনটি কারণের সম্মিলনে অভিব্যক্ত বীর্য্যকে 'ত্রিবীজ' আখ্যা দিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য-নীলকণ্ঠ চতুর্ধরের 'ভারতপ্রদীপ')। বিন্দুর ক্ষরণটি হয় কালাগ্নি কুণ্ডে। ইহারই ফল—জরা, মরণ, বিকার, মালিন্য ইত্যাদি।

† সজ্ঞান ভাবে না হইলেও স্বভাবের নিয়মে ক্ষীণ ভাবে বিন্দুর ঊর্দ্ধগতি না হইয়া পারে না। ঐ গতিকে রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই। উহাই ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সহস্রারের মধ্য বিন্দুতে—সদাখ্য কলাতে—আত্মপ্রকাশ করে। যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে শঙ্খিনী নাড়ী অন্নের সার গ্রহণ করিয়া মস্তকে সুধা সঞ্চয় করে—"অন্নসারং সমাদায় মূর্দ্ধ্নি সঞ্চিনুতে সুধাম্।" ইহাই দৈহিক প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু এই সুধা বা চন্দ্রবিন্দু পূর্ণ অক্ষর বিন্দু হয় না, আংশিক ভাবে ইহার ক্ষরণ হয়। তাই ব্রাহ্মীস্থিতি হয় না ও কালরাজ্য হইতে ত্রাণ ঘটে না। বস্তুতঃ এই বিন্দুই নিরন্তর কালাগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতেছে, যাহার দরুণ জীবদেহ জরা ও মৃত্যু হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছে না। সজ্ঞান ভাবে অর্থাৎ বোধের সহিত বিন্দুর ক্রমিক ঊর্দ্ধগতি সিদ্ধ হইলে স্থিতিলাভ হয়। অবশ্য এই ঊর্দ্ধগতির সিদ্ধি ক্রমবর্জিতও হইতে পারে। তবে সজ্ঞান ভাব আবশ্যক। আবার এমনও হইতে পারে (অবশ্য এখানে তাহা বলা হইতেছে না) যে ঊর্দ্ধগতির প্রশ্নই নাই—কোন প্রকার গতিই থাকে না, সকল প্রকার গতির মধ্যেই গতিহীন স্বপ্রকাশময় স্থিতিভাবটি খুলিয়া যায়। কিন্তু প্রকাশটি স্বপ্রকাশ হওয়া আবশ্যক, নতুবা উহা থাকিয়াও না থাকার সমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবের ভূমি।* বিজ্ঞানে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা দুইই আছে। অনুকূল জ্ঞান সুখ এবং প্রতিকূল জ্ঞান দুঃখ। প্রতিকূলতাই বিজ্ঞানের মল। সেইজন্য বিজ্ঞানকেও অনুরূপ অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। পঞ্চম অগ্নিতে শোধিত হইয়া বিজ্ঞান আনন্দরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চম অমৃত, যাহা আনন্দময় কোষের উপজীব্য। ইহাতে মল নাই বলিয়া ইহার শোধন হয় না। ইহা নিত্য, অমৃত ও অক্ষয়। ব্যষ্টি ভাবেই হউক অথবা সমষ্টি-ভাবেই হউক, এই আনন্দময় কোষই মায়ের কোল অর্থাৎ আনন্দরূপা মায়ের সত্তা। এই পঞ্চম অমৃত বিশুদ্ধসত্ত্বময় পরমানন্দ। ইহার আর আহুতি নাই!

নাই বটে, তবুও বলিতে হয় এখানেও এক প্রকার আহুতি আছে। এক হিসাবে উহাই চরম আহুতি। উহা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি। উহাকে অন্য আহুতির ন্যায় আহুতিরূপে বর্ণনা করা চলে না। তবুও 'আহুতি' ভিন্ন অন্য কোন যোগ্য নামও দেওয়া সম্ভবপর নহে। উহাই "ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।" আনন্দময় কোষও 'কোষ' মধ্যে গণ্য—তাই উহাকেও অতিক্রম করিতে হয়। উহা একদিকে আত্মসমর্পণ বা নিজকে রিক্ত করা ও অপর দিকে পূর্ণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা—অপরিচ্ছিন্ন, অনন্ত স্বরূপশক্তিময় আত্মস্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠান।

যতদূর পর্য্যন্ত মৃত্যু আছে বা মলিনতা আছে ততদূর পর্য্যন্ত আহুতির প্রয়োজন আছে। ততদূর পর্য্যন্ত অগ্নিও আছে। তাহার পর আত্মস্বরূপে অগ্নির সমারোপণ হয়। অমৃতীকরণ ও মলের অপসারণ পূর্ণ হইলে লৌকিক দৃষ্টিতে আহুতির অবকাশ থাকে না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্ণত্বের পথে এখানেও আহুতি আবশ্যক হয়। এই উপলব্ধ আনন্দ বা পরমানন্দও সমর্পণ করিতে হয়। ইহা নিত্য সত্তা হইলেও দ্বিতীয় রূপে আস্বাদ্য হয় বলিয়া এক হিসাবে ভোগেরই অন্তর্গত। ইহার অর্পণ না হইলে ভোক্তৃভোগ্য ভাবের অতীত অদ্বয় বিশুদ্ধ চৈতন্যে স্থিতিলাভ ঘটে না। 'চিদবসানো ভোগঃ।' বস্তুতঃ আনন্দইত প্রিয়তমকে উপহার দিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু। প্রথম পাঁচটি দিব্য অগ্নিতে আনন্দের সহিত মিশ্রিত ভাবে নিরানন্দের অর্পণ হইয়াছে। ইহার ফলে আনন্দের উজ্জ্বলতম রূপটি ক্রমশঃ আয়ত্ত হইয়াছে। চরম আহুতিতে সে মহান্ আনন্দকেও বা অমৃতকেও সমর্পণ করিয়া আনন্দের অতীত স্ব-স্বরূপে স্থিতিলাভ আবশ্যক। এইরূপ হইলে মূল অবিদ্যার গণ্ডীভেদ সম্ভব হয় ও দ্বন্দ্বাতীত পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। "হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।" আনন্দই সেই হিরন্ময় পাত্র, যাহা দ্বারা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে।

* এইটি জীবেরই ভূমি, তবে সাধারণ জীবের নহে। বিজ্ঞানভূমির জীব বিজ্ঞানময় ও সত্যসঙ্কল্পতাবশতঃ যোগসিদ্ধ বলিয়া জীব হইয়াও ঈশ্বর পদবাচ্য। এই ভূমিতে মনোবহা নাড়ীর কোন ক্রিয়া নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃত্যু তাঁহাকে দিতে হইবে অমৃতও দিতে হইবে, দুঃখ তাঁহাকে দিতে হইবে পরে আনন্দও দিতে হইবে। তাঁহাকে হেয় দিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে উপাদেয়ও দিতে হইবে তবেত নির্ম্মল প্রকাশের উদয় হইবে। তবেত একমাত্র সেই সর্ব্বাতীত, দ্বন্দ্বাতীত সত্তাই যে সর্ব্বরূপে, অনন্ত দ্বন্দ্বময় বিচিত্র বিকাশরূপে, প্রকাশমান রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইবে। অমৃত ও মৃত্যু, দুঃখ ও সুখ, তাঁহারই রূপ। লৌকিক বা অলৌকিক কোন অগ্নির সামর্থ্য নাই যে এই চরম আহুতি বা পূর্ণাহুতি গ্রহণ করে; কারণ ইহা নির্ম্মল অমৃত। একমাত্র ব্রহ্মাগ্নি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ অগ্নিই এই পরম-অমৃত সোমকে ধারণ করিতে সমর্থ। তাহার ফলে অগ্নি ও সোম একাকার হয়—চৈতন্য ও আনন্দ, অথবা শিব ও শক্তি সামরস্য লাভ করে। ইহারই নাম পরিপূর্ণ সত্য।

যোগিগণ সাধারণতঃ পাঁচটি স্তরে বিশ্বকে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করেন বলিয়া এখানে পাঁচটি স্তর ধরা হইল। এই সংখ্যা নির্দ্দেশ শুধু বুঝাইবার সুবিধার জন্য। স্তর-বিভাগ পাঁচটি ধরা হইয়াছে বলিয়া অগ্নিকেও পাঁচ এবং অগ্নিদ্বারা শোধিত অমৃতকেও পাঁচ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।* বাস্তবিক পক্ষে স্তর অনন্ত ও অসংখ্য—অথচ একই স্তরহীন অখণ্ড সত্তা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে।

দিব্য অগ্নি-পঞ্চকের ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে অগ্নিসমূহ আত্মাতে পূর্ণরূপে আরোপিত হয়। তখন আত্মভাব অনাত্মসত্তা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া নিজ স্বরূপকেই আশ্রয় করে।

সৃষ্টির রহস্য অতি বিচিত্র। এখানে অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ, শুদ্ধসত্ত্ব ও রজস্তমঃ, ভাল ও মন্দ সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। আত্মবলিরূপ যজ্ঞের দ্বারা তাহাকে ভাগ করিয়া শুদ্ধাংশের যোগে ঊর্দ্ধে উঠিতে হয় এবং অশুদ্ধাংশকে তৎকালের জন্য পরিহার করিতে হয়। ক্রমশঃ এমন অবস্থা লাভ হয় যেখানে অমৃত থাকে মৃত্যু থাকে না, আনন্দ থাকে দুঃখ থাকে না, সার থাকে অসার থাকে না, শুদ্ধসত্ত্ব থাকে রজস্তমঃ থাকে না। এইখানে শোধন কার্য্যের একপ্রকার অবসান বলা চলে। তদনন্তর মহাজ্ঞানের উদয় হইলে অমৃত ও মৃত্যুর ভেদ কাটিয়া যায়, আনন্দ ও দুঃখকে আর পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না। তখন দেখা যায় একই স্বপ্রকাশময় চিদানন্দময় মহাপ্রকাশ যেন ভিতরে বাহিরে

---

*যাজ্ঞিকগণের পঞ্চাগ্নির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উপনিষদে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা প্রসঙ্গে পঞ্চাগ্নির বর্ণনা আছে। তাপসগণ বানপ্রস্থ আশ্রমে পঞ্চতপা করিতেন (ভাগবত ৪-২৩-৫ ; ১১।১৮)—তাঁহারা যে সূর্য্যাদি অগ্নি পঞ্চকের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাহা অন্য প্রকার। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে যে অগ্নি বিভাগ দেখান হইল তাহা কোন ভেদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কর্ম্মভেদেও অগ্নির নাম ভেদের কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মারুত, চান্দ্রমস, শোভন, হুতাশন, হব্যবাহন, কব্যবাহন, বহ্নি, সাহস, বরদ, মৃড়, জঠরাগ্নি, ক্রব্যাদ, বাড়ব, সংবর্ত্তক, পাবক প্রভৃতি নামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুরেশ্বরাচার্য্য দেহস্থ কালাগ্নি, বাড়বাগ্নি, বৈদ্যুতাগ্নি, পার্থিবাগ্নি, সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন (দক্ষিণামূর্ত্তি বার্ত্তিক ৯-১০)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওতপ্রোতভাবে (বস্তুত ভিতর বাহির তখন কোথায়?) আপন গৌরবে বিরাজ করিতেছে। ইহাই পূর্ণ সাক্ষাৎকারের দশা। *

(৫)

যজ্ঞের জন্য ("যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ") বা ভগবানের জন্য যে কর্ম্ম অথবা যজ্ঞরূপ যে কর্ম্ম তাহা সম্পন্ন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক দেহাভিমানের শুদ্ধি। একদিকে ব্যষ্টি দেহের অভিমান শুদ্ধি ও অপরদিকে সমষ্টি বা মহাসমষ্টি দেহের অভিমান শুদ্ধি আবশ্যক। বস্তুতঃ প্রকৃতি বা স্বভাবের গুণ দ্বারাই এবং মূলে চিৎশক্তির প্রেরণাতেই যাবতীয় কর্ম্ম কৃত হয়। কিন্তু মানব যতদিন অহঙ্কার দ্বারা বিমোহিত থাকে ততদিন নিজকে কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে। এই মিথ্যা অভিমানের বশে কর্ম্মের বিপাক হইতে উদ্ভূত সুখ-দুঃখ ভোগে জড়িত হইয়া পড়ে। যজ্ঞাত্মক কর্ম্মের মূলে এই প্রকার অশুদ্ধ অহঙ্কারের মোহ থাকে না ও ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার পূর্ত্তি কামনাও থাকে না। তাই উহা বিশুদ্ধ কর্ম্ম।

এইজন্য উহা প্রারম্ভ করার পূর্ব্বেই দেহস্থিত আধারকুণ্ডে হোমাগ্নির উদ্দীপন আবশ্যক। এই অগ্নি মূলে এক হইলেও ইহাতে আকৃতি ও প্রকৃতিগত অনেক ভেদ আছে। তদনুসারে কার্য্য ও অধিকারগত ভেদও বিদ্যমান। প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ দ্বারা অথবা প্রণব ও আত্মার ধ্যানরূপ নির্মন্থন দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অনাদিকাল হইতে যে অমূল্য রত্ন উপেক্ষিত হইয়া গুপ্ত ভাবে পড়িয়া আছে তাহাকে ঐ প্রদীপ্ত অগ্নির আলোকে অন্বেষণ করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। লৌকিক আলোক, এমন কি দিব্য আলোকও, ঐ "গুহাহিত" পদার্থকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না।

যোগিগণ যাহকে কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন বলেন তাহা এই হোমাগ্নি বোধনেরই আভ্যন্তরিক পর্য্যায়। আত্মবিস্মৃত, সংশয়াচ্ছন্ন জীব শ্বাস-প্রশ্বাসের অধীন থাকিয়া ইড়া-পিঙ্গলাময় কালরাজ্যে সঞ্চরণ করিতেছে। কুণ্ডলিনী না জাগিলে কালমার্গ ত্যাগ করিয়া সুষুম্নারূপ মধ্যমার্গে প্রবেশ লাভ ঘটে না এবং মধ্যপথে প্রবিষ্ট না হইলে যোগস্থ হইয়া কোন কর্ম্ম করারও উপায় নাই। † মধ্যমার্গে কিঞ্চিন্মাত্র প্রবিষ্ট হইতে পারিলেই বুঝিতে

---

* এইখানে ক্রম আশ্রয় করিয়াই পর পর অবস্থার উদয় ও তদনন্তর সাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল। এই ক্রম অবশ্য নানা প্রকার হইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্য যে প্রকৃত সাক্ষাৎকার অক্রম—তাহাতে ক্রম নাই, অর্থাৎ ক্রমও সেখানে অক্রমের মধ্যে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সাধকের যোগ্যতার তারতম্য অথবা শক্তিপাতের তারতম্যবশতঃ ক্রমভেদ হইয়া থাকে। আণব, শাক্ত ও শাম্ভব এই তিন উপায়ের মধ্যে শাম্ভব উপায় শ্রেষ্ঠ। অনুপায়ের ত কথাই নাই। অনুপায়ে কোন উপায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যতীতই পরমেশ্বরের পূর্ণ সমাবেশ হইয়া থাকে। শাম্ভব উপায়েও ক্রমিক সাধনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যুগপৎ অখণ্ড সত্তার পূর্ণরূপে ভান হইয়া থাকে। প্রাতিভ জ্ঞান ক্রমহীন। উহাতে একই ক্ষণে সমগ্রের পূর্ণ প্রতিভাস অপরোক্ষ রূপে হইয়া থাকে।

† 'মধ্য' বলিতে বাস্তবিক পক্ষে শুদ্ধচিৎকে বুঝায়, কারণ উহাই সর্ব্ববস্তুর অন্তরতম এবং উহার ভিত্তিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে স্থূল দেহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও সূক্ষ্মদেহের প্রথম স্তরে প্রবেশ ঘটিয়াছে। তখন শ্বাস কাল-নাড়ীকে পরিহার করিতে আরম্ভ করে ও সুষুম্নাতে * প্রবিষ্ট হইয়া অধঃ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণ করিতে থাকে। বহির্জগতের স্মৃতি তৎকালে লুপ্তপ্রায় হয়, কিন্তু ভিতরে চৈতন্য উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠে। পরবর্ত্তী ভূমিতে সুষুম্নার অন্তঃস্থিত বজ্রা নাড়ীতে * প্রবেশ হয় ও সূক্ষ্মদেহের প্রথমস্তর হইতে নিষ্ক্রান্তি হইয়া দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান হয়। তখন বজ্রা নাড়ীর শাখা প্রশাখাতে সঞ্চরণ হইতে থাকে। ইহার পর চিত্রিণীতে * প্রবিষ্ট হইলে সংশয়হীন জ্ঞানের উদ্ভব হয়, হৃদয়-গ্রন্থির ছেদন হয় ও বিকল্পময় অশুদ্ধ জীবভাব কাটিয়া যায়। ইহারই নাম সূক্ষ্মদেহের তৃতীয় স্তরে বিশ্রাম লাভ। তখন জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হয় এবং হৃদয়-পদ্ম ঐ সবিতার বিমল কিরণস্পর্শে প্রস্ফুটিত হয়। চিত্রিণীর অন্তঃস্থিত ব্রহ্ম নাড়ীতে * প্রবেশ হইলে নিজকে হৃদয় হইতে দ্বাদশান্ত † (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ মহাশূন্য) পর্য্যন্ত স্পন্দনশীল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই ব্রহ্মনালে স্থিতি, শুদ্ধ কারণদেহে বা মহাকারণ দেহে অবস্থান

লগ্ন হইয়া সমগ্র বিশ্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু মায়িক অবস্থায় শুদ্ধচিৎ নিজ স্বরূপে থাকিয়াও মায়িক খেলার জন্য নিজ স্বরূপ গোপন করে ও স্বভাবতঃ প্রাণ, বুদ্ধি ও দেহভাব ধারণ করিয়া সহস্র নাড়ী জালে ব্যাপ্ত হয় ও নাড়ী মার্গের অনুসরণ করে। এই সকল নাড়ীর মধ্যে মধ্য নাড়ী প্রধান—ইহা দেহের ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাই প্রাণশক্তির আশ্রয়। সকল বৃত্তির উদয় ও বিশ্রান্তির ইহাই একমাত্র আশ্রয়। এই নাড়ীর বিকাশ না হইলে সাধকের পশুভাব কাটে না। পরমেশ্বরবৎ সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চকৃত্যের কর্ত্তৃত্বের ভাবনা, বিকল্পক্ষয়, শক্তি সঙ্কোচ, শক্তি বিকাশ প্রভৃতি বহু উপায়ে এই বিকাশ হইতে পারে (দ্রষ্টব্য-'প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়')। যোগকুণ্ডলিনী উপনিষদে যে 'শক্তি চালনা'-রূপ সরস্বতী চালনা ও প্রাণরোধাত্মক নানা প্রকার কুম্ভকের কথা বলা হইয়াছে তাহারও একমাত্র ফল ইহাই। বিজ্ঞান-ভৈরবে শাক্তক্ষোভ, কুলাবেশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিশিষ্ট উপায়ের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেরই মূল লক্ষ্য মধ্য নাড়ীতে প্রবেশ।

* ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে আছে যে সুষুম্না মধ্যে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বজ্রা ও তাহার পর চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিত। তাই সুষুম্না ত্রিগুণারূপে প্রতীত হয় অর্থাৎ বজ্রা ও চিত্রিণী সহ মিলিত হইয়া ত্রিসূত্র রূপে লক্ষিত হয়। গৌতমীয় তন্ত্র মতে সুষুম্না সর্ব্ব তেজোময়ী। ত্রিবর্ণের দিক্ হইতে সুষুম্নাকে অগ্নিরূপ ও তমোগুণাত্মিকা, বজ্রাকে সূর্য্যরূপ ও রজোগুণাত্মিকা এবং চিত্রিণীকে চন্দ্ররূপ ও সত্ত্বগুণাত্মিকা ভাবনা করিবার বিধান আছে। ব্রহ্মনাড়ী "শুদ্ধবোধপ্রবোধা" ও ত্রিগুণাতীতা অথচ সর্ব্বগুণময়ী। ইহা মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভু লিঙ্গ ছিদ্র হইতে সহস্রারে স্থিত পরম-শিব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মরন্ধ্র ইহারই মুখে অবস্থিত—সুষুম্নার মূলও ঐখানেই। শ্রীতত্ত্বচিন্তামণিকার পূর্ণানন্দ বলেন যে মেরুর মধ্যে সুষুম্না, তার মধ্যে (কন্দের দুই অঙ্গুলি উপরিস্থ লিঙ্গস্থান হইতে প্রসৃত) বজ্রানাড়ী ও বজ্রার মধ্যে প্রণব বিলসিত চিত্রিণী নাড়ী বিরাজমান। ব্রহ্মনাড়ী চিত্রিণীরও মধ্যে। ক্ষুরিকা উপনিষদে সুষুম্নার অন্তর্গত কৈবল্য নাড়ীর প্রসঙ্গ আছে—তাহা সম্ভবতঃ ব্রহ্ম-নাড়ীর নামান্তর। মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষদের রাজযোগ-ভাষ্যে সুষুম্নাকেই ব্রহ্মনাড়ী বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে বহু স্থানে এই প্রকার বর্ণনা আছে। বলা বাহুল্য, স্থূল দৃষ্টিতে সুষুম্নাকে ব্রহ্মনাড়ী বলাতে কোন দোষ হয় না।

† ছত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত প্রাণসঞ্চার মার্গের এক প্রান্ত হৃদয় ও অপর প্রান্ত দ্বাদশান্ত বা বিসর্গান্ত পদ (যেখানে মহাপ্রকাশের অনুভব হয়)। এই মার্গে নিরন্তর বিনা প্রযত্নে বর্ণের উদয় হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু পদ ও মন্ত্রের উদয় সাধকের প্রযত্ন ভিন্ন হয় না। বর্ণের উদয়ে পর ও সূক্ষ্মভেদে তারতম্য আছে। যাহাকে পরবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল তাহারও পরতর ও পরতম দুইটি অবস্থা আছে। সর্ব্বোত্তম অথবা গভীরতম অবস্থাই পরতম বর্ণের উদয় রূপে প্রসিদ্ধ। এইটি নাদের পরমস্বরূপ। ইহাতে যাবতীয় বর্ণ পরস্পর পৃথগ্‌ভাব ত্যাগ করিয়া অবিভক্ত রূপে সামান্য ভাবে নিরন্তর ধ্বনিত হয়। ইহা নিত্যোদিত, ইহার তিরোভাব কখনই হয় না। প্রকৃত অনাহত নাদের ইহাই স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জগজ্জননী মায়ের কোলে বিশ্রাম *। বিশুদ্ধ অমৃতই এখানকার ভোগ্য। ইহার উর্দ্ধে আর ভোগ নাই ; তখন চৈতন্যময় স্থিতি ও প্রশান্তি। তখন বস্তুতঃ ভোগ ও শান্তি, অথবা স্থিতি ও ক্রিয়ার ভেদও কাটিয়া যায়, অর্থাৎ সব থাকিয়াও যেন কিছুই থাকে না।

আগমে আছে, যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ তখনই হৃদয়ঙ্গম হয় যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞেয় পদার্থ হব্যরূপে আহুতি দেওয়ার যোগ্যতা জন্মে। তখন ইন্দ্রিয়বর্গ হয় স্রুক্ (হবির আধার হোমসাধন জুহুকে 'স্রুক্' বলে), নিজে হয় হোতা, নিজের আত্মরূপী শিব হন অগ্নি ও শক্তিবর্গ হয় অগ্নির জ্বালা, অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিদাত্মা নিজেই হোতা সাজিয়া অপরিচ্ছন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মক নিজ স্বরূপের অনলে ইন্দ্রিয়সংবেদ্য বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয় দ্বারা আহুতি প্রদান করে। নিজবোধরূপ অগ্নিতে ভাব সকল সমর্পিত হইয়া স্ব স্ব বিভক্ততা ও ভেদ ত্যাগ পূর্ব্বক বোধমাত্র রূপে স্ফুরিত হয়। ইহারই নাম অমৃতীভাব। এই প্রকার বোধ উদ্দীপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ এই অমৃত ভোগ করেন অর্থাৎ পরমবোধরূপে পরামর্শন করেন। দেবীগণ তৃপ্ত হইয়া পরবোধের সঙ্গে ঐক্যলাভ করেন। তখন মহাস্বাতন্ত্র্যের উদয় হয় ও পরম প্রকাশের সহিত অদ্বৈত ভাবে স্থিতি হয়। ইহাই পূর্ণতার পূর্ব্বাভাস।

(৬)

যজ্ঞের রহস্যার্থ কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। সকাম কর্ম্মিগণ ও জনসাধারণ যজ্ঞের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহাই ধারণা করুক নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের তাৎপর্য্য উহা হইতে অনেক গভীর। † পঞ্চকোষ ভেদের দিক্ হইতে অথবা সুষুম্নার অন্তর্বাহিনী উর্দ্ধগতির দিক্ হইতে একই অদ্বিতীয় লক্ষ্য অধ্যাত্মমার্গের ভাগ্যবান্ পথিকের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। নিষ্কাম কর্ম্মরূপ যজ্ঞের নিগূঢ়তম আদর্শ আত্মযাগ। আত্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-স্বরূপে স্থিতিই আত্মযাগের চরম সার্থকতা। বলা বাহুল্য, যজ্ঞের

---

* কারণ দেহ ও মহাকারণ দেহে ভেদ আছে। কারণ দেহ মায়াময়, অজ্ঞানাত্মক ও আনন্দ প্রধান, কিন্তু মহাকারণ দেহ মহামায়াময় জ্ঞানাত্মক ও হ্লাদপ্রধান। উভয় দেহই অচিদ্‌রূপ হইলেও প্রথমটি অশুদ্ধ, দ্বিতীয়টি নিত্যশুদ্ধ প্রথমটি ত্রিগুণময় ও প্রাকৃত, দ্বিতীয়টি শুদ্ধসত্ত্বময় ও অপ্রাকৃত। স্থূল ও লিঙ্গশরীর কারণ হইতে উদ্ভূত ও সংসারমণ্ডলে সঞ্চরণশীল। মহাকারণ কারণের অতীত ও স্বরূপানন্দের আস্বাদন কর্ত্তা। প্রথমটির ক্ষেত্র একপাদ বিভূতি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্র ত্রিপাদ বিভূতি। তন্ত্রমতে মহাকারণ দেহই বৈন্দব দেহ—জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী হইতে যাহার উদ্ভব হয়। বেদান্তাদি গ্রন্থে প্রয়োজনের অভাববশতঃ মহাকারণ দেহের আলোচনা নাই, কিন্তু নাথ যোগিগণ, কবীরাদি সন্তগণ দত্তাত্রেয়াদি অবধূতগণ এবং বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত আগমের অনুযায়ী সাধকগণ—সকলেই কোন না কোন আকারে স্পষ্টাক্ষরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই দেহে চিৎ শক্তি সাক্ষাৎ ভাবে অধিষ্ঠিত। ইহাই খৃষ্টীয় সাধক সমাজে Pneumatic Body, যাহা Pneuma বা চিৎশক্তি দ্বারা সর্ব্বদা উজ্জ্বলীকৃত। কারণ-দেহের এক পিঠ মায়াময়, - ইহাই প্রচলিত কারণশরীর, ও অপর পিঠ মহামায়াময় ও বিশুদ্ধ;—ইহাই নির্ম্মল মহাকারণ নামে পরিচিত। ইহাই বিশুদ্ধ জ্ঞান দেহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শগত উৎকর্ষ এই পরম লাভের ("যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ") দিক্ হইতেই সুধীগণ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

কিন্তু কাহারও পরম সৌভাগ্য উদিত না হওয়া পর্য্যন্ত যজ্ঞের এই মহান্ লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি পড়ে না। যাঁহারা এই দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা বলেন—

"যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং মৃত্যুরেব মহাপশুঃ।
অলৌকিকেন যজ্ঞেন তেন নিত্যং যজামহে ॥"

দ্বৈতবন যেখানে ইন্ধন, মৃত্যুই যেখানে মহাপশু, তাদৃশ অলৌকিক যজ্ঞ যে অতি উচ্চ আদর্শ তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন যে যাঁহার এই শেষ জন্ম এবং যাঁহার উপর চিৎশক্তি সুপ্রসন্ন একমাত্র সেই বিরল মহাত্মার হৃদয়েই এই রহস্যময় যজ্ঞের স্বরূপ প্রতিভাত হয়—ইহা জনসাধারণের অধিগম্য নহে :—

"এষ যাগবিধিঃ কোঽপি কস্যাপি হৃদি বর্ত্ততে।
যস্য প্রসীদেৎ চিচ্চক্রং দ্রাগপশ্চিম জন্মনঃ ॥

কিন্তু যজ্ঞের আর একটা দিক্ আছে যাহা ঐ মহান্ আদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট।* ইহার আভাস পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যজ্ঞ বিশ্বরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়া শাস্ত্রে বহুস্থানে "বিষ্ণু"রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতাতে (৩-১০-১৬) বলিয়াছেন যে সৃষ্টির আদি হইতেই প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে মানুষকে সংবদ্ধ করিয়া রচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মানুষের কর্ত্তব্য দেবতার ভাবনা করা অর্থাৎ হবির্দ্রব্য দ্বারা দেবতার সংবর্দ্ধনা করা। এইরূপে সংবর্দ্ধিত দেবতার কর্ত্তব্য মানবের ভাবনা করা অর্থাৎ তাহার আপ্যায়ন করা, সকল প্রকারে তাহাকে অভিলষিত ভোগ দান করা। এই সকল দেবদত্ত সম্পৎ দেবতাদিগের উদ্দেশে অর্পণ না করিয়া ভোগ করিলে ঋণী হইতে হয়। এই প্রকার পরস্পর ভাবনা দ্বারাই বিশ্বচক্র চলিতে থাকে। জগতের কল্যাণপ্রসূ এই মহানীতি তিনি সৃষ্টির আদি সময়েই প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও নিজের

---

* "সর্ব্বং বেদ্যং হব্যং, ইন্দ্রিয়ানি স্রুচঃ, শক্তয়ো জ্বালাঃ. স্বাত্মাশিবঃ পাবকঃ, স্বয়মেব হোতা" (পরশুরামসূত্রকল্প ১:২৬)। এই বিশ্বহোমের বা সর্ব্বত্যাগের কথাই নিম্নোক্ত পদ্যে একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—

"অন্তঃ [প্রভাস্বতি) নিরন্তর মেধমানে
মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত মরীচি বিকাশভূমি
বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানকম্ ॥".

অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব হ তে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ৩৬ তত্ত্ব ও তদ্‌গঠিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদ্ অগ্নিতে—বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যরূপ অনলে—আহুতি দিতেছি। মহান্ধকারনাশক ও অলৌকিক রশ্মি বিস্তারকারক এই অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তত্ত্বাতীত অখণ্ড প্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য ভাবনা করিতে বলেন নাই। মনুষ্য দেবতার জন্য ভাবনা করিবে, নিজের জন্য নহে। দেবতাও মনুষ্যের জন্য ভাবনা করিবে, নিজের জন্য নহে। ইহাই পরার্থ কর্ম্ম। জীবের সহিত ভগবানের আন্তরিক সম্বন্ধের দিক্ হইতেও এই নীতিই পরিদৃষ্ট হয়। কারণ যে ভক্ত অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে চিন্তা করে, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করার যাহার অবসর নাই, ভগবান্ স্বয়ং তাহার যোগক্ষেম বহন করেন, অর্থাৎ তাহার জন্য চিন্তা করেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভাবে নিজের কামনা পূর্ত্তির চেষ্টা করে, যে ক্ষুদ্র অহঙ্কারের অধীন হইয়া নিজেই নিজের সকল অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে ভগবানের দিক্ হইতে চিন্তা করিবার অবসর হয় না—ভগবান্ তাহার সকল ভার গ্রহণ করেন না। মোট কথা, যে যজ্ঞার্থ কর্ম্ম হইতে বিমুখ, যে স্বার্থ চিন্তা-প্রসক্ত, অন্যের চিন্তায় যাহার হৃদয় তৎপর হয় না, যে ভগবৎ প্রবর্ত্তিত মঙ্গলময় যজ্ঞাত্মক "জগৎ চক্রে"র অনুবর্ত্তন করে না, সেই ইন্দ্রিয়ারাম ব্যর্থ-জীবন ব্যক্তির জন্য বিশ্বসংস্থানে কোন বিশিষ্ট স্থান নাই—সে কালচক্রে নিষ্পিষ্ট হইতে বাধ্য। তবে কালচক্রও ব্রহ্ম-চক্রেরই অন্তর্গত, তাই এ নিষ্পেষণের ফলও পরিণামে শুভাবহ—কারণ ইহা হইতেই যথাসময়ে তাহার সত্য দৃষ্টির উন্মীলন হয় ও সে সত্যভাবে ভাবিত হইতে সমর্থ হয়।

(৭)

এবার শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে অনুষ্ঠিত মহা যজ্ঞটির সম্বন্ধে আনুষঙ্গিক ভাবে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। এ বিষয়ে আমার কিছু বলিবার যোগ্যতা না থাকিলেও জানি না কাহার প্রেরণাতে কিছু বলিতে উদ্যত হইয়াছে। এই যজ্ঞ যে সাধারণ

যাহাতে কিছুরই স্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় না সেই পরম সামাময় অখণ্ড প্রকাশে, সর্বদেশ, সর্বকাল, স্থূল ও সূক্ষ্ম সর্ব্ব বস্তুই আপন আপন বৈশিষ্ট্য লইয়াও অভিন্ন রূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে (নির্ব্বাণ, উত্তরার্দ্ধ, সর্গ ১২৫-১২-১৪) আছে—

অতীতং বর্ত্তমানং চ ভবিষ্যৎ স্থূলমপ্যণু।
তথা দূরমদূরং চ নিমেষঃ কল্প এব চ।
স্বরূপমজহত্যেব সামান্যে তানি সর্ব্বদা।
সর্ব্বাত্মনি স্থিতান্যেব।

অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, দূর ও নিকট, নিমেষ ও কল্প—এসব অত্যক্তস্বরূপ সত্তাসামান্যরূপী সর্ব্বাত্মাতে নিত্য স্থিত।

* জ্যোতিষ্টোমাদি কাম্যকর্ম্ম হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী স্বর্গাদি ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হইলেও জরা, জন্ম ও মৃত্যুর পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ হয় না। তাই শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে সকাম যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন—

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতৎ শ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া
জরা মৃত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞ নহে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। দেখা যায় যে প্রথম হইতেই এক অচিন্ত্য মহাশক্তির পরিচালনাতে ইহা ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ অথবা কল্যাণ কামনা করিয়া অনুষ্ঠিত হয় নাই, কোন সম্প্রদায় বিশেষ বা দেশ-বিশেষেরও নহে। এই অনুষ্ঠানের সুফল স্বরূপ যে শ্রেয় ও প্রেয় আবির্ভূত হইবে তাহাও কোন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়বিশেষ বা দেশবিশেষের সম্পত্তি নহে। বিশ্বমানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই মহাযজ্ঞ নিষ্কাম অনুষ্ঠান হইলেও সঙ্কল্প-কালে মানব মাত্রের ইষ্টপ্রীতিই ইহার উদ্দেশ্য বলিয়া সঙ্কল্প করা হইয়াছে। মানুষের ইষ্ট বাহ্যদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ মনে হইলেও মূলে এক ও অভিন্ন। আনন্দ অর্থাৎ বিশুদ্ধ অপরিচ্ছিন্ন পরমানন্দই সকলের একমাত্র ইষ্ট। যে যাহা চায় বস্তুতঃ তাহা আনন্দের জন্যই চায়। রূপ, নাম, প্রকাশ, পদ্ধতি ভিন্ন হইলেও সকলেরই আকাঙ্ক্ষার বস্তুটি অনাবিল আনন্দ ব্যতীত অপর কিছু নহে। ব্যবহার ক্ষেত্রে চাওয়া ও পাওয়ার প্রক্রিয়া ভিন্ন হইলেও লক্ষ্য ভিন্ন নহে। এই আনন্দরূপা মহাশক্তির প্রীতি বা প্রসন্নতাই এই মহাযজ্ঞের উদ্দেশ্য। ইষ্ট প্রসন্ন হইলেই সকল দেবতা প্রসন্ন হন, জগৎ প্রসন্ন হয়, পথের সকল কণ্টক দূর হইয়া যায়—"তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।" ইষ্টের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হইলে কাহারও আনন্দের অভাব থাকিতে পারে না। ইষ্টই শক্তি বা বল। শক্তিলাভ করিলে জীব জড়ত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ও পশুভাব বিদলিত করিয়া স্বয়ংই শিবরূপে বিরাজ করে। আত্মা মলসম্বন্ধবশতঃ বাহিরে জীব বা পশুভাবে প্রকট হইলেও বাস্তবিক পক্ষে সে স্বয়ংই শিব। মলের আবরণ সমাপ্ত হইলে সে নিজের স্বভাব শিবত্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

যে অগ্নিতে এই মহাযজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে তাহা সাধারণ মথিত অগ্নি নহে। অগ্নিদেবের জন্মের পর প্রায় বিংশতি বর্ষকাল যথাবিধি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার পূর্ণ বিকাশের সময় তাঁহার দ্বারা এই মহাকার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে। সাধারণ অগ্নি দ্বারা এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। ১৩৩৩ সনে দীপান্বিতা অমাবস্যার দিন যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল ১৩৫৩ সনে সেই অগ্নিতেই সাবিত্রী মহাযজ্ঞ আরব্ধ হইয়াছে। এক দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বাস্তবিক পক্ষে সেই অগ্নিই ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংরক্ষিত হইয়া এই মহাগ্নিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। একই অখণ্ড অগ্নি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যদিক্ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই মহাগ্নি পূর্ব্বকালীন অগ্নির পূর্ণতম প্রকাশ। কাল পূর্ণ না হওয়াতে এতদিন ইহার মহত্ত্ব লোকচক্ষুতে প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যিনি সর্ব্বদর্শী, যিনি সর্ব্ব কর্ম্মের পরিচালক ও দ্রষ্টা, একমাত্র তিনিই ইহার রহস্য জানিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব অগ্নি দ্বারা সব কার্য্য সম্পন্ন হয় না, ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বিশ্বব্যাপী মহাকল্যাণ যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য তাহা যে সাধারণ অগ্নি দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান অগ্নিদেব উদ্ভব কালেও অসাধারণ ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে এতকাল মহাকর্ম্ম সাধনের জন্য যত্নপূর্ব্বক সংরক্ষণ করা হইয়াছিল। তাহা না হইলে ১৩৩৩ সনের হোমান্তে ঐ অগ্নির বিসর্জ্জন হইত। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশের ন্যায় 'অরাজক' প্রদেশে প্রায় ২০ বৎসরকাল বিরুদ্ধ শক্তির সক্রিয় আবেষ্টনীর মধ্যে এই অগ্নিকে জাগাইয়া রাখা সহজ ব্যাপার ছিল না।

মা এই অগ্নিটির নাম রাখিয়াছিলেন "বিশ্বরূপ"। এই নামকরণের মধ্যেও একটি রহস্য দৃষ্টিগোচর হয়। আগমোক্ত হোমাগ্নি ও দিব্যাগ্নির কথা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ অগ্নির জিহ্বাতেই আহুতি অর্পণ করিতে হয়। অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে ছয়টি ছয় দিকে প্রসারিত। মধ্যস্থ সপ্তম জিহ্বা মধ্য হইতে উত্তরে দক্ষিণে প্রসারিত। ইহারই শাস্ত্রীয় নাম "বহুরূপা"। কেন্দ্রস্থ বলিয়া ইহাই প্রধান ও সর্ব্বার্থসাধক। অন্যান্য জিহ্বাতে আহুতির যে ফল 'বহুরূপা' জিহ্বাতে আহুতির ফল তদপেক্ষা অনেক অধিক। মায়ের দ্বারা অগ্নির "বিশ্বরূপ" নামকরণ এই "বহুরূপার" কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অগ্নিদেবের মহিমারই অভিব্যঞ্জক।

আর এক কথা। এই অগ্নি যে বস্তুতই দিব্যাগ্নি তাহা অন্যদিক্ হইতেও বুঝিতে পারা যায়। ১৩৩৩ সনে কালীপূজার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি না দিয়া যজ্ঞাগ্নিকে অনির্ব্বাণ ভাবে রক্ষা করা হইয়াছে এবং যথাবিধি উহার সেবাও করা হইয়াছে। যখন শা'বাগে পুকুরের ধারে কুণ্ডমধ্যে সর্ব্বপ্রথম ঐ অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল তখন কুণ্ডের নীচে তিনটি বটপত্রে মা স্বয়ং দিব্য লিপিতে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার দ্বারা কিছু লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইহাও অগ্নিদেবের বৈশিষ্ট্যের একটি নিদর্শন। দিব্য বলিয়াই অগ্নিদেব একাধিকবার প্রয়োজন অনুসারে দর্শন দিয়াছিলেন। অগ্নিদেবের বিশালতা ও ব্যাপকতা কালীপূজার সময়েও জানা গিয়াছিল। বর্ত্তমান যজ্ঞের যজমান শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামী নামে পরিচিত) সাবিত্রী যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া যে কয়েকটি অলৌকিক দর্শন পাইয়াছিলেন তাহা হইতেও অগ্নির মহত্ত্ব অনুমিত হয়।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় অনুধাবনের যোগ্য। এই যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যখন অগ্নি সংগ্রহের কথা উঠিয়াছিল তখন অরণি মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করিয়া উহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করার প্রস্তাব আচার্য্য শ্রীযুক্ত অগ্নিষ্বাত্তাজী করিয়াছিলেন, কিন্তু মা জানিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে এই বৃহৎ ব্যাপার মন্থনজাত অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না। ঢাকার যজ্ঞাগ্নি যে ইহারই জন্য এতদিন পর্য্যন্ত সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল তাহাও ইঙ্গিতে তিনি যথাসময়ে কোন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ব্যক্তিগত ভাবে কোন দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। কারণ তিনি জানিতেন যাহা হইবার তাহাই হইবে, এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেল যে তাহাই হইয়াছে। যে কার্য্যের জন্য যে অগ্নি আবশ্যক তাহার সমাধানের জন্য সেই অগ্নিরই কার্য্যকারিতা ফলদায়ক হয়। শাস্ত্র বলেন, "আহ্বয়ৈব তু হোতব্যং, যো যত্র বিহিতোঽনলঃ।.........অবিদিত্বা তু যশ্চাগ্নিং হোময়েৎ অবিচক্ষণঃ। ন হুতং নচ সংস্কারং নচ কর্ম্মফলং লভেৎ," অর্থাৎ অগ্নিকে না জানিয়া হোম করিলে হোম সিদ্ধ হয় না, সংস্কার উৎপন্ন হয় না এবং কর্ম্মফলের প্রাপ্তিও ঘটে না।

এক কোটি গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অগ্নিতে হোম সম্পন্ন হওয়ার দরুণ এই যজ্ঞটি 'সাবিত্রী যজ্ঞ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাবিত্রী বা গায়ত্রী সর্ব্ববেদের সার এবং উহা হইতে উদ্ধৃত। ইহা ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্বের মত। মনুও বলিয়াছেন যে তিনটী বেদকে দোহন করিয়া সাবিত্রীর স্বরূপ নিষ্পাদন করা হইয়াছে। এইজন্য সাবিত্রীর অনুবচন হইলে তন্মুখে সর্ব্ববেদেরই অনুবচন হইয়া থাকে। সাবিত্রী, গায়ত্রী বা সরস্বতী সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা। এই কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্ববর্ণিত মহালক্ষ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সেইজন্য অন্যমন্ত্রে আহুতি না দিয়া গায়ত্রী মন্ত্রেই আহুতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাক্ষাৎ ভাবেই হউক অথবা পরম্পরাতেই হউক ব্রহ্মবিদ্যাই সকল মানবের একমাত্র ইষ্ট দেবতা।

যে স্থানে যজ্ঞশালা রচনা হইয়াছিল বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ আশ্রমের জমি খরিদ করার পরই ঐ স্থানে সূক্ষ্মশরীরী জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষগণ সানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, ইহা বলা হইয়াছে। ঐ স্থানটি দেবযজন ভূমি। ঐ স্থানে যে ভবিষ্যতে বিশ্বকল্যাণকারী অনুষ্ঠান হইবে তাহা জানিয়াই তাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই নৃত্যও শুভ পরিণামেরই সূচক। একে গঙ্গার তীর, তাহার উপর জ্ঞানক্ষেত্র বা মুক্তি ভূমি, সর্ব্বোপরি ভাবী মহাযজ্ঞের স্থান, ইহাই মহাপুরুষদের আনন্দের কারণ বলিয়া মনে হয়। স্বয়ং মা সাক্ষাদ্‌ভাবে ইহার সহিত সংসৃষ্ট—ইহাও তাঁহাদের আনন্দের একটি বিশেষ কারণ রূপে মনে করা যাইতে পারে।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু লিখিবার নাই। মা স্বয়ং যেখানে কর্ণধার সেখানে শুভফল বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। মা নিজেই তাহার একটু আভাষও দিয়াছেন (দ্রষ্টব্য পৃঃ—৮৭)। দুঃখক্লিষ্ট জীব সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতেছে। জগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপর শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, বিশ্বের ইষ্ট দেবতা প্রসন্ন হউন, সমগ্র জগৎ অসত্য, তমঃ ও মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, জ্যোতিঃ ও অমৃতের চির শান্তিময় নিকেতনে আশ্রয়লাভ করুক—ইহাই মায়ের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺কাশীধামে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে

অখণ্ড মহাযজ্ঞ।

(১)

মহাযজ্ঞের সূচনা

৺কাশীধামস্থ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রমে যে মহাযজ্ঞ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তিন বৎসরকাল চলিয়া গত ১৩৫৬ সনের ৩০শে পৌষ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল উহার বিষয় যতই পর্য্যালোচনা করিতেছি ততই উহার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতেছি। ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে এমন যজ্ঞ আর একটি হইয়াছে কি না সন্দেহ। এই যজ্ঞ এবং ইহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের ত্রিবেণী পুরী মহারাজ এবং উত্তর কাশীর দেবীগিরি মহারাজ উভয়েই বলিয়াছেন, "এরূপ যজ্ঞ কখনও হয় নাই, আর হইবেও না।" এখন মনে হইতেছে যে উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের ঐ উক্তি সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। যে অচিন্ত্য মহাশক্তির প্রেরণায় এই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল এবং যিনি আমাদিগকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া সাড়ম্বরে ইহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন তাঁহার ঐশ্বর্য্য এবং মহিমা চিন্তা করিলে আমাদের মস্তক স্বতঃই তাঁহার শ্রীচরণে অবনত হইয়া পড়ে। পঙ্গুর পক্ষে গিরি লঙ্ঘন, শুষ্ক বৃক্ষে নবপল্লব এবং পুষ্পোদ্‌গম সাধারণ দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও উহা যে ঐ মহাশক্তির ইচ্ছায় যে কোন সময়ে এবং যে কোন ভাবে সম্ভব হইতে পারে তাহা এই যজ্ঞ ব্যাপার হইতেই যেন কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

আজ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যখন এই জাতীয় একটি যজ্ঞের প্রথম আভাস পাওয়া গিয়াছিল তখন তিনি একজন কুলবধূ মাত্র। তাঁহার ভক্তের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তখন পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের কোন আশ্রমই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বা উহা প্রতিষ্ঠা করিবার কোন কল্পনা কাহারও মনে জাগে নাই। জনসাধারণের নিকট তিনি অপরিচিতা। কাজেই ঐ সময় মায়ের মুখ হইতে এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাযজ্ঞের কথা শুনিয়া ঐ যজ্ঞ কোথায়, কি ভাবে এবং কাহা দ্বারা সম্পন্ন হইবে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা করিবার কোন উপায় ছিল না। তবে মায়ের শ্রীমুখ হইতে ঐ কথা বাহির হইয়াছিল বলিয়া উহার অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ ছিলাম। এবং যখন আমাদের কিছু করিবার থাকিত না তখন মাঝে মাঝে ঐ যজ্ঞ সম্বন্ধে স্বপ্নজাল রচনা করিয়া কতই না আনন্দ উপভোগ করিতাম! কিন্তু ঐ অস্পষ্ট ইঙ্গিত যখন বাস্তবে পরিণত হইল, তখন দেখিতে পাইলাম যে প্রত্যক্ষ সত্যও বৈচিত্র্যে কখনও কখনও উদ্দাম কল্পনাকে পরাভূত করিবার সামর্থ্য রাখে।

যে অগ্নিদ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় উহার উদ্ভব হইয়াছিল এক কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া। শ্রীশ্রীমাকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েক বারই কালীপূজা হইয়াছে। ঐ সকল পূজার বিবরণ এই যজ্ঞের ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক নয়, বিশেষতঃ শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই উহা জ্ঞাত নহেন বলিয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের কৌতুহল থাকা স্বাভাবিক। এইজন্য আমরা সংক্ষেপে উহার কিছু কিছু বিবরণ এখানে দিতেছি।

বাবা ভোলানাথের পূর্ব্বপুরুষদের আমল হইতেই দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে (অর্থাৎ ঢাকা জিলায় আটপাড়া কোলা গ্রামে) প্রতি বৎসর কালী পূজা হইত। এই পূজা খুব সাত্ত্বিক ভাবে হইত এবং ইহাতে কোন পশুবলির ব্যবস্থা ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে নাকি পশুবলি হইত, কিন্তু একবার ঐ কালীর কিঁ একটা অলৌকিক প্রকাশের ফলেই নাকি পশুবলি চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া যায়। এরূপ একটা প্রবাদও আছে যে কোন এক দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে ঐ বংশের গুরুদেব যখন কালীপূজা করিতে বসিয়াছিলেন তখন কোন সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি মৃণ্ময় প্রতিমা পূজার নিষ্ফলতা এবং এ জাতীয় পূজায় দেবীর প্রকাশ হওয়া সম্ভবপর নয় ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিলে ঐ গুরুদেব হাতের কুশিটি লইয়া দেবীর গালে ঠোকনা মারার মত একটু আঘাত করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিলো তুই নাকি আসিস্ না?" ঐ আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই দেবীর গণ্ডস্থল হইতে নাকি দরদর ধারে রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। উহা দেখিয়া তৎকালে উপস্থিত সকলের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং তাহাদের অবিশ্বাসও চলিয়া গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাবা ভোলানাথের সময় বংশের এই বাৎসরিক পূজা কখন কখন তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসনে হইত, আবার কখনও কখনও তাঁহার কর্ম্মস্থলেও হইত। যে বৎসর বাড়ীতে পূজা হইবে না বলিয়া বাবা ভোলানাথ খবর পাইতেন, সেইবার তিনি নিজ কর্ম্মস্থলেই এই পূজার আয়োজন করিতেন। শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতেও এই পূজা হইয়াছে। বাবা ভোলানাথ যখন তাঁহার কর্ম্মস্থল বাজিতপুরে ছিলেন তখন শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে একবার এই পূজা হয়। পূজার স্থান করা হইয়াছিল ঢাকা নবাব এষ্টেটের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত ভূদেব বসু মহাশয়ের বাহির বাড়ীর প্রাঙ্গনে এবং ভোগরান্নার ব্যবস্থা হইয়াছিল বাবা ভোলানাথের বাসার উঠানে। দুই জায়গায়ই পূর্ব্বোক্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দুইটি ছোট ছোট টিনের একচালা করা হইয়াছিল। ভূদেব বাবু এবং ভোলানাথের বাসার মধ্যে আরও একটি বাসা ছিল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাবা ভোলানাথের এই বাৎসরিক পূজা খুব শুদ্ধভাবে করা হইত। ঐবারকার পূজার জন্যও মা খুব শুদ্ধভাবে চাউল ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু উহা কাক দ্বারা উচ্ছিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া উহা উঠাইয়া রাখা হয় এবং পুনরায় নূতন করিয়া ভোগের জন্য চাউল আনিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া রান্না করা হয়। ভোগরান্না মা করেন নাই, উহা করিয়াছিল অন্য একটি স্ত্রীলোক। গভীর রাত্রিতে পূজা যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তখন পূজারী বাবা ভোলানাথকে ভোগ আনিতে বলিলেন। ভোগের ব্যঞ্জনাদি সমস্তই রান্না হইয়াছিল, বাকী ছিল শুধু অন্ন পাক করা। পূজারীকে ঐ কথা বলা হইলে তিনি মনে করিলেন যে অন্নপাক হইতে একটু বিলম্ব হইবে তাই তিনি পূজা শেষ করিয়া যজ্ঞ করিতে বসিয়া গেলেন।

এদিকে রাধুনী অন্ন নামাইয়া দুইখানি পাথরের থালায় অন্ন এবং ব্যঞ্জনাদি ভাগে ভাগে সাজাইয়া জ্বালানী কাঠের গাদার উপর শুইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রান্নাঘরে মাত্র একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। মা গিয়া রান্নাঘরের ছোট দরজার মাঝখানে আসন করিয়া বসিয়াছিলেন। এমন ভাবে বসিয়াছিলেন যে অপর কিছু যেন বাহির হতে রান্নাঘরে ঢুকিতে না পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভোগ রান্নার স্থান হইতে পূজার স্থান একটু দূরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিল। ভোলানাথের বাসা এবং ভূদেব বাবুর বাসার মধ্যে অপর একটি বাসা; যে কেবল দুইখানি ঘর ছিল তাহা নহে, এক বাসাকে অপর বাসা হইতে পৃথক করিবার জন্য পর পর কতকগুলি চাটাইয়ের বেড়াও ছিল। কাজেই মা যেখানে বসিয়াছিলেন ঐখান হইতে পূজার স্থানের কোন কথা শুনা বা কিছু দেখা সম্ভব ছিল না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মা ঐখানে বসিয়া বসিয়াই পূজার মন্ত্রাদি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলেন এবং পূজার বিবিধ অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাগ্নি পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন। এগুলি তাঁহার কল্পনা বা অনুমান মাত্র ছিল না, কারণ যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শ্রীশ্রীমা একজন বালিকাবধূ মাত্র। পূজার নিয়মপদ্ধতি কিছুই তাঁহার জানা ছিল না। কাজেই মা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি ব্যাপার হইল—শ্রীশ্রীমা দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ হইতে তুষারধবল, দিব্যকান্তি একটি পুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার দেহখানি উন্নত, সুগঠিত এবং ঈষৎ রক্তিম আভাযুক্ত। তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সুনির্ম্মল গগণে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে উহার কিরণ যেমন চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে ঐ ভাস্বর পুরুষের অঙ্গ-জ্যোতিঃতেও সেইরূপ ঘরবাড়ী রন্ধনশালা প্রভৃতি সমস্তই আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। রন্ধনশালার প্রদীপটি ঐ উজ্জ্বল আলোতে একেবারে মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। মায়ের অঙ্গ হইতে বাহির হইয়া ঐ পুরুষ যেখানে ভোগ সাজান ছিল সেইখানে গিয়া মাকে পুরোভাগে রাখিয়া অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা তিনবার অন্ন তুলিয়া লইলেন, পরে তিনি যেখান হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন আবার সেইখানেই মিলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমা বসিয়া বসিয়া নির্ব্বিকার ভাবে এই সমস্ত দেখিয়া গেলেন। তখনও পূজাস্থানে যজ্ঞ চলিতেছিল। যাঁহারা ঐখানে ছিলেন তাঁহারা জানিতেও পারিলেন না যে রন্ধনশালার এই ছোট ঘরখানিতে কি যে এক অলৌকিক ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইয়া গেল। ঐ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষটি কে ছিলেন তাহা কে বলিবে? যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং ঐ মূর্ত্তিতে আসিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন, না ব্রহ্মময়ী মা নিজকে ঐভাবে প্রকট করিয়া ভোগ গ্রহণ করিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত আমরা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে জানিতে পারি নাই। এসব বিষয়ে মাকে প্রশ্ন করিয়াও বিশেষ লাভ নাই, কারণ প্রশ্ন করিলে মায়ের নির্ব্বাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসি হইবে উহার একমাত্র উত্তর। তবে আমরা এইমাত্র জানিলাম যে শ্রীশ্রীমাই ঐ দিব্য পুরুষের "গতিভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী" এবং মায়ের শ্রীঅঙ্গই তাঁহার উৎপত্তি ও লয়ের স্থান।

যাহা হউক যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে বাবা ভোলানাথ ভোগ নিতে আসিলেন। তিনি ভোগের থালা দুইখানি দুই হাতে করিয়া চলিলেন। সকলের আগে আগে একজন গোবরজল ছিটাইতে ছিটাইতে চলিল। তাঁহার পশ্চাতে একজন লোক লাঠি হাতে করিয়া এবং অন্য একজন লোক লণ্ঠন লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় কোথা হইতে হঠাৎ একটি কাল কুকুরের আবির্ভাব হইল। তাহাকে লাঠি দিয়া তাড়া করা সত্ত্বেও সে আসিয়া ভোলানাথকে স্পর্শ করিয়া একদিকে পালাইয়া গেল। ভোলানাথ হতভম্ব হইয়া গেলেন। এদিকে রাত্রি পাছে শেষ হইয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি পুকুরের ধারে এক আমগাছের নীচে থালা দুইখানি রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া শীঘ্র নূতন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তখন কাক দ্বারা উচ্ছিষ্ট তণ্ডুল ব্যতীত আর কোন আতপ তণ্ডুল গৃহে ছিল না। বাজার হইতে চাউল কিনিয়া আনিয়া ভোগ দিবার সময়ও তখন নাই। অগত্যা ভোলানাথ মাকে বলিলেন, "ঝেটির যখন এই রকম ব্যবস্থা তখন ঐ কাকের মুখের চাউলই ভোগের জন্য শীঘ্র বাহির করিয়া দাও। উহাই বোধহয় খাইবে।" তাহাই করা হইল। পুকুরের পার হইতে ভোগের থালা আনিতে গিয়া ভোলানাথ দেখিতে পাইলেন যে তিনি যে ভাবে ঐ থালা রাখিয়া আসিয়াছিলেন উহা সেই ভাবেই আছে। কেহই উহা স্পর্শ করে নাই। যে কাল কুকুরটি লাঠির তাড়া অগ্রাহ্য করিয়া ভোগ অশুদ্ধ করিয়াছিল তাহারও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নিবেদিত দ্রব্য পুনরায় নিবেদন করা যায় না ইহা বুঝাইবার জন্য কেহ কুকুররূপে আসিয়াছিলেন কি না তাহাই বা কে বলিবে?

যাহা হউক ঐ ভোগ ভোলানাথ পুকুরের জলে ভাসাইয়া দিয়া থালা দুইটি ধুইয়া পরে স্নান করিয়া আসিলেন। ব্যঞ্জনাদিত পৃথক পাত্রে পূর্ব্বেই রান্না করা ছিল, নূতন করিয়া অন্ন প্রস্তুত করা হইলে উহা দ্বারা ভোগ নিবেদন করা হইল। এদিকে ভোরের আর বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া পুরোহিত তাড়াতাড়ি প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ঐ রাত্রিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মা ভোলানাথকে বলিয়া উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরোহিতকে জানাইতে বলিলেন। ভোলানাথ পুরোহিতকে ঐ কথা বলিলে তিনি অতি ব্যগ্রতা সহকারে বলিলেন, "ঐ ভোগ কোথায়? উহাইত আসল ভোগ। কুকুর দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও উহা নষ্ট হয় নাই। আমি উহাই গ্রহণ করিব।" তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে ঐ ভোগ জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন অতি বিষণ্ণবদনে বলিলেন, "ঐ মহাপ্রসাদ পাইবার অধিকারী হওয়াত চাই! তাই বোধহয় ভোগের এই ব্যবস্থা।"

বাজিতপুরের পর বাবা ভোলানাথের নূতন কর্ম্মস্থল হইয়াছিল ঢাকায় নবাবের শা'বাগে। এখানেও, ১৩৩২ সন এবং ১৩৩৩ সনের দীপান্বিতা উপলক্ষ্যে দুইবার কালীপূজা হইয়াছিল। ১৩৩২ সনে শা' বাগে যে কালীপূজা হইয়াছিল উহা ভোলানাথের বংশের পূজা নয়। কারণ ঐ পূজা হওয়া সত্ত্বেও মায়ের নির্দ্দেশ মত স্বতন্ত্র পুরোহিত দ্বারা অন্যত্র ভোলানাথের বার্ষিক পূজা সম্পন্ন করা হইয়াছিল। শা' বাগে যে পূজা হইয়াছিল ঐ পূজা করিবার জন্য ভক্তগণ মাকেই অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মা উহা করিতে সম্মত হইতেছিলেন না দেখিয়া শেষে বাবা ভোলানাথই উহার জন্য মাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। একটা ভাব সর্ব্বদাই আমরা মায়ের মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি যে, বাবা ভোলানাথ বিশেষ করিয়া মাকে কিছু করিতে বলিলে মা তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। অবশ্য মার এমন ভাবও দেখিয়াছি যে যখন কাহারও অনুরোধ উপরোধ তাঁহার উপর কার্য্যকরী হইত না, তখন মায়ের দেহখানি একটি নির্ব্বিকার প্রস্তরের মত পড়িয়া থাকিত।

মাকে সাধারণ ভাবে কেহ কখনও পূজা করিতে দেখে নাই। মায়ের ভিতরে যে সকল অবস্থা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও সাধারণ নয়। মায়ের দীক্ষাদির খেলাটাও অলৌকিক ভাবে আপনা-আপনিই হইয়া গিয়াছে। বাবা ভোলানাথের কথামত মা যখন কালীপূজা করিতে বসিয়াছিলেন তখন ঐ পূজাও যে প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও আমাদের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নূতন। মায়ের পূজা যখন চলিতেছিল সেই সময় বলি দিবার জন্য হৃষ্ট পুষ্ট এবং সুলক্ষণযুক্ত একটি পাঠা আনীত হইয়াছিল। পাঠাটিকে উৎসর্গ করিবার সময় মা উহাকে কোলে করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুপাত করিলেন। পরে উহার প্রতি অঙ্গ মন্ত্রপূত করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। পাঠাটি নিস্তেজ ও নির্ব্বিকার ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনা-আপনি গিয়া বলির স্থানে দাঁড়াইল। মা নিজে আসনস্থ থাকিয়া কালী প্রতিমার সম্মুখে উপুর হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বলির পূর্ব্বক্ষণে পাঠা যেরূপ মর্ম্মান্তিক ভাবে চিৎকার করে মাও সেইরূপ শব্দ তিনবার করিলেন। পরে নিজেই বলির খাড়াখানি হাতে লইয়া উহা নিজের ঘাড়ের উপর রাখিতে গেলে ভোলানাথ ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি ঐ খাড়াখানি কাড়িয়া লইলেন পাছে মা নিজেকেই ঐভাবে বলিদান করিয়া ফেলেন। খাড়াটি মায়ের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হইলে মা উঠিয়া বসিলেন। এদিকে পাঠাটিকে যখন বলি দেওয়ার জন্য কাঠগড়ায় তোলা হইল তখন তাহার মধ্যে জীবন রক্ষার কোন প্রচেষ্টাই দেখা গেল না। তাহার এক পরম নির্ব্বিকার ভাব! মা নিজ দেহে পাঠার সমস্ত প্রাণান্তকর ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাহার ঐরূপ শান্ত ভাব দেখা গিয়াছিল। বলি হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাঠার ছিন্ন দেহ হইতে এক বিন্দুও রক্ত-পাত হয় নাই। শেষে অতি কষ্টে উহার গলা হইতে সামান্য একটু রক্ত যোগাড় করিয়া উহা দেবীকে নিবেদন করা হইয়াছিল।

ইহার পর ১৩৩৩ সনের দীপান্বিতার সময় যে কালীপূজা হয় ঐ পূজার সহিতই আমাদের এই যজ্ঞের বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। এবারও মায়ের ভক্তগণ মাকে দিয়া কালীপূজা করাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু মা কিছুতেই সম্মত হইতেছিলেন না। এমন কি কোন পূজা যে করা হইবে সে সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দেশ দিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে একদিন আমার পিতৃদেব (যিনি পরে স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরি নামে সুপরিচিত হইয়াছিলেন) মাকে আমাদের বাড়ীতে ভোগ দিবার জন্য গাড়ী করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন। শা' বাগ হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিতে হইলে লাট ভবনের নিকট দিয়া আসিতে হয়। ঐ ভবনের বাহিরের দিকে একটা পুকুর আছে। শ্রীশ্রীমা সহ বাবার গাড়ী যখন ঐ পুষ্করিণীর নিকটে পৌঁছিল তখন মা দেখিতে পাইলেন যে মাটি হইতে ১৭।১৮ হাত উর্দ্ধে থাকিয়া একটি চলন্ত কালীমূর্ত্তি যেন মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন। উহা দেখিয়া মাও যেন কালীকে গ্রহণ করিবার জন্য একখানা হাত উপরে তুলিয়া ধরিলেন। যাঁহারা মায়ের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারা শুধু মাকে হাত তুলিতেই দেখিলেন আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। পরে আমাদের বাসায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগে বসিয়াও মা ঐ মূর্ত্তিকে পূর্ব্ববৎ দেখিতে পান এবং উহা দেখিয়াই আবার নিজের হাত উপরে তুলিয়া ধরেন। দুইবার আমরা মাকে উক্ত রূপে ঊর্দ্ধদিকে হাত তুলিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন উহার কারণ কিছুই জানিতে পারি নাই। অবশ্য কিছুদিন পরে মা ঐ কালীমূর্ত্তি দর্শনের কথা নিজেই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঐ ঘটনার তিন চারি দিন পরে একদিন যখন মা শা' বাগের রান্নাঘরে বসিয়া রাঁধিতেছিলেন সেই সময় শ্রীযুক্ত ভূদেব বাবু আসিয়া বাবা ভোলানাথের সঙ্গে কালীপূজা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। ঐ বৎসর দীপান্বীতা উপলক্ষ্যে কোন কালীপূজা হইবে কি না এবং মা নিজে পূর্ব্ব বৎসরের মত পূজা করিবেন কি না এই সকল কথা বাবা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের শয়ন ঘরে বসিয়া এই সব কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রান্নাঘর হইতে মায়ের শয়ন ঘরের কোন অংশই দেখা যায় না এবং ঐখানকার কথাবার্ত্তা দূরত্বের জন্য রান্নাঘর হইতে শুনিবার উপায় নাই। যাহা হউক, বাবা ভোলানাথ ভূদেব বাবুকে জানাইয়া দিলেন যে মা নিজে কালীপূজা করিতে কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না এবং পূজা হইবে কি না সে সম্বন্ধেও কোন নির্দ্দেশ দিতেছেন না। ভূদেব বাবু কতকটা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

ঐদিন রাত্রি বেলা মা ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, ভূদেব বাবু কিছু জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিল কি?" মায়ের প্রশ্ন শুনিয়া ভোলানাথ অবাক্ হইয়া গেলেন। কারণ ভূদেব বাবুর আগমন সম্বন্ধে তিনি কিছুই মাকে বলেন নাই এবং যে সময় ভূদেব বাবু আসিয়াছিলেন সেই সময় রান্নাঘর হইতে তাঁহাকে দেখা বা তাঁহার কথা শুনা যে সম্ভব ছিল না একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভোলানাথ উত্তর করিলেন, "হাঁ, ভূদেব বাবু আসিয়া যাহাতে এবারও কালীপূজা হয় এবং তুমি ঐ পূজা কর এই সব অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "দেখ, তুমিই কেন পূজা কর না?" মায়ের ঐ কথা শুনিয়া ভোলানাথ খুব উৎসাহিত হইলেন এবং ভাবিলেন একবার যখন মায়ের মুখ হইতে পূজার কথা বাহির হইয়াছে তখন পূজাত হবেই এবং একটু পীড়াপীড়ি করিলে হয়ত মা নিজেই পূজা করিতে সম্মত হইবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া ভোলানাথ তখন আর মায়ের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া বাহিরে আসিয়া সকলকে জানাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন যে মা দীপান্বিতার দিন কালীপূজা করিতে অনুমতি দিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া ভক্তগণ খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহারা খুব উৎসাহের সহিত ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। কারণ দীপান্বিতার মাত্র একদিন বাকী। ঐ রাত্রিতেই কালীপ্রতিমা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কত বড় প্রতিমা হইবে এই সব কথা উঠিলে বাবা ভোলানাথ মাকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভিতরে গেলেন। কিন্তু গিয়া দেখিলেন যে মা সমাধিস্থ অবস্থায় পড়িয়া আছেন। মাকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য ভোলানাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। এই সময় হঠাৎ তাঁহার মাথায় এক খেয়াল আসিল। তিনি ভাবিলেন যে সেদিন গাড়ীতে যাইতে যাইতে এবং পুনরায় ভোজনে বসিয়া মা হাত উঁচু করিয়া যাহা দেখাইয়াছিলেন উহাই বোধ হয় মূর্ত্তির মাপ হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মায়ের সমাধিস্থ অবস্থায়ই মাকে উঠাইয়া বসাইলেন এবং যে ভাবে মা হাত উঁচু করিয়াছিলেন সেই ভাবে হাতখানি ধরিয়া কোমর হইতে ঐ হাত পর্য্যন্ত একটি মাপ লইয়াছিলেন। দেখা গেল যে উহা উচ্চতায় সোয়া দুই হাত। তখন স্থির হইল যে ঐ মাপের মূর্ত্তিই যোগাড় করিতে হইবে।

ঐ মাপের মূর্ত্তির খোঁজ করিতে বাহির হইয়া দেখা গেল যে এত বড় তৈয়ারী মূর্ত্তি কোথাও নাই। মাত্র একটি স্ত্রীলোকের দোকানে ১৩ খানা তৈয়ারী মূর্ত্তি ছিল, ইহার ১২ খানাই বিভিন্ন লোকের ফরমায়েস মত তৈয়ার হইয়াছিল। একখানা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকটি তাহার খেয়াল বশে একটু বড় করিয়া তৈয়ার করিয়াছিল। ঐ মূর্ত্তিখানাই কেবল বিক্রয় হইতে বাকী ছিল। মাপ দিয়া দেখা গেল যে উহার উচ্চতা সোয়া দুই হাত। তখন ঐ মূর্ত্তিখানাই ক্রয় করা হইল। মায়ের ভক্তদের জন্য যেন ঐ মূর্ত্তিখানি আপনা হইতেই তৈয়ারী হইয়া বসিয়াছিল। তাহা না হইলে এই সঙ্কীর্ণ সময়ের মধ্যে এত বড় মূর্ত্তি নূতন করিয়া তৈয়ার করা খুব কঠিন ব্যাপার ছিল। যাহা হউক মূর্ত্তিটিকে যখন শা'বাগে আনা হইল তখন ইহার গায়ের রং দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন যে প্রায় ঐ রংএর কালীমূর্ত্তিই সেদিন মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিল। মূর্ত্তিটির রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া শ্যাম বর্ণ ছিল।

দীপান্বিতার দিন যথা সময়ে পূজার আয়োজন করা হইয়াছিল। কিন্তু সেদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার পূর্ব্ব হইতেই শ্রীশ্রীমায়ের ভাবটা যেন একটু অস্বাভাবিক, একটা স্তব্ধ গম্ভী ভাব। ভোলানাথ মাকে উঠাইয়া স্নান করাইতে লইয়া গেলেন। পুকুর হই স্নান করিয়া আসিলেও ঐ ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। চ পূর্ব্বের মতই নিস্পন্দ এবং মূর্ত্তি প্রস্তরবৎ। * কোন প্রকারে মা ধীরে ধীরে গি পূজার ঘরে বসিলেন। ঘর লোকে পরিপূর্ণ। ভোলানাথ মাকে পূজা করি বলিলেন। মা মাটিতে বসিয়াই পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এ পূজাও অভিনব- দুই হাতেই প্রতিমাকে ফুল ও বিল্বপত্র ছিটাইয়া দিতেছেন, কখনও কখনও নিজে মাথায় ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, আবার নিজেই নিজের পায়ে প্রণা করিতেছেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ পূজা চলিল। ইহার পর মা হঠাৎ উঠি দাঁড়াইয়া অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন, ভোলানাথকে বলিলেন, "আমি এখন ব তুমি পূজা কর।" এই বলিয়া চক্ষের পলকে লোকের মধ্য দিয়া চলিয়া গি একেবারে কালীপ্রতিমার গা ঘেঁসিয়া বসিলেন। বাতাসে যেরূপ একখানি শুষ্কপ উড়াইয়া লইয়া যায় শ্রীশ্রীমায়ের গতিটাও প্রায় সেইরূপ হইয়াছিল। বা ভোলানাথ পূর্ব্ব হইতেই পূজা করিতে নারাজ ছিলেন। মায়ের ঐ কথা শুনি তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পূর্ব্বেইত বলিয়াছি যে আমি পূজা করিতে পারিব না। ঐ ক'টি কথা বলিয়া যেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকাইলেন অমনি সকলের ম তিনিও স্তম্ভিত হইয়া বিস্ফারিত নেত্রে মায়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মু হইতে আর কোন কথা বাহির হইল না। কারণ ইতিমধ্যে মায়ের ভাবের পরিবর্ত্ত হইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চেহারাখানিও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। মায়ে অঙ্গ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, মুখেও মায়েরই ভাবে রসনা প্রকটিত আমরা স্তম্ভিত হইয়া অনিমেষ লোচনে মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া আছি। অ কিছু লক্ষ্য করিবার যেন আর আমাদের সামর্থ্য নাই। ঐখানকার বায়ুমণ্ডল যে মুহূর্ত্তমধ্যে বিদ্যুদ্‌ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এতগুলি লোকের মধ্যে

---

* শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এক সময় শুনিয়াছিলাম যে কেহ কেহ মনে করেন, যাঁহাদে দেবী স্থিতি হয় তাঁহাদেরই এইরূপ নিস্পন্দ দৃষ্টি হইয়া থাকে। যোগীদেরও এইরূ পলকহীন দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য বিশেষ কারণেও এইরূপ হয়। যাঁহার যোগজ নানা ভাবের সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারাই শুধু এইরূপ ভাবকে শুধু দেবীভা বলিয়া মনে করেন। আবার মহাযোগেশ্বরের খেলা যেখানে সেখানেত সবই সম্ভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সব ঘটনা ঘটিতেছিল অথচ কাহারও বলিবার সাধ্য নাই যে কি হইতেছে। সকলেই যেন কি এক ভাবে অভিভূত। সকলের দৃষ্টিই মায়ের মুখপানে নিবদ্ধ। আমিও সেখানে একজন দর্শক হিসাবে ছিলাম। আমারও তখন মনে হইয়াছিল যে এই কি আমাদের সেই মা, যিনি আমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির সহচরী, আমার সর্ব্ব চিন্তার অধীশ্বরী ?

ঐদিনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার পরেও মাকে যে কত বিভিন্ন ভাব-বিগ্রহরূপে দেখা গিয়াছে তাহা কি আর বলিয়া শেষ করিতে পারিব ? কতজনে মাকে কত ভাবে দেখিয়াছে ! কেহ মাকে রাম মূর্ত্তিতে, কেহ কৃষ্ণ, কেহ রাধা, কেহ দুর্গা, কেহ শিব, কেহ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে, কেহ বা আবার গায়ত্রী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি রূপে দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। কেহ কেহ আবার নিজ নিজ গুরু বা ইষ্ট মূর্ত্তি মায়ের মধ্যে দর্শন করিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। আবার কেহ কেহ মায়ের মধ্যে স্থিতপ্রজ্ঞের সর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। কখনও বা মায়ের মধ্যে বুদ্ধদেব এবং যিশুখৃষ্টের ভাবগুলির বিশেষভাবে প্রকাশ দেখা গিয়াছে। মুসলমানদের নামাজের অঙ্গভঙ্গী শ্রীশ্রীমায়ের দেহে প্রকাশ পাইয়াছে ; কোরাণের বাক্যও শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি। নানক সাহেবের বৈশিষ্ট্যও যে মায়ের মধ্যে দেখা না গিয়াছে এমত নহে। মা যে কি এবং কি নন তাহা কি আমাদের বলিয়া শেষ করিবার সামর্থ্য আছে ? যিনি যে শুদ্ধভাবটি লইয়া মায়ের সম্মুখীন হইয়াছেন তিনিই মায়ের মধ্যে তদনুরূপ কোন প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। আমি নিজেও মায়ের কতই না লীলাখেলা দেখিয়াছি। কতদিন পর্য্যন্ত মাকে শিশুর ভাবে দেখিয়াছি। হাঁটা, চলা, খাওয়া, পরা, সকল বিষয়েই যেন একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু। মায়ের ঐ ভাব দেখিয়া আমার মনে হইত যে আমি যদি মাকে না দেখি তবে হয়ত মায়ের শরীর রক্ষাই হইবে না। সর্ব্বদাই মায়ের উপর দৃষ্টি ফেলিয়ে রাখিতে হইত। মনে হইত আমি একটু অন্যমনস্ক হইলেই মা হয়ত কোথায়ও পড়িয়া আঘাত পাইবেন। দুই এক সময় যে ঐ ভাবে আঘাত না পাইয়াছেন তাহাও নহে। মায়ের কাছে অবশ্য উহা কিছুই নহে, কারণ উহার জন্য তাঁহার মধ্যে কোন বিকৃতিই লক্ষিত হইত না। মাকে দেখিয়া মনে হইত ইনি যেন সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা। খাওয়া দাওয়ার বেলায়ও তাহাই। হয়ত মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাওয়াইতে বসিলাম, দুই এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই তিনি সমাধিস্থা। আবার যে কখন বাহ্য জ্ঞানে ফিরিয়া আসিবেন সেই অপেক্ষায়ই বসিয়া থাকিতাম। ইহাতে রাত্রি দিনের কোন পরিমাপ থাকিত না। সর্ব্বদা একটা উৎকণ্ঠার জন্য নিজের আহার নিদ্রারও সময় করিয়া উঠিতে পারিতাম না। রাত্রিতে হয়ত মায়ের ঘরে শুইয়া আছি, গভীর রাত্রিতে মা একটু চোখ মেলিয়া চাহিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমারও চোখ খুলিয়া গেল। অমনি আমি উঠিয়া বসিলাম বা দাঁড়াইলাম। এখন কিন্তু আর তেমনটি হয় না। তাই মনে হয় তখন যে ঐরূপ হইত তাহা শুধু এই লীলাময়ীর ইচ্ছায়। উহাতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই ছিল না। মা শুধু যন্ত্রবৎ আমাকে চালাইয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে মায়ের কতই না ভাবের লীলা খেলা গিয়াছে।

এই সব ভাবের খেলার কথা ছাড়িয়া দিয়া যখন আবার মায়ের জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করিয়াছি তখন উহাতেই না কত বৈচিত্র্য দেখিয়াছি! কত বড় বড় পণ্ডিত লোক আসিয়া মাকে কত ভাল প্রশ্ন করিয়াছেন। আমরা ত জানি যে মা আমাদের ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী, কিন্তু তবু ঐ সব পণ্ডিতদের কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুনিয়া মনে আশঙ্কা জাগিত যে মা যদি স্পষ্ট করিয়া এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দেন তবে ত এই সব পণ্ডিতেরা একটা ভুল ধারণা লইয়া যাইবেন। তাই মনে মনে প্রার্থনা চলিত, "মা, তুমি ইঁহাদিকে সন্তোষজনক ভাবে উত্তর দিয়া দাও যেন ইঁহারা ভুল ধারণা লইয়া না যান।" অনেক সময় দেখিতাম যে প্রার্থনারূপ ফলও হইতেছে। মা এমন ভাবে ঐসব জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেন যাহা শুনিয়া পণ্ডিতেরা বিমুগ্ধ হইয়া যাইতেন এবং আমাদের অবস্থাও ততোধিক হইত। আবার অনেক সময় মায়ের কোন কথাই স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া বাহির হইত না, আমাদের প্রার্থনা সত্ত্বেও নয়। প্রকৃত জিজ্ঞাসু ভেদে বা আধার ভেদে এরূপ হইত কিনা তাহা কে বলিবে? নিজকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করিবার জন্যত মা কথা বলিতেন না যে নির্ব্বিচারে সকল ক্ষেত্রেই জ্ঞানের উৎস খুলিয়া ধরিবেন। আবার কখনও দেখা যাইত মা যেন মহাযোগী—যোগের দিক হইতে যেন শিক্ষা দিতেছেন। আবার কখনও কখনও মায়ের মুখ হইতে বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধভাবে অনর্গল বাহির হইতে শুনিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ আসন মুদ্রাও হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের এই সব অনন্ত ভাব ও অনন্ত প্রকাশের মধ্যে সীমা রেখা কোথায় টানিয়া দিব ? আজকাল যাহারা মায়ের সহজ সরল ভাবের সহিত পরিচিত তাহারা উপর্য্যুক্ত ভাব সমূহের কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না।

যাক্, এখন এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কালীপূজার ঘটনাবলীই অনুধাবন করা যাক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মা যখন কালী প্রতিমার আসন ঘেসিয়া বসিলেন তখন তাঁহার বাহ্যমূর্ত্তির অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া বাবা ভোলানাথও যেন কেমন হইয়া গেলেন। তিনি আসনে বসিয়া দুই হাতে পুষ্পাঞ্জলি মাকে দিতে লাগিলেন। দেখিতে না দেখিতেই আবার মায়ের মুখচোখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি আসনস্থ থাকিয়াই সম্মুখের দিকে ঝুকিয়া এমন ভাবে মাটিতে পড়িয়া রহিলেন যে, উহা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে একখানা কাপড় যেন মাটির উপর ঐ ভাবে পড়িয়া আছে। ভোলানাথ মায়ের ইঙ্গিতে সকলকে চোখ বুজিতে বলিলেন। তাঁহার কথামত সকলেই চোখ বুজিল। মা আবার ঐ ভাবে থাকিয়াই অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "শুকদেইয়াকে চোখ বুজিতে বল, ও চোখ বুজে নাই।" শুকদেইয়া ছিল শা' বাগের এক মালীর স্ত্রী। সে পূজার স্থান হইতে অনেক দূরে একটি গাছের নীচে দাঁড়াইয়া এই সব দেখিতেছিল। সে হিন্দুস্থানী বলিয়া এ সকল ব্যাপার কিছুই তাহার বোধগম্য হইতেছিল না। চারিদিকে লোকারণ্য, ইহার মধ্যে মা উপুর হইয়া থাকিয়াই যে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন যে শুকদেইয়া চাহিয়া আছে তাহা মা-ই জানেন। শুকদেইয়াকে চোখ বুজিতে বলা হইলে সে তাহাই করিল। কিছুক্ষণ পর মায়ের নির্দ্দেশ মত আবার সকলকে চোখ খুলিতে বলা হইল, তখন আমরা চাহিয়া দেখিলাম যে মায়ের আর পূর্ব্বের মূর্ত্তি নাই। তিনি যথাস্থানে বসনাদি ন্যস্ত করিয়া রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে প্রতিমার পার্শ্বে পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছেন। ভোলানাথ পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা মাকে পূজা করিতে লাগিলেন। পুষ্প এবং বিল্বপত্রে আবৃত হইয়া মা এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

পূজা শেষ হইলে যজ্ঞারম্ভ করার কথা উঠিল। মা অস্পষ্ট এবং মৃদু স্বরে বলিলেন, "আজিকার এই পূজায় যজ্ঞ অনাবশ্যক।" বাস্তবিক যে পূজা আদ্যোপান্ত অলৌকিক ভাবে নিষ্পন্ন হইল তাহাতে আবার প্রচলিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোমাদি বাহ্যানুষ্ঠানের স্থান কোথায়? কিন্তু যাঁহারা এই পূজার আয়োজন করিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই হোমের যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। মাকে ঐ কথা বলা হইলে, মা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাঁহার তদানীন্তন গম্ভীর ভাবকে আরও যেন সুগম্ভীর করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আরম্ভ করা হউক যজ্ঞ।"

যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ইহার মধ্যেই মা আবার কি একটা ভাবে যেন এলাইয়া পড়িয়া রহিলেন। পূর্ণাহুতির সময় আসিলে মা ঐ অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার হাতখানি উর্দ্ধে তুলিলেন। সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সকলে মনে করিল মা বুঝি পূর্ণাহুতি দিতে নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল না। অগ্নিও নিৰ্ব্বাপিত করা হইল না। আপাত দৃষ্টিতে যজ্ঞটি অসম্পূর্ণ রহিল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয়। ইতঃপূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে মায়ের সম্মুখে কোন পূজাদি অনুষ্ঠান হইলে মা কখনও কখনও আপন ভাবে থাকিয়া ঐ পূজার দুই একটি অঙ্গ বাদ দিতে বলিতেন এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও মায়ের আদেশ মানিয়া লইতেন। আমরাও বুঝিতাম যে মা নিজেই ঐগুলি পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। অনেক সময় উহার নিদর্শনও মায়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতাম। কোন কোন সময় মা আবার ঐগুলি প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিতেন। যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে নিষেধ করিয়া মা সাবিত্রীযজ্ঞের গোড়াপত্তন করিলেন কি না তাহা কে বলিবে?

একটু পরেই মা উঠিয়া বসিলেন এবং অগ্নির নিকটে আসিয়া হস্তদ্বারা অগ্নি স্পর্শ করিলেন এবং আরও যেন কিছু করিলেন বলিয়া মনে হইল। এই পূজা এবং যজ্ঞ সমাপন করিতে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তগণ নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন। বাবা ভোলানাথ বিশ্রাম করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে বীরেন দাদা, অটল দাদা, কমলাকান্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন এবং আমি বসিয়াছিলাম। এমন সময় মা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "একটা পাত্রে করিয়া কিছু যজ্ঞের আগুন উঠাইয়া আন ত।" আমি গিয়া আগুন লইয়া আসিলাম। মা পাত্রটি হাতে লইয়া ছেলেপেলেদের মত উহা নাচাইতে লাগিলেন এবং হাসিতে হাসিতে কেমন একটা ভাব সহ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ কি? এই যজ্ঞের আগুন মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিব।" চির-রহস্যময়ী মা কত সময় যে ক্রীড়াচ্ছলে কত গভীর কথা বলিয়া ফেলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা মায়ের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই লক্ষ্য করতে পারেন না। সেদিনকার মায়ের ঐ ভবিষ্যৎ বাণীর অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ আমাদের মধ্যে ক'জনই বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন ?

পরদিন ছিল প্রতিমা নিরঞ্জনের দিন। ঢাকার ইন্‌কমট্যাক্স কমিশনার শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন বাবুর স্ত্রীর অনুরোধে প্রতিমা বিসর্জ্জন দেওয়া হইল না। প্রতিমা থাকিয়া গেলেন। অগ্নিদেবও রহিয়া গেলেন। যে প্রকোষ্ঠে প্রতিমা ছিলেন কিছুদিন সেইখানেই একটি পাত্রে অগ্নি রক্ষা করা হইয়াছিল। তখন একজন মৌন থাকিয়া অগ্নির কাছে বসিয়া জপ করিতেন। ইহার পর শা'বাগে একটি পুকুরের ধারে কুণ্ড করিয়া অগ্নি স্থাপন করা হইয়াছিল। একদিন বাবা ভোলানাথ সহ ঐ পুকুরের পাড়ে গিয়া মা ভোলানাথকে তিনটি বটপত্র আনিতে বলিয়াছিলেন। উহা আনা হইলে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার দিয়া মা ঐ পাতায় কিছু লিখিলেন। কি লিখিলেন তাহা মা-ই জানেন। লেখাপড়ার বালাই ত মার কোন দিনই ছিল না, তবুও আবশ্যক মত উহা কখন কখন হইয়া যাইত। মা বলিয়াছিলেন, "ঐদিন তিনটি পত্রে সুন্দর এবং স্বাভাবিক ভাবে আপনা হইতেই লেখা হইয়া গেল" (ক)। আমরা আজ পর্য্যন্তও জানিতে পারি নাই যে, সেদিন উহাতে কি লেখা হইয়াছিল। যাহা হউক, ঐ তিনটি পাতা মাটির নীচে স্থাপন করিয়া উহার উপর আরও কি কি যেন রাখিয়া পরে উহার উপর কুণ্ড তৈয়ার করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাই করা হইয়াছিল। প্রতিমার ঘর হইতে যজ্ঞাগ্নি আনিয়া ঐ কুণ্ডে স্থাপন করা হয়। শ্রীযুক্ত কুলদা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন ঐ অগ্নিতে নিত্য ক্রিয়া করিবার জন্য আদিষ্ট হন। কি বিধানে উহা করিতে হইবে মা তাঁহাকে তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞাগ্নিতে কখনও কখনও চরু ইত্যাদি পাক হইত এবং কুলদা দাদা ক্রিয়ান্তে উহা গ্রহণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন মায়ের জন্যও কখন কখন ঐ অগ্নিতে কিছু পাক করা হইত। মা ঐ অগ্নিতে পক্ক যাহা কিছু গ্রহণ করিয়াছেন পরে জানা গিয়াছে যে তৎসমুদয়ই শাস্ত্রসম্মত।

এইভাবে কিছুদিন বেশ চলিল, পরে ঢাকায় শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইলে

(ক) মার মুখে শুনিয়াছি ঐ লেখা আমাদের জাগতিক ভাষায় নয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিদেবকে আশ্রমে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছিল এবং আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ ঐ অগ্নি রক্ষা করিতেন।

একবার মা ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার সময় ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,"দেখ, যদি এই অগ্নি সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচর হয় (অর্থাৎ অপ্রকট দেখ) তবে তোমরা ইঁহাকে এইভাবে আবার প্রকাশিত করিবে।" পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে ঢাকা ছাড়িবার সময় এরূপ নির্দ্দেশ মা কখনও দেন নাই। কেবল ঐবারই দিয়াছিলেন। মা কক্স বাজার হইয়া আদিনাথে গেলেন, একদিন আদিনাথের শিব মন্দিরের পার্শ্বে একটি ঘরে মা পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "অগ্নিদেব", "অগ্নিদেব।" উহা বলিয়াই অগ্নিদেব কিরূপ বক্রলহর গতিতে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা বলিলেন। মা বলিয়াছিলেন, "তোরা এই দেহের কাছে যেরূপ যাওয়া-আসা করিস অগ্নিদেবের প্রকাশও ঠিক সেই রকম জাগ্রত, জ্বলন্ত ও সুন্দর।" পরে জানা গেল যে, যে সময়ে অগ্নিদেব শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন ঠিক সেই সময়েই ঢাকার যজ্ঞ কুণ্ডে অগ্নিরও অন্তর্দ্ধান হইয়াছিল। পরে ব্রহ্মচারীরা মায়ের পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুযায়ী প্রক্রিয়া দ্বারা অগ্নিদেবকে আবার প্রকট করিয়াছিলেন। আর একবার মা যখন হাবড়ায় ছিলেন তখনও একদিন পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই সময় বীরেন দাদা প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে ছিলেন। রাত্রি তখন ২টা কি ৩টা হইবে। মা বসিয়া বসিয়া বীরেন দাদার সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ অগ্নিদেবের প্রকাশের কথা বলিয়া উঠিলেন। এবারও প্রকাশের রূপটা পূর্ব্বেকার মত ছিল, তবে গড়নটা নাকি আলাদা। পরে খবর নিয়া জানা গেল যে ঐদিন ঠিক ঐ সময়েই ঢাকার অগ্নিকুণ্ডে অগ্নিদেবের তিরোধান হয়। এবারও ব্রহ্মচারীরা পূর্ব্বোক্তরূপে অগ্নিদেবকে বোধন করিয়া কুণ্ডে স্থাপন করিয়াছিলেন। যখন ঢাকায় এই জাতীয় ঘটনা ঘটিত তখনই অগ্নিদেব মায়ের কাছে আসিয়া দেখা দিতেন। এই সম্বন্ধে মা একদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ, কি চমৎকার, কি সুন্দর, যে অবস্থায় অগ্নিদেব অপ্রকট হইত, সেই সময়ের শেষ মুহূর্ত্তে অগ্নির যে ভঙ্গীটি, সে ভঙ্গীটি নিয়া এ শরীর যেখানে থাকিত সেইখানেই সে শূন্যের মধ্যে এ শরীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইত। তোরা যেমন আসিস্ না ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তোদের মুখে শুনেছি যে ঋষিরাও নাকি প্রথমে অগ্নির উপাসনাই আরম্ভ করেছিলেন। অগ্নি ব্রহ্মের প্রতীক। জ্ঞানের প্রতীকও অগ্নিকে তোরা কেহ কেহ বলিস্। সেই একেরই অনন্ত প্রকাশ, অনন্তেরই এক প্রকাশ; অনন্তে অন্ত, অন্তে অনন্ত।

"আবার যদি সম্প্রদায় বলিস্, সব সম্প্রদায়ই ত তোদের। তোদের আর আলাদা করিয়া সম্প্রদায়, উপাসনা কোথায়?"

ইহার পরে অগ্নিদেবকে ২।৩ ভাগে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

১৩৩৩ সনের দীপান্বিতা উপলক্ষ্য করিয়া শা'বাগে যে কালীপূজা হয় ঐ পূজাকে সাধারণ কালীপূজা এবং তখন যে যজ্ঞ হইয়াছিল উহাকে সাধারণ কালীপূজার যজ্ঞ মনে করিলে বোধ হয় ভুল করা হইবে। কারণ যে কালীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রকটিত হইয়াছিলেন তিনি মহাকালের বক্ষোবিলাসিনী, নৃত্যরতা, ঘোরবর্ণা, করালবদনী কালী নহেন; তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের অঙ্কলিপ্সু, স্নেহপিপাসু, ব্যোমচারিণী শ্যামা। ঢাকায় যখন অন্নপূর্ণা বিগ্রহ স্থাপিত হয় তখন ঐ কালীমূর্ত্তিকেই অন্নপূর্ণার পার্শ্বে স্থাপন করা হইয়াছিল এবং ঐ সকল বিগ্রহ এখন কাশীর আশ্রমে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। আর ঐ কালীপূজার সময় যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইয়াছিল, উহাও ঐ পূজার বিশিষ্ট হোমাগ্নি বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই, যেহেতু এই অগ্নির একটি ব্যাপক প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াই মা বহু বৎসর পরে একদিন বলিয়াছিলেন যে এই অগ্নিতে কেবল সাবিত্রীযজ্ঞ* কেন, বিষ্ণুযজ্ঞ, রুদ্রযজ্ঞ, যে কোন যজ্ঞ হইতে পারে। অন্য একদিন এই অগ্নির নামাকরণ লইয়া যখন সাবিত্রী যজ্ঞের আচার্য্য বাটুক দাদার সহিত কথা হইতেছিল তখন মা হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "তোমরা এই অগ্নির যে নাম দিবে, ইহার সেই নামই হইবে। তবে ইঁহাকে "বিশ্বরূপ" বলিলেও ত পার।" মায়ের ঐ কথা শুনিয়া বাটুক দাদা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "মা, শাস্ত্রেও দেখিয়াছি যে অগ্নির এক নাম বিশ্বরূপ। আপনার কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া যাই। আপনার সকল কথাই শাস্ত্রানুগত। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কথাই আমি আপনার নিকট শুনিতে পাই না। শাস্ত্রের পুঙ্খানু-

* মায়ের আশ্রমে যে মহাযজ্ঞ হইয়াছিল উহাতে সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি দেওয়া হইত বলিয়া লোকে উহাকে সাবিত্রীযজ্ঞ বলিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুঙ্খ বিষয়গুলি নিখুঁত ভাবে পুনঃ পুনঃ আপনার কাছে লাভ করিয়া আমি বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছি।"

২৫ বৎসর পূর্ব্বে এক কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া যে অগ্নির প্রকাশ হয় উহা যে সাবিত্রীমহাযজ্ঞের অগ্নি সে সম্বন্ধে এখন আর আমাদের কোন সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই, কারণ মা নিজেই বলিয়াছিলেন যে ঐ অগ্নি এক মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন। কাজেই আমরা বলিতে পারি যে বীজাকারে এই মহাযজ্ঞের উদ্ভব ঐ সময়েই হইয়াছিল। তবে মনে রাখিতে হইবে যে উহা বীজ মাত্র, বৃক্ষ নহে। সাবিত্রীযজ্ঞ রূপ যে বিশাল মহীরুহ ঐ বীজের মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহা তখন ঐ বীজ দেখিয়া আমাদের কাহারও পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিল না। ধীরে ধীরে কি ভাবে এই বীজ হইতে অঙ্কুর ইত্যাদি হইয়া পূর্ণ বৃক্ষরূপে ইহার প্রকাশ হইয়াছিল এখন তাহারই অনুধাবন করিতেছি।

সে আজ প্রায় দশ বার বৎসর পূর্ব্বের কথা, একবার মা যখন বিন্ধ্যাচল আশ্রমে ছিলেন তখন একদিন শ্রীযুক্ত মহেশ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের "ভজনালয়ে" বসিয়া আছেন এমন সময় এক ব্যক্তি মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার নাম ছিল শ্রীযুক্ত মহাদেব মালব্য। তিনি অতি আগ্রহ সহকারে খুব অনুনয় বিনয় করিয়া মাকে বলিলেন, "মা আপনি কেন সাবিত্রীযজ্ঞ করুন না? আপনার ত সামর্থ্য আছে।" যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময় বিন্ধ্যাচল আশ্রমে নিত্য নিয়মিত ভাবে গায়ত্রী হোম হইয়া আসিতেছিল। ঢাকার আশ্রম হইতে যজ্ঞাগ্নির কিয়দংশ আনয়ন করিয়া এখানে স্থাপিত করা হয় এবং ঐ অগ্নিতেই তখন নিত্য হোম হইতেছিল। যাহা হউক মালব্য মহাশয় বার বার প্রার্থনা করা সত্ত্বেও মা কোন উত্তর দিতেছিলেন না। মালব্য মহাশয়ও মায়ের নিকট হইতে কোন জবাব না লইয়া নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার পীড়াপীড়িতে মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "যজ্ঞেশ্বরের বিশেষ ভাবে প্রকাশ হইবার হইলে তিনিই হইবেন।" মায়ের এই উত্তর পাইয়া ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইবার সময় মা আমাকে ঐ ভদ্রলোকের নাম, ঠিকানা এবং সে দিনের তারিখ লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। বাহির হইতে একটি যজ্ঞের তাগিদ এই প্রথম আসিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ভদ্রলোক আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহার প্রাণের আকূতি যে খাঁটি তাহা আমাদের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তিনি কে এবং কি উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞ করিবার জন্য মাকে এত অনুরোধ করিয়াছিলেন শুধু উহাই আমরা জানিতে পারি নাই। আবার মজাও এমন যখন কয়েক বৎসর পরে কাশীর আশ্রমে সত্য-সত্যই সাবিত্রীযজ্ঞ আরম্ভ হইল তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে মা একদিন কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "সেই লোকটি যে ঠিকানা দিয়া গিয়াছে তোমরা পারিলে একবার তাহার খোঁজ করিয়া দেখ দেখি।" আমাদের লোক গিয়া ঠিকানা মত তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করিয়াছিল কিন্তু সেই মহাদেব মালব্যের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই অনেক সময় মনে হয় যে ঐ লোকটি কে এবং কাহাদ্বারা প্রেরিত হইয়া তিনি বিন্ধ্যাচলবাসিনী শ্রীশ্রীমায়ের দ্বারে অনাগত এই যজ্ঞের বার্ত্তা সর্ব্বপ্রথম বহন করিয়া আনিয়াছিলেন?

ইহার পর, বোধহয় ১৯৪৪ সনের প্রথম দিকে হইবে, তখন কাশীর আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। করপাত্রীজী অসিঘাটের নিকট এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, মা সেই যজ্ঞ দেখিতে কাশীতে আগমন করেন এবং কয়েক দিন নৌকা করিয়া গঙ্গার উপর থাকেন। একদিন রাত্রিতে স্বামী পরমানন্দ, নেপাল ব্রহ্মচারী, সাধন ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মায়ের কাছে বসিয়া আছেন, নানা কথা-বার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় সাধন ব্রহ্মচারী অতি আগ্রহের সহিত মাকে বলিল, "মা, আমাদের একটি যজ্ঞ করিলে হয়।" তাহার কথা শুনিয়া নেপাল ব্রহ্মচারী বলিয়া উঠিলেন, "যজ্ঞ যদি হয় তবে আমি আমরণ এই যজ্ঞে লাগিয়া থাকিতে পারি"।* ইঁহাদের এই সব কথা শুনিয়া মা ইঁহাদিগকে বিন্ধ্যাচলের মহাদেব মালব্যের কথা বলিয়াছিলেন এবং মালব্যকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ যজ্ঞেশ্বরের কি ইচ্ছা।"

এই প্রসঙ্গে বিন্ধ্যাচলের আরও একটি ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। উহাও

---

* বাস্তবিক পক্ষে তাহাই হইয়াছিল। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে এই নেপাল ব্রহ্মচারী দাদা সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধক অগ্রাহ্য করিয়া যজমান রূপে তিন বৎসর কাল ঐ যজ্ঞ চালাইয়া গিয়াছিলেন। যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতির পরে যে অগ্নি রক্ষিত হইয়াছিল উহাতে বিরজা হোম করিয়া ঐ হোমাগ্নিতে নিজকে আহুতি প্রদান করিয়া এখন নারায়ণানন্দ তীর্থস্বামী রূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞের সহিত কোন না কোনরূপে সম্বন্ধযুক্ত মনে করিয়া এখানে উহার উল্লে করিতেছি। বিন্ধ্যাচল আশ্রমের নিকটে একটি বড় আম গাছ ছিল। উহ ছত্রাকারে চারিদিকে ডালপালা ছড়াইয়া প্রায় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। অনেক সময় মা ভক্তগণ সহ ঐ গাছের তলায় গিয়া বসিতেন এবং নানা প্রকা সৎ প্রসঙ্গ করিতেন। কখনও বা মা আপন ভাবে একা একা ঐ গাছতলায় শুই বসিয়া কাটাইতেন। একদিন কয়েকজন ভক্ত সহ মা ঐ গাছের নীচ দি বেড়াইতে যাইতেছেন এমন সময় স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ গাছ হইতে এবং গাছের তল হইতে কতকগুলি কাঁচা আম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বলিলেন, "এইগুলি দি মায়ের জন্য অম্বল করা হউক। আমরাও প্রসাদ পাইব।" উহা শুনিয়া ম বলিলেন, "সাধুর কুড়ান এবং পাড়া আম, তা'ই হবে।" এই বলিয়া মা গাছটি দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। মায়ের মুখে এক সময় শুনিয়াছিলাম মহাপুরুষগণও অনেক সময় বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। মাকে ঐ ভা গাছটির দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়া ভাবিলাম এই গাছটি কি তবে কোন মহাপুরুষ, তাই মা ইহাকে এই ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন? ইহার পরের বা আবার যখন মা সহ বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখিতে পাইলাম যে গাছে কাণ্ডটি ভিতর হইতে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়া ভূমিসাৎ হইয়া আছে। সজী অবস্থায় ইহা যেরূপ ছত্রাকারে দাঁড়াইয়াছিল, ভূমিসাৎ হইয়াও উহা সেইরূ ছত্রাকারে চতুর্দ্দিকে ডালপালা ছড়াইয়া আছে। কাণ্ডের ভিতরটি একেবারেই ফাঁকা। মহাপুরুষদের আত্মা যেমন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া মহাপ্রস্থান করে সেইরূপ বৃক্ষের মহারন্ধ্ররূপ কাণ্ডটি ভেদ করিয়া ইহার আত্মাও যেন বাহির হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষটি দেখিতে কিন্তু বেশ নিখুঁত বলিষ্ঠ ছিল এবং ইহার যে এইরূপ পরিণতি হইতে পারে তাহা আমরা কেহ কল্পনাও করিতে পারি নাই। কেহ কেহ ইহাকে বৃক্ষরূপী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন যিনি কেবল শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষায় এতকাল এখানে এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছিলেন এবং ঐ কৃপাদৃষ্টি লা করিবামাত্র কৃতকৃত্য হইয়া কোন উর্দ্ধলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মা ঐ ভা গাছটিকে আদর করিলেন এবং উহা দেখিয়া আমরা সকলেই গাছটিকে প্রণাম করিলাম মা আমাদিগকে বলিলেন, "এই গাছ হইতে এক খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ রাখিয়া দাও।" বি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

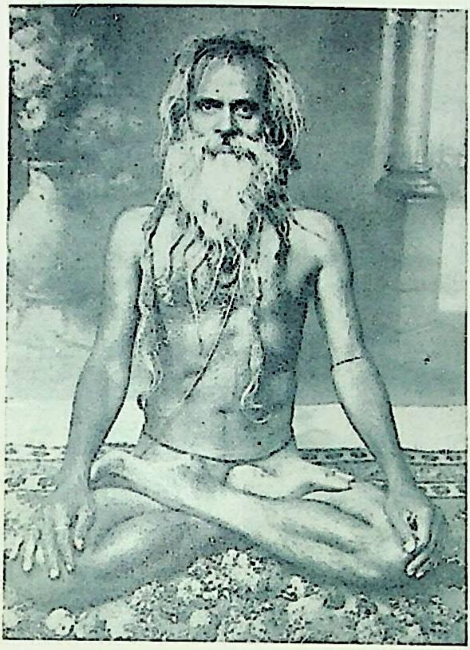

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী তিব্বতানন্দ তীর্থজী মহারাজ
(বাবা ভোলানাথ)

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মুক্তানন্দ গিরিজী
মহারাজ (দিদিমা)

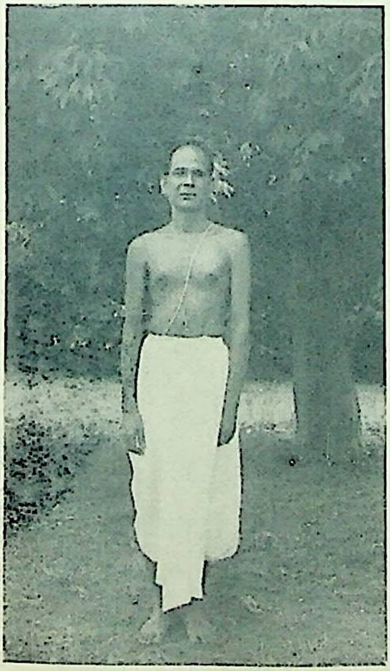

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী মৌনানন্দ পর্ব্বতজী
মহারাজ (ভাইজী)

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ গিরিজী
মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্যে মা উহা করিতে বলিলেন তাহা আমরা তখন কিছুই বুঝি নাই। ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ঐ গাছ হইতে অল্প কিছু কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলেন। আর স্বামী অখণ্ডানন্দজী বিন্ধ্যাচল আশ্রমের নিত্য হোমের জন্য সমস্ত বৃক্ষটিই ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিলেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন কাশীতে সাবিত্রী-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তখন কমলাকান্ত দ্বারা রক্ষিত ঐ আমকাঠের সাহায্যেই যজ্ঞের অগ্নিশিখা সর্ব্বপ্রথম দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই মনে হয় যে বৃক্ষটি সাধারণ বৃক্ষ ছিল না।

এই সকল ঘটনার পর আবার যজ্ঞ করা সম্বন্ধে নূতন তাগিদ আসিল শ্রীযুক্ত যোগেশ ব্রহ্মচারীর (যিনি দ্বিদলানন্দ নামে পরিচিত) নিকট হইতে। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দুদের, বিশেষতঃ হিন্দুরমণীর উপর, মুসলমানদের অমানুষিক এবং অকথ্য অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি ঐ অত্যাচারের হাত হইতে হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে গেলে মুসলমানেরা তাঁহার দণ্ডটি নষ্ট করিয়া ফেলে। তিনি ক্ষোভে, দুঃখে এবং অভিমানে আর দণ্ড গ্রহণ না করিয়াই কাশী চলিয়া আসেন। মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় দণ্ড গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কাশীর আশ্রমে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় তিনিও ব্রহ্মচারী দ্বারা ভালভাবে একটি যজ্ঞ করাইবার জন্য মাকে খুব অনুরোধ করেন।

এযাবৎকাল ঢাকায় যে অগ্নি রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল এবং যাহা একদিন মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন বলিয়া মা বলিয়াছিলেন ঐ কথা আমি একেবারে বিস্মৃত হই নাই। তাই মাঝে মাঝে আমিও মাকে বলিতাম, "মা, তুমি যে মহাযজ্ঞের কথা বলিয়াছিলে তাহা হইতে আর কত বিলম্ব আছে? অনেক দিনত হইয়া গেল।" অবশ্য আমার ঐ কথা শুনিয়া মা কোন উত্তর দিতেন না। পরে যখন একটি যজ্ঞ করার জন্য অপ্রত্যাশিত ভাবে বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে মায়ের কাছে আবেদন আসিতে লাগিল তখন একদিন মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, খুকুনী, তুই মাঝে মাঝে যে যজ্ঞের কথা বলিস্ না, তাহারই পূর্ব্বাভাস এই সব লোকের ভিতর দিয়া আসিতেছে।" শ্রীশ্রীমায়ের মুখে ঐ কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যে, যে যজ্ঞের স্বপ্ন আমি এতকাল পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিতেছিলাম তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যক্ষ হইবার দিন বোধ হয় সমাগত হইয়া আসিয়াছে। যে বৎসর যজ্ঞ আর হয় তাহার পূর্ব্ব বৎসরই আমাদের মধ্যে এই যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছি কিন্তু কেহ কেহ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন কর্ম্মী পূর্ব্বাহ্নে সংগ্র না করিয়া এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয় ইত্যাদি আপত্তি তুলি ঐ প্রস্তাব মুকুলেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এতদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আশার বাণী লাভ করিয়া আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে এবার ঐ যজ্ঞ আর করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিব। তারপর মায়ের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।

এই সময় আমরা একবার এলাহাবাদে "কৃষ্ণকুঞ্জে" কয়েক দিনের জ গিয়াছিলাম। কানাইয়ালালজী ঐ কুঞ্জের মালিক এবং শ্রীশ্রীমায়ের একজ বিশিষ্ট ভক্ত। ইতিমধ্যে তিনি বিন্ধ্যাচলের নিকট একটি প্রকাণ্ড পলাশ বন ক্রয় করি কাঠের ব্যবসায় করিতেছিলেন। যজ্ঞের কথা ঐখানে উঠিলে কানাইয়ালালজী বলিয়াছিলেন যে যজ্ঞ যদি আরম্ভ হয় তবে ঐ যজ্ঞে যত কাঠের প্রয়োজন হই তাহার ব্যবস্থা তিনি একাই করিতে পারিবেন। কার্য্যতঃ নানা বিঘ্নের জন্য তি মাত্র এক ট্রাক কাষ্ঠ দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পরে ঐ বাবদ কিছু টাকা দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, যজ্ঞের কাষ্ঠ সম্বন্ধে তাঁহার আশ্বাসবাণী আমাদে তখন যজ্ঞারম্ভ করিবার পক্ষে খুব উৎসাহিত করিয়াছিল। ইহা হইল ১৯৪৬ সনে শেষ দিকের কথা।

ইহার পরই কাশী আসা হইল। কয়েক জন বিশিষ্ট কর্ম্মী এবং মায়ের ভক্তদে সহিত আবার যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা হইল। দেখিতে পাইলাম যে এবার কে আর তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ কোন বাধা আসিতেছে না। তাহা ছাড় আমারও একটা দৃঢ় সঙ্কল্প হইল যে যেমন করিয়াই হউক অনতিবিলম্বে যজ্ঞ আর করিতেই হইবে। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম যে ১৩৫৩ সনের পৌ সংক্রান্তি দিন (ইং ১৪।১।৪৭) যজ্ঞ আরম্ভ করা হইবে। আহুতির সংখ্যা ক হইবে এই কথা উঠিলে মা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এক কোটি আহু কি সম্ভব হইবে?" শ্রীশ্রীমায়ের মুখ হইতে "এক কোটি" শব্দটি বাহির হইয়াছি বলিয়া আমরাও স্থির করিলাম যে এক কোটি আহুতির সঙ্কল্প লইয়াই এই যজ্ঞ আরম্ভ করিব। যজ্ঞ করা সুস্থির হইল এবং উহা আরম্ভ করার দিনও ঠিক হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

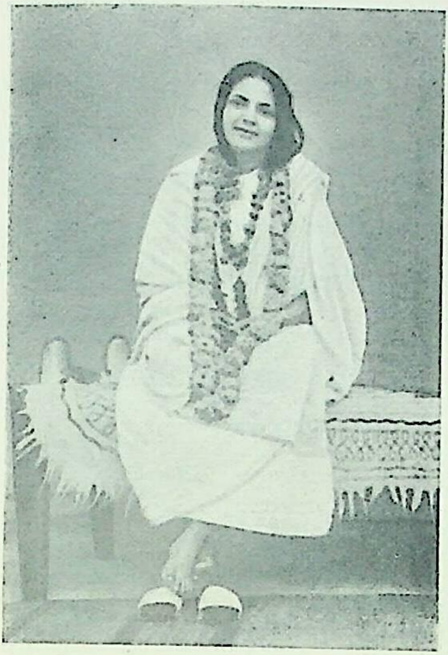

শ্রীশ্রী মা

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

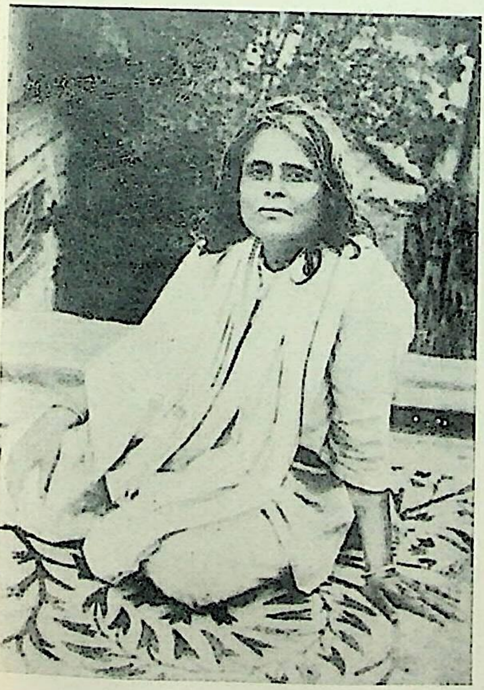

শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী (দিদি)

স্বামী পরমানন্দজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্, এই পর্য্যন্ত! কোটি আহুতি পূর্ণ করা এক বিরাট ব্যাপার। ইহার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। সংস্থান কিছুই নাই; সময়ও অতি সঙ্কীর্ণ। তবুও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই বিশাল ব্যাপারে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। মা এই সময় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিয়াছিলেন, "তুই ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিলি, কি সাহস!" আমিও তখন উত্তর করিয়াছিলাম, "তোমার শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা।" ঐ সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে হইয়াছিল—

"তোমার পতাকা যা'রে দাও, তা'রে
বহিবারে দাও শকতি।
তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস
সহিবারে দাও ভকতি।"

এই সব কথা চিন্তা করিতে করিতে আমার চোখ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

—ঃ০ঃ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যোগ পর্ব্ব

যজ্ঞ করাত ঠিক হইল, এখন যজ্ঞারম্ভের আয়োজনে তৎপর হইতে হয়। সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত করা দরকার। এই কাজের জন্য শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় পাওয়া গিয়াছিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষকে। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্টুয়ার্ড, এঞ্জিনীয়ার এবং মায়ের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ঢাকাতে হিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা চলিতেছিল। ঐ দাঙ্গার জন্য মনোমোহন দাদা তাঁহার পরিবারস্থ সকলকেই কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরে নিজে একমাসের ছুটি লইয়া কাশীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড তৈয়ার করার কথা বলিলে তিনি সানন্দে উহাতে সম্মত হইলেন। এখন কুণ্ড কোথায় করিতে হইবে এইজন্য মায়ের নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু মায়ের নিকট হইতে এ জাতীয় কোনই নির্দ্দেশ পাওয়া যাইতেছিল না। এ সব ব্যাপারে মায়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যে কঠিন তাহাত আমাদের জানাই ছিল, তবু আশায় রহিলাম। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে কেবল নিজেদের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে সাহস হইল না। ইতিমধ্যে মা বিন্ধ্যাচল হইতে ঘুরিয়া আসিলেন। মাকে ঐ যজ্ঞকুণ্ডের স্থান দেখাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। একদিন মা নিজের খেয়াল বশে আশ্রম প্রাঙ্গনে হাটিতে হাটিতে এক জায়গায় গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি মনে করিলাম যে যজ্ঞকুণ্ড কোথায় হইবে তাহাই বোধ হয় ইঙ্গিতে মা জানাইয়া দিলেন। পরে মনোমোহন দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া দেখা গেল যে যজ্ঞকুণ্ড স্থাপনের পক্ষে ঐ স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া ঐ স্থান সম্বন্ধে আরও যাহা শুনিয়াছি তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কাশীর আশ্রমের জন্য জমি খরিদ করিয়া যেদিন উহা রেজিষ্টারী করা হয় সেই সময় মা আলমোড়াতে ছিলেন। মা সেদিন ঐখানে থাকিয়াই দেখিতে পাইলেন যে আশ্রমের ঐ জমির উপর প্রায় ১০।১২ জন সূক্ষ্মদেহধারী এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। তাঁহাদের দেহ দেখিলে মনে হয় যে উহা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রের কিরণ দিয়া গড়া। একেবারে দিগম্বর মূর্ত্তি, শিশুর ভাব, তাঁহাদের চক্ষু ভাবে বিহ্বল। কি এক আপন ভোলা ভাবে তন্ময় হইয়া ঐ সব জ্যোতির্ম্ময় পুরুষেরা নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। এদিকে আবার শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনিও হইতেছিল। মা বলিয়াছিলেন, "উহাদের রূপ এবং ভাব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।" এই চিন্ময়রূপধারী মহাপুরুষেরা যে কাহারা ছিলেন তাহা কেবল মা-ই জানেন। যাহা হউক, যে স্থানে মা ঐ সকল মহাপুরুষদের নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন পরে সেই স্থানেই যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মিত হয়।

ইহার পর মা কাশীতে আসিলে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল যে মাকে ঐ জমিতে নিয়া মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করাইয়া লই। এই উপলক্ষ্যে ঐখানে একটু কীর্ত্তনের ব্যবস্থাও করিয়াছিলাম। মা যখন শুনিলেন যে তাঁহাকে ঐ জমিতে যাইতে হইবে তখন তিনি নেপাল ব্রহ্মচারী দাদাকে গোপনে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, কাশীতে আশ্রমের জন্য তোমাদের যে জায়গা হইল, দেখিও ত ঐখানে কোটি হোমের কুণ্ড হইতে পারে এরূপ প্রশস্ত জায়গা আছে কি না। যদি থাকে তবে তুমি চূণ দিয়া ঐ জায়গার উপর দাগ দিয়া রাখিও এবং দাগের চারি কোণে চারিখানি ইট রাখিও এবং উহার উপর শতরঞ্জি বিছাইয়া দিও। তাহা হইলে আর অন্যে টের পাইবে না। তুমি একবার চূণের দাগের চারিদিকে ঘুরিয়া আসিলেই আমি বুঝিতে পারিব।" তাহাই করা হইয়াছিল। নেপাল দাদার বিশ্বাস যে যেখানে চূণের দাগ দেওয়া হইয়াছিল সেইখানেই যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। নেপাল দাদাকে মা যে এ সব কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা কিছুই জানিতাম না। শ্রীশ্রীমায়ের একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি যে, কোন একটা বিশেষ কাজ করিতে হইলে যাহা দ্বারা সে কাজটি হইবে শুধু তাহারই নিকট উহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন উহা কার্য্যে পরিণত হয় তখনই কেবল সকলে জানিতে পারে। নেপাল দাদাকে যখন ঐ কথা বলা হয় তখন কিন্তু কাশীতে যজ্ঞ করিবার কোন কথাই উঠে নাই। তাই মনে হয় যে এই বিরাট যজ্ঞ পূর্ব্ব হইতেই নিয়ন্ত্রিত ছিল। আমরা ইহার নিমিত্ত মাত্র।

যজ্ঞস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ার পর মনোমোহন দাদা একনিষ্ঠ ভাবে যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড নির্ম্মাণে তৎপর হইলেন। তখন মনোমোহন দাদার বাসা ছিল আশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অনেকটা দূরে, মানমন্দিরের নিকট। তিনি সকাল বেলা বাসা হইা আশ্রমে চলিয়া আসিতেন এবং সমস্ত দিন ওস্তাগরদের সঙ্গে থাকিয়া যজ্ঞশালা এ যজ্ঞকুণ্ডের কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সন্ধ্যা হইলে তিনি আবার নিজ বাস ফিরিয়া যাইতেন। দিনের পর দিন তিনি এই ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যাই লাগিলেন। সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবে এই কার্য্য শেষ করাই হইল যেন তাঁহ এক পরম তপস্যা। তাঁহাকে সর্ব্বদাই কাজের উপর একাগ্র ভাবে বসিয়া থাকি দেখিয়া স্বামী শঙ্করানন্দ একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনোমোহন বাবু, আপ যেরূপ একাগ্রভাবে এই যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এই ভাবে ে যদি ভগবানের জন্য তপস্যা করিতে পারিত তবে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পা যে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত।" বাস্তবিক তাঁহার এই আন্তরিক চেষ্টার ফলে যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে এমন নিখুঁত ভাবে তৈয়ার হই পারিয়াছিল। এমন কি শ্রীশ্রীমা এই কুণ্ডটি দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে এর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং নিখুঁত যজ্ঞকুণ্ড কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু এই সব কা অর্দ্ধ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মনোমোহন দাদার ছুটি ফুরাইয়া গেল তিনি ঢা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিবার দিনও খুব দূরবর্ত্তী নয় এমতাবস্থায় যদি যজ্ঞশালাই অসম্প অবস্থায় থাকিয়া যায় তবে আর নির্দ্দিষ্ট দিনে যজ্ঞারম্ভের সম্ভাবনা কোথায়? অপ কোন লোক দ্বারা এই কার্য্য যে নিষ্পন্ন হইবার নয় তাহা আমি বেশ বুঝি পারিয়াছিলাম। এই সমস্ত কথা আমি সজল নয়নে মনোমোহন দাদাকে বলি তিনি আর অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া সেই দিনই তাঁহার ছুটি আরও একমাস কা বৃদ্ধি করিয়া দিবার জন্য ঢাকায় টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। আমিও স্বস্তির নিশ্বা ফেলিয়া বাচিয়াছিলাম। মনোমোহন দাদা আরও একমাস থাকিয়া যজ্ঞশালা এ যজ্ঞকুণ্ডের কাজ সমাপ্ত করিয়া দিয়া গেলেন। শুধু বাকী রহিল যজ্ঞশালার উপ চাল দেওয়া।

সময়ের সঙ্কীর্ণতা হেতু যজ্ঞশালার উপরে ছাদ না দিয়া এ্যাস্‌বেস্‌টসের চা দেওয়াই স্থির হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি একবার কলিকাতা গিয়া ব্যারি শ্রীযুক্ত এন্, আর, দাস মহাশয়কে কিছু এ্যাস্‌বেস্‌টসের শিট (asbestos sheet

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জন্য যোগাড় করিয়া দিবার অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছিলাম। তিনিও ইহা দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া জনৈক এঞ্জিনীয়ারকে উহা সংগ্রহ করিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। বাজারে তখন এই জিনিষগুলি প্রায় দুষ্প্রাপ্য ছিল। এদিকে যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞ আরম্ভেরও আর বেশী বিলম্ব নাই কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এ্যাস্‌বেস্‌টস্ শিটের কোন খবর নাই। বোধহয় ঐগুলি তখনও সংগৃহীত হয় নাই। আমি আর বিলম্ব না করিয়া নিজেই কলিকাতা যাওয়া স্থির করিলাম। চিত্ত তখন এতই বিক্ষিপ্ত যে একবার চিন্তা করিয়া দেখিলাম না যে আমার পক্ষে কলিকাতা গিয়া ঐ জিনিষগুলি আনিয়া সময় মত যজ্ঞশালা সম্পূর্ণ করা যাইবে কিনা। যাহা হউক আমি তখনই কলিকাতা রওনা হইয়া গেলাম। গাড়ী মোগলসরাই ষ্টেশনে পৌঁছিলে আমি বাঙ্কের উপর শুইয়া শুইয়া শুনিতে পাইলাম যে একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী গুরুপ্রিয়া দেবী কে তাহা খোঁজ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং ঐরূপ করিতে করিতে আমি যে গাড়ীতে ছিলাম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আমার পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন, "কাশী হইতে ফোন আসিয়াছে যে আপনি যে কাজের জন্য কলিকাতা যাইতেছেন তাহার প্রয়োজন নাই। আপনি কাশী ফিরিয়া যান।" আমি ভাবিলাম এ আবার কি? আমি আবার কাশী ফিরিলাম। কাশী আসিয়া শুনিলাম যে আমি কলিকাতা রওনা হইয়া যাওয়ার পর শ্রীমান পটল (শ্রী.সত্যেন্দ্রনাথ বসু) আশ্রমে আসিয়া যখন শুনিল যে আমি এ্যাস্‌বেস্‌টস্ শিট যোগাড় করিতে কলিকাতা রওনা হইয়া গিয়াছি তখন সে বলিয়াছিল, "এর জন্য কষ্ট করিয়া দিদির কলিকাতা যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? আমাকে বলিলে আমি এখান হইতেই দিদিকে উহা দিতে পারিতাম।" এই বলিয়া তখনই সে ফোন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে আমার কলিকাতা যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। শ্রীমান পটল স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী। ঐ বিদ্যালয়ের কাজের জন্য কিছু এ্যাস্‌বেস্‌টস শিট ক্রয় করা হইয়াছিল। শ্রীমান পটল ঐগুলি যজ্ঞশালার কাজে লাগাইতে বলিল, পরে কলিকাতা হইতে আমাদের শিটগুলি আসিলে সে উহা স্কুলের কাজে লাগাইয়া দিবে বলিল। তাহাই করা হইল। পরে দেখা গেল যে কলিকাতা হইতে ঐ জিনিসগুলি আনিয়া যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে যজ্ঞশালা শেষ করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। শ্রীশ্রীমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন যে যাহা হইবার তাহা এই ভাবের যোগাযোগে নিষ্পন্ন হইয়া যায়।

এখন যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ডের বিবরণ অতি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। যজ্ঞশালাটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে ষোল হাত প্রমাণ চতুষ্কোণ মণ্ডপ এবং উহার মধ্যবর্ত্তী কুণ্ডটিও দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে দশ হাত। এই যে হাত বলা হইল ইহার পরিমাপ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থির করা হইয়াছিল। নেপাল দাদা (যিনি যজ্ঞের যজমান পদে বৃত হইয়াছিলেন) পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধে সম্প্রসারণ করিয়া যে দৈর্ঘ্য পাইলেন উহার এক পঞ্চমাংশকে এক হাত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। বাস্তবিক পক্ষে দেখা গিয়াছিল যে ঐ এক পঞ্চমাংশই দৈর্ঘ্যে নেপাল দাদার এবং শ্রীশ্রীমায়ের হাতের হুবহু সমান।

যজ্ঞশালার মধ্যভাগে যে কুণ্ডটি রচিত হইয়াছিল উহাও চতুষ্কোণ এবং তিনটি অন্তর্মেখলা, কণ্ঠনাভি ও যোনিপীঠ যুক্ত ছিল। এই কুণ্ডের পৃথক পৃথক অংশের মাপও শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে লওয়া হইয়াছিল। যজ্ঞশালার সমতল ভূমি হইতে কুণ্ডের উচ্চতা ছিল ১৫ আঙ্গুল। কুণ্ডের চারিটি কোণে আট হাত উচ্চ ত্রিবলী-যুক্ত চারিটি স্তম্ভ। ইহাদের অধিদেবতা ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং ইন্দ্র। এই চারিটি স্তম্ভ ঘিরিয়া আরও পাঁচ হাত উচ্চ দ্বাদশটি স্তম্ভ ছিল যাহাদের অধিদেবতা হইলেন সূর্য্য, গণেশ, যম, শেষ, স্কন্দ, বায়ু, সোম, বরুণ, অষ্টবসু, ধনদা, বৃহস্পতি এবং বিশ্বকর্ম্মা। ইহা ছাড়া যজ্ঞশালার চারিদিকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং ত্রিশূল সমন্বিত চারিটি তোরণবিশিষ্ট চারিটি দ্বার। এই সকল দ্বারের অধিপতি হইলেন ধ্রুব, ধরা, বাক্পতি ও বিঘ্নেশ। তোরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন. কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত। কোনটি অশ্বত্থ কাঠ দ্বারা, কোনটি উডুম্বর, কোনটি প্লক্ষ, কোনটি ন্যগ্রোধ কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত এবং ইহাদের অধিদেবতা হইলেন সুদৃঢ়, বিকট, সুভীম ও সুপ্রভ। চারিটি তোরণে চারিটি ঘট স্থাপন করা হইয়াছিল যাহাতে ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব বেদের পূজা হইত। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজমান পশ্চিম দ্বার দিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিতেন। আচার্য্য এবং ঋত্বিকগণ পূর্ব্ব দ্বার দিয়া, হবন সামগ্রীও পূর্ব্ব দ্বার দিয়া আনা হইত, পূজা এবং দানের দ্রব্যাদি উত্তর দ্বার দিয়া আসিত। হোমান্তে হোতৃগণ পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে কুণ্ড ব্যতীত চারি কোণে পাঁচটি বেদিও নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐগুলি বিভিন্ন দেবতাদের জন্য আসন। অগ্নিকোণের বেদিতে গণেশ, ষোড়শ মাতৃকা (ক) এবং বসুধারার আসন, নৈঋত কোণে পঁয়তাল্লিশটি বাস্তুদেবের (খ) আসন, বায়ুকোণে চৌষট্টি যোগিণী (গ)এবং উনপঞ্চাশটি ক্ষেত্রপালের (ঘ) আসন, ঈশান কোণে নবগ্রহ ও রুদ্রের আসন, ঈশান এবং পূর্ব্বদিকের মধ্যস্থ বেদিতে মূল দেবতার আসন। এই বেদিতে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল আঁকিয়া উহাতে মণ্ডলের ছাপ্পান্নটি

(ক) **ষোড়শ মাতৃকা**—(১) গৌরী, (২) পদ্মা, (৩) শচী, (৪) মেধা, (৫) সাবিত্রী (৬) বিজয়া, (৭) জয়া (৮) দেবসেবী, (৯) স্বধা, (১০) স্বাহা, (১১) শান্তি, (১২) পুষ্টি (১৩) ধৃতি, (১৪) তুষ্টি, (১৫) আত্মদেবতা, (১৬) কুলদেবতা।

(খ) **বাস্তু দেবগণ**—(১) শিখি (২) পর্জ্জন্য (৩) জয়ন্ত (৪) কুলিশায়ুধ (৫) সূর্য্য (৬) সত্য (৭) ভৃশ (৮) আকাশ (৯) বায়ু (১০) পুষা (১১) বিতথ (১২) গৃহক্ষত (১৩) যম (১৪) গন্ধর্ব্ব (১৫) ভৃঙ্গরাজ (১৬) মৃগ (১৭) পিতর (১৮) দৌবারিক (১৯) সুগ্রীব (২০) পুষ্পদন্ত (২১) বরুণ (২২) অসুর (২৩) শেষ (২৪) পাপ (২৫) রোগ (২৬) অহি (২৭) মুখ্য (২৮) ভল্লাট (২৯) সোম (৩০) সর্প (৩১) অদিতি (৩২) দিতি (৩৩) ব্রহ্মা (৩৪) অর্য্যমা (৩৫) বিবস্বৎ (৩৬) মিত্র (৩৭) পৃথিবীধর (৩৮) সাবিত্রী (৩৯) সবিতা (৪০) বিবুধাধিপ (৪১) জয় (৪২) রাজযক্ষ্মা (৪৩) রুদ্র (৪৪) আপ (৪৫) আপবৎস।

(গ) **যোগিনী**—(১) দিব্যযোগিনী (২) মহাযোগিনী (৩) সিদ্ধযোগিনী (৪) মাহেশ্বরী (৫) প্রেতাক্ষী (৬) ডাকিনী (৭) কালী (৮) কালরাত্রি (৯) নিশাচরী (১০) হুঙ্কারী (১১) সিদ্ধিবেতালী (১২) হিঙ্কারী (১৩) ভূতভামরী (১৪) উৰ্দ্ধকেশী (১৫) বিরূপাক্ষী (১৬) শুষ্কাঙ্গী (১৭) নরভোজনা (১৮) ফুৎকারী (১৯) বীরভদ্রা (২০) ধূম্রাক্ষী (২১) কলহপ্রিয়া (২২) রাক্ষসী (২৩) ঘোররক্তাক্ষী (২৪) বিশালাক্ষী (২৫) কৌমারী (২৬) চণ্ডী (২৭) বারাহী (২৮) মুণ্ডধারিণী (২৯) ভৈরবী (৩০) বীরা (৩১) ভয়ঙ্করী (৩২) বজ্রধারিণী (৩৩) ক্রোধা (৩৪) দুর্ম্মুখী (৩৫) প্রেতবাহিনী (৩৬) কর্ক্কা (৩৭) দীর্ঘলম্বোষ্ঠী (৩৮) মালিনী (৩৯) মন্ত্রযোগিনী (৪০) কালাগ্নি (৪১) মোহিনী (৪২) চক্রা (৪৩) কুণ্ডলিনী (৪৪) বালুকা (৪৫) কৌবেরী (৪৬) যমদূতী (৪৭) করালিনী (৪৮) কৌশিকা (৪৯) যক্ষিণী (৫০) ভক্ষিণী (৫১) কুমারিকা (৫২) মন্ত্রবাহিনী (৫৩) বিশালা (৫৪) কার্ম্মুকী (৫৫) ব্যাঘ্রী (৫৬) মহারাক্ষসী (৫৭) প্রেতভক্ষিণী (৫৮) ধূর্জ্জটী (৫৯) বিকটা (৬০) ঘোররূপা (৬১) কপালিকা (৬২) নিকলা (৬৩) অমলা (৬৪) সিদ্ধিপ্রদা।

(ঘ) **ক্ষেত্রপাল**—(১) অজর (২) ব্যাপক (৩) ইন্দ্রচৌর (৪) ইন্দ্রমূর্ত্তি (৫) উক্ষাভিধ (৬) কুষ্মাণ্ড (৭) বারুণ (৮) বাহুকাখ্য (৯) বিমুক্ত (১০) লিপ্তক (১১) ললোক (১২) একদংষ্ট্র (১৩) ঐরাবতাখ্য (১৪) ওষধীঘ্ন (১৫) বন্ধনাখ্য (১৬) দিব্যকায় (১৭) কম্বলাখ্য (১৮) ক্ষোভণ (১৯) গব (২০) ঘণ্টাভিধ (২১) ফটাটোপ (২২) অম্বুস্বরূপ (২৩) চন্দ্রবারুণ (২৪) ঘটাটোপ (২৫) জটাল (২৬) ঋতু (২৭) ঘণ্টেশ্বর (২৮) বিটঙ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতাদিগকে (ঙ) বসাইয়া তাহার উপর কলশ, কলশের উপর যন্ত্র এবং তাহার উ সিংহাসনে এই মহাযজ্ঞের স্বর্ণময়ী গায়ত্রী দেবীর মূর্ত্তি রাখা হইয়াছিল। গণে মূর্ত্তিটিও রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। যজ্ঞশালার চতুষ্পার্শ্বে দশদিকপাল দেব গণের দশটি ঘটও স্থাপিত হইয়াছিল। যজ্ঞশালার উপরিভাগে চারিধারে ধ্ব ও পতাকা দ্বারা সুশোভিত থাকিত। যেখানে দশদিকপালগণের ঘট স্থাপি হইয়াছিল তাহারই উর্দ্ধে চালের উপর ঐ ধ্বজ ও পতাকাগুলি সন্নিবে হইয়াছিল। ঐগুলি তত্তৎ দেবতার বর্ণে রঞ্জিত ছিল। প্রতি ঘটের উর্দ্ধে ত্রি ধ্বজে প্রতি দেবতার বাহন এবং চতুষ্কোণ পতাকাতে দেবতাদের অস্ত্র অঙ্কিত ছি এই সব বাহন ও অস্ত্রগুলিও বিশিষ্ট বর্ণে অঙ্কিত। যজ্ঞশালার মধ্যভাগে হাত দীর্ঘ এক বংশদণ্ডের উপর বিচিত্র বর্ণের মহাধ্বজ সদাই উড্ডীন থাকি উহার প্রান্তদেশে নুপূরসংযুক্ত থাকায় বায়ুভরে যখন উহা আন্দোলিত হই তখন উহা হইতে মধুর নুপূর ধ্বনি শুনা যাইত। এই ধ্বজ ও পতাকাগুলি প্র বৎসর বাৎসরিক উৎসবের সময় পরিবর্ত্তিত করা হইত। তিন বৎসরই ঐ করা হইয়াছিল।

যজ্ঞশালাটিকে বানর, বিড়াল, মুষিক এবং চড়াইপাখী প্রভৃতি হইতে র করিবার জন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল।

---

(২৯) মণিমতি (৩০) গণবন্ধ (৩১) ডামর (৩২) ঢুণ্ডিকর্ণ (৩৩) স্থবির (৩৪) দ (৩৫) ধনদ (৩৬) নাগকর্ণ (৩৭) মারীগণ (৩৮) কেৎকার (৩৯) চীকর (৪০) সিংহা (৪১) মৃগ (৪২) যক্ষপ্রিয় (৪৩) মেঘবাহন (৪৪) তীক্ষ্ণোষ্ট্র (৪৫) অনল (৪৬) শুক্ল (৪৭) অন্তরিক্ষ (৪৮) বর্ব্বরক (৪৯) পাবন।

(ঙ) **সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলাধিপ**—(১) ব্রহ্মা (২) সোম (৩) ঈশান (৪) ই (৫) অগ্নি (৬) যম (৭) নির্ঋতি (৮) বরুণ (৯) বায়ু (১০) অষ্টবসু (১১) একাদশ (১২) দ্বাদশাদিত্য (১৩) অশ্বিনীকুমার (১৪) সপৈত্রিকবিশ্বেদেব (১৫) সপ্ত (১৬) অষ্টকুলনাগ (১৭) গন্ধর্ব্বাপ্সর (১৮) স্কন্দ (১৯) বৃষভ (২০) শূল (২১) মহাক (২২) দক্ষাদিসপ্তগণ (২৩) দুর্গা (২৪) বিষ্ণু (২৫) স্বধা (২৬) মৃত্যুরোগ (২৭) গণ (২৮) আপ (২৯) মরুৎ (৩০) পৃথিবী (৩১) গঙ্গাদি নদী (৩২) সপ্ত সাগর (৩৩) (৩৪) গদা (৩৫) ত্রিশূল (৩৬) বজ্র (৩৭) শক্তি (৩৮) দন্ত (৩৯) খড়্গ (৪০) পাশ (৪১) অ (৪২) গৌতম (৪৩) ভরদ্বাজ (৪৪) বিশ্বামিত্র (৪৫) কশ্যপ (৪৬) যমদগ্নি (৪৭) ব (৪৮) অত্রি (৪৯) অরুন্ধতী (৫০) কৌমারী (৫১) ঐন্দ্রী (৫২) ব্রাহ্মী (৫৩) বারা (৫৪) চামুণ্ডা (৫৫) বৈষ্ণবী (৫৬) মাহেশ্বরী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞশালা যখন তৈয়ার হইতেছিল তখনই কথা উঠিল যে কাহা দ্বারা এই যজ্ঞ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইবে,—কে আচার্য্য হইবেন, কে যজমান এবং কাহারাই বা হোতা হইবেন? কোটি আহুতি পূর্ণ করিতে হইলে যথেষ্ট লোকের দরকার। আবার এই যজ্ঞের নিয়ম এই যে ইহার হোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে কিন্তু কমান যাইবে না। আবার কেবল হোতার সংখ্যা বাড়াইলেই চলিবে না, যথেষ্ঠ পরিমাণে হবনসামগ্রী, কাষ্ঠ ইত্যাদিরও প্রয়োজন। অথচ যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ ইত্যাদির কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল প্রায় একরূপ কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায়। বহুদিন পূর্ব্বে মায়ের একজন ভক্ত মায়ের সেবার জন্য কিছু অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই যজ্ঞোপলক্ষ্যে ঐ টাকা পাওয়া যায় কিনা তাহার খোঁজ করিয়া দেখিলাম যে, ভদ্রলোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি আর প্রতিশ্রুত টাকা এই সময় দিতে পারিলেন না। অবশ্য পূর্ণাহুতির সময়ে তিনি ঐ টাকা দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাজেই আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রথম হইতেই হোতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে সাহস পাইলাম না। মা বলিয়াছিলেন, "একজন অথবা তিনজন লোক লইয়াই কাজ আরম্ভ কর, যতদিনে ইহা শেষ হয় হউক। কিন্তু মনে রাখিও শাস্ত্রীয় বিধান ও নিষ্ঠার সহিত যতদূর সম্ভব কাজ করিতে চেষ্টা করা। হেলায় খেলায় যেমনতেমন করিয়া এই সব কাজ করিলে পূর্ণাঙ্গ হয় না। যতটা শক্তি এবং যথাসম্ভব আনন্দের সহিত এ সব কাজে লাগিতে হয়।" হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, তিন জন লইয়া কাজ আরম্ভ করিলে এই যজ্ঞ শেষ হইতে প্রায় নয় বৎসর লাগিবে। কিন্তু কি করা যায়? আমরা তিন জন লইয়াই কাজ আরম্ভ করিতে সঙ্কল্প করিলাম। শ্রীযুক্ত অগ্নিষ্বাত্ত শাস্ত্রী, মন্ত্রাচার্য্যকে (বাটুক দাদাকে) এই যজ্ঞের আচার্য্য পদে বরণ করা হইল। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বৈদিক ক্রিয়া কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী। বাল্যকালে ইনি শ্রুতিধর ও জাতিস্মর ছিলেন। শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে যজমান করা হইল। ইনিও অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, চির-কুমার। শ্রীশ্রীমায়ের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর হইতেই ইনি মায়ের আদেশ মত আজ ২২।২৩ বৎসর যাবৎ আশ্রমজীবনের মত পবিত্র জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিলেন এবং প্রত্যহ নারায়ণশিলা পূজা এবং ভোগ না দিয়া ইনি কিছুই গ্রহণ করিতেন না। যজমান ব্যতীত অপর দুইজন হোতা হইলেন ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কমলাকান্ত এবং শ্রীমান সদানন্দ। ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত বাল্যকালেই সংসার ছাড়িয়া শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়ে আসিয়াছেন এবং এতকাল মায়ের নির্দ্দেশ মত মায়ের বিভিন্ন আশ্রমে থাকিয়া পূজা এবং সাধন ভজনাদি করিয়া আসিতেছিলেন। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে নিয়ম করা হইয়াছিল যে হোতারা প্রত্যহ আহুতি দানের পর মধ্যাহ্নে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে পারিবেন এবং রাত্রিতে শুধু ফলাহার। এইরূপ সংযম অভ্যাস করিয়া হোতাদিগকে যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত চলিতে হইবে! শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ডাক্তারি ঔষধ একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে অসুস্থতার জন্য বাধ্য হইয়া যদি কাহাকেও ডাক্তারি ঔষধ খাইতে হয় তবে আরোগ্যের পর তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের বিধান হইল—মস্তক মুণ্ডন, মন্ত্রপূত গঙ্গাজলে স্নান এবং দশ সহস্র গায়ত্রী জপ।

যজ্ঞের জন্য কিছু কাষ্ঠ শ্রীযুক্ত কানাইয়ালালজী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। কাষ্ঠ ব্যতীত চাউল, তিল, যব, চিনি ইত্যাদিও কিছু কিছু যোগাড় করা হইয়াছিল। তাহার পর হইল ঘৃতের সমস্যা। আমার ইচ্ছা ছিল যে ভঁয়সা ঘৃত দ্বারাই আহুতি দানের ব্যবস্থা করিব। ঢাকার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীমায়ের সেবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে পাঁচসের বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত পাঠাইয়াছিলেন। উহা তখন পর্য্যন্ত মায়ের ভোগে লাগান হয় নাই। মা বলিয়াছিলেন, "ঐ ঘি দিয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করিতে পারিস্, তারপর যা' হয়ে যায়।" মায়ের ঐ কথায় মনে হইয়াছিল যে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত দ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় ইহাই যেন মায়ের ইচ্ছা। গব্য ঘৃত, তাহার পর আবার বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত, কাশীর মত জায়গায় সংগ্রহ করা যে কত কঠিন তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। কিন্তু একবার যখন মায়ের মুখ হইতে গব্য ঘৃতের কথা বাহির হইয়াছে তখন আমাদের পক্ষে উহা সংগ্রহ করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা আমাদের হাতে, ফলাফল মা দেখিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অর্থের সংস্থান না করিয়া একরূপ রিক্ত হস্তেই যজ্ঞের কাজে অগ্রসর হইয়াছিলাম। যে স্থান হইতে কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশা করিয়াছিলাম সেখান হইতেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইয়াছিল। এই আর্থিক অসুবিধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সময় হঠাৎ একদিন আমেদাবাদ ল কলেজের প্রিন্সিপালের নিকট হইতে এক হাজার টাকার একখানি draft পাইলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীমায়ের সেবায় যেন ঐ টাকা খরচ করা হয়। ঐ টাকা দিয়াই যজ্ঞের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। যতদিন এই যজ্ঞ চলিয়াছে ততদিন অর্থের কিংবা অন্যান্য জিনিষের প্রাচুর্য্য কখনও উপলব্ধি করি নাই। অনেক সময় মনে হইত যে অবস্থা যেন অচল হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের এমনি কৃপা যে কোন না কোন উপায়ে ঐ অচল অবস্থাও সচল হইয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞ শেষ হওয়ার বহুদিন পরে শ্রীশ্রীমা একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "যজ্ঞ ব্যাপারে যজ্ঞেশ্বর ইহাদিগকে এমন অবস্থার ভিতর দিয়া আনিয়াছেন যে সর্ব্ব বিষয়ে ইহাদিগকে যেন কেবল যজ্ঞেশ্বরেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। নিশ্চিন্ত মনে অন্য কিছুর উপরই ইহাদের নির্ভর করিয়া থাকার উপায় ছিল না।"

বহু বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া যজ্ঞারম্ভের প্রায় সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তখন কথা উঠিল যজ্ঞাগ্নি কি ভাবে করা হইবে। ১৩৩৩ সনের দীপান্বিতার দিন কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া যে অগ্নিদেবের প্রকাশ হইয়াছিল, যাঁহাকে এতকাল অতি নিষ্ঠার সহিত ঢাকাতে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমে রক্ষা করিয়া আসা হইতেছিল এবং যাঁহার সম্বন্ধে মা সেই সময়েই বলিয়াছিলেন যে উঁহাকে এক মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিবেন, ২০ বৎসর পরে যখন সেই যজ্ঞই বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছিল তখন আমি ঐ অগ্নির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ভুলিয়া যাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয়, কারণ ঐ সময় যজ্ঞের নানা বিষয় লইয়া মন সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিত। যাহা হউক, আমার ভুল হইলেও যিনি এই যজ্ঞের কর্ণধাররূপে সদা জাগ্রত ছিলেন তিনিই ঢাকা হইতে ঐ অগ্নি আনয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঢাকার আশ্রমের কেশব ব্রহ্মচারীকে ঐ অগ্নি লইয়া আসিতে লেখা হইয়াছিল। মায়ের আদেশ পাইয়া সেও একটি পাত্রে অগ্নি লইয়া কাশীর দিকে রওনা হইয়াছিল। পথে পাটনার পর দানাপুর ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সে দেখিতে পাইল যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাকে আবার ঢাকায় ফিরিয়া যাইতে হইল। শুভ কার্য্যে বহু বিঘ্ন। যজ্ঞেশ্বর সর্ব্বপ্রকার বাধার ভিতর দিয়াই বোধ হয় আমাদের কর্ম্মশক্তি বাড়াইয়া আমাদিগকে তাঁহার সেবার যোগ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া লইতেছিলেন। কেশব পুনরায় খুব সতর্কতার সহিত অগ্নি লইয়া যজ্ঞারম্ভে পূর্ব্বদিন কাশী আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

যদিও ঢাকার অগ্নি দিয়াই সাবিত্রীযজ্ঞ সম্পন্ন হইবে ইহা পূর্ব্ব হইতে নিয়ন্ত্রিত ছিল তথাপি মা ত কখনও কর্ত্তৃত্ববোধ হইতে স্পষ্ট আদেশ দিয়া কাহাকে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান না। তাই তিনি যজ্ঞের আচার্য্য বাটুক দাদাকে ডাকি জিজ্ঞাসা করিলেন, শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যজ্ঞের অগ্নি কি ভাবে প্রজ্জ্বলিত ক যাইতে পারে। বাটুক দাদা বলিলেন যে, অরণি দ্বারাই যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলি করিবার বিধি। মা তখন ঢাকা হইতে যে অগ্নি আনা হইয়াছিল উহার পূ ইতিহাস বাটুক দাদার নিকট সবিস্তর বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছ এই অগ্নি দিয়া কি যজ্ঞ আরম্ভ করা যায় না?" বাটুক দাদা শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পা খুব কমই আসিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ ব্যাপারে আসিয়া তিনি মাকে যে ভা জানিয়াছিলেন ইতঃপূর্ব্বে সেরূপ জানিবার তাঁহার সৌভাগ্য হয় নাই তাই তিনি মায়ের কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার এ স্তব্ধতা আমাদের নিকট ভালই লাগিয়াছিল, কারণ ইহা তাঁহার শাস্ত্রনিষ্ঠা পরিচায়ক। তাঁহাকে সংশয়াকুল দেখিয়া মা আবার বলিলেন, "দেখ, আরও এ কাজ করা যাইতে পারে—অরণি সাহায্যে যে অগ্নি জ্বালান হইবে তাহা এ ঢাকার যজ্ঞের এই অগ্নি ভাল করিয়া জ্বালাইয়া এক পাত্রে এই দুইটি অ পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের সম্মিলিত শিখা হইতে কি এই যজ্ঞের আগুন লও যাইতে পারে না?" মায়ের এই সকল কথা শুনিয়া বাটুক দাদা মনে করিলে যে ঢাকার অগ্নি দিয়া সাবিত্রী যজ্ঞ আরম্ভ হওয়াই বোধ হয় মায়ের ইচ্ছা। ত তিনি বলিলেন, "বেশ, ঢাকার অগ্নি দিয়াই যজ্ঞ আরম্ভ করা যাইবে!"

এদিকে আমাদের কমলাকান্ত ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা যে কি ভাবে অরণি হই অগ্নি উৎপাদন করা হয় তাহা দেখিয়া শিখিয়া রাখে। তাই সে নিজের গরজে বাজার হইতে অরণি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। বাটুক দাদা ঐ কাষ্ঠ দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অরণি যখন আনা হইয়াছে তখন উহা দ্বারাই যজ্ঞাগ্নি করা হইবে। ইহা শুনিয়া মা বলিলেন, "বেশ, যজ্ঞেশ্বর যা' করেন। দেখ তাঁর কি ইচ্ছা এখানে ত সমস্ত কাজই শাস্ত্রীয় বিধিমতে হইয়া থাকে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোর ৪টা কি ৪॥টার সময় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হইবে এইরূপ স্থির হইল। বাটুক দাদা ঐ সময় মাকে উপস্থিত থাকিতে বলিলেন। মা একটু হাসিয়া উহাতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে, কমলাকান্ত গিয়া মাকে ঐ সময় ডাকিয়া আনিবে। ঢাকা হইতে যে অগ্নি আনা হইয়াছিল উহা একটি বালতির মধ্যে ছিল। বালতিটি একটি তামার পাত্রের উপর বসাইয়া উহা একস্থানে রাখিয়া দেওয়া হইল।

এই সকল কথা যেদিন হইয়াছিল উহার পরদিনই যজ্ঞ আরম্ভ হইবার কথা। সন্ধ্যার পর হইতেই বাটুক দাদা এবং কমলাকান্ত যজ্ঞশালায় নানাবিধ মণ্ডল রচনা করিতে লাগিয়া গেলেন। এই সব কাজ শেষ করিতে রাত্রি একটা বাজিয়া গেল। মা তখন বিশ্রাম করিবার জন্য উপরে চলিয়া গেলেন। বাটুক দাদা এবং কমলাকান্ত অরণিটি ভিজা দেখিয়া উহা দোতলার স্মৃতিমন্দিরে একটি আংটার উপর রাখিয়া দিয়াছিলেন, কারণ উহা একটু শুষ্ক হইলে উহা দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করা সহজ হইবে। আংটাতে অতি সামান্যই অগ্নি ছিল এবং যে কাঠখানি উহার উপর রাখা হইয়াছিল তাহা ভিজা এবং পুরু। স্তিমিতপ্রায় ঐ অগ্নি যে কাঠখানি ভাল করিয়া গরম করিতে পারিবে তাহা কমলাকান্ত ধারণাও করিতে পারে নাই।

রাত্রি ৪॥ টার সময় মা নিজ হইতেই বাটুক দাদা এবং কমলাকান্তের নিকট আসিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর ?" তাঁহাকে দেখিয়া কমলাকান্ত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল। বাটুক দাদাও মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। অরণিটি দিয়া আর যজ্ঞের অগ্নি করা যাইবে না ; কারণ আগুনের আঁচ লাগিয়া উহা দোষযুক্ত হইয়াছে। এখন ঢাকার যজ্ঞের আগুন দিয়াই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।" অরণিটি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে উহার মাঝখানটা পুড়িয়া কাল অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। কি ভাবে যে এইরূপ হওয়া সম্ভব হইল তাহা ভাবিয়া আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার পর শ্রীশ্রীমা কমলাকান্তকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এত কাল এই অগ্নির সেবা করিয়া আসিয়াছ, তোমার ইহা বুঝা উচিত ছিল যে, সাবিত্রীযজ্ঞের জন্য এই অগ্নি ভিন্ন আর দ্বিতীয় অগ্নির প্রয়োজন নাই। চেষ্টা করিয়া দেখিলে ত ? যজ্ঞেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়াছে।"

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩)

যজ্ঞারম্ভ

১৩৫৩ সনের পৌষ সংক্রান্তির দিন (ইং ১৪।১।৪৭) এই যজ্ঞ আরম্ভ হইল। দীর্ঘ দিনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, উত্তেজনার ভিতর দিয়া, দীর্ঘকালের জল্পনা কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাযজ্ঞ ঐদিন বাস্তবরূপ ধারণ করিল। ঐ উপলক্ষ্যে সমস্ত আশ্রমখানি উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বিচিত্র বর্ণের ফুল, পাতা, গাছ ইত্যাদি দ্বারা আশ্রমখানিকে সাজান হইয়াছিল। যজ্ঞশালাটিও সুন্দর দেখাইতেছিল। ইহার তিনদিকে আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা, সম্মুখে পূর্ব্বদিকে কলুষনাশিনী উত্তরবাহিনী গঙ্গা কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছেন। উহার পরই গঙ্গার বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমি এবং হরিদ্বর্ণ বনানীর মনোরম শোভা।

যজ্ঞারম্ভ উপলক্ষ্যে আশ্রমে লোকসমাগম মন্দ হয় নাই। হরিবাবা তাঁহার ভক্তগণ সহ উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্য গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছিলেন, ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া আশ্রমে ছিলেন। কাশীক্ষেত্রে গঙ্গার উপর কোটি আহুতি পূর্ণ করিবার সঙ্কল্প লইয়া যজ্ঞায়োজন। শাস্ত্রীয় বিধি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়া নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী দ্বারা ইহা সম্পন্ন করিতে হইবে, ইহাতে যত বৎসরই লাগুক না কেন। এই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্ব সকলেই সেদিন সমভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কি না জানি না, তবে ঐ সব বিষয় চিন্তা করিয়া আমার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

পূর্ব্বদিন যজ্ঞের উদ্যোগ আয়োজন করিতে করিতেই অনেক রাত্রি হইয়াছিল। কর্ম্মকর্ত্তারা শ্রান্তক্লান্ত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন; কিন্তু রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আশ্রমবাসী একদল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মৃদঙ্গকরতাল সংযোগে অতি মধুর স্বরে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে যজ্ঞশালাটি প্রদক্ষিণ করিলেন পরে আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এই কীর্ত্তন শুনিয়া সকলেই শয্যা ত্যাগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

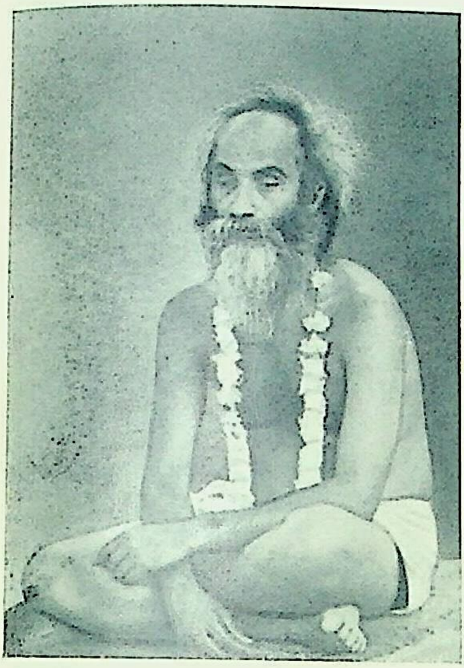

শ্রী ১০৮ স্বামী শরণানন্দজী মহারাজ

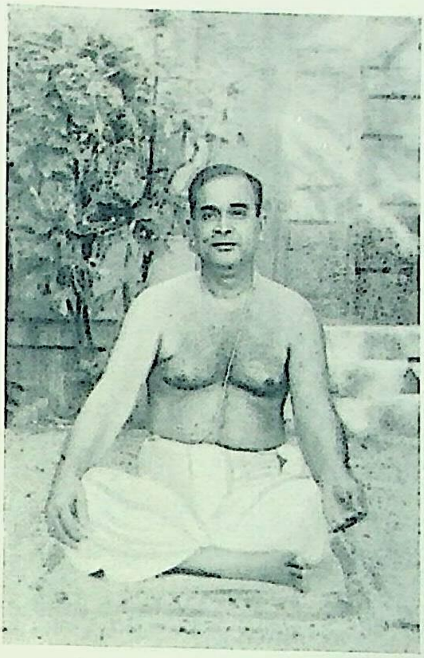

শ্রী ১০৮ গোপালঠাকুরজী মহারাজ

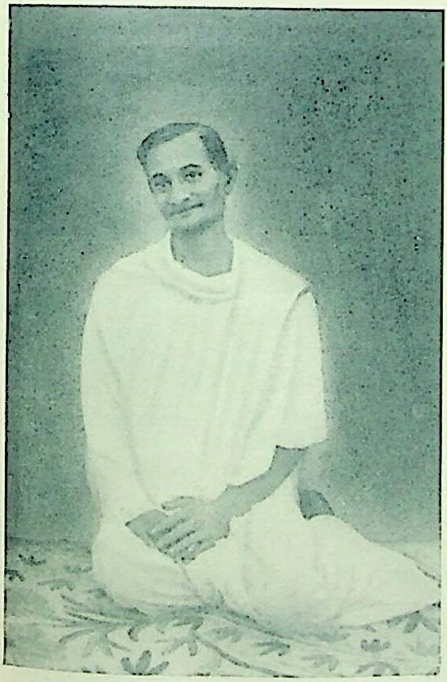

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যজী (জাপক)

শ্রীঅগ্নিস্বাত্তা শাস্ত্রীজী অগ্নিহোত্রী
(আচার্য্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া উঠিলেন। আশ্রমবাসী সকলের মনই আজ উৎসাহে ভরপূর, ঔৎসুক্যপূর্ণ আনন্দের আভায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। ধূপ গুগ্‌গুলের গন্ধে প্রাতঃসমীরণ আমোদিত হইয়া উঠিল। যজ্ঞের হোতৃগণ গঙ্গাস্নানান্তে সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া যজ্ঞারম্ভের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের পরিধানে হরিদ্রাবর্ণের কাপড়, মাথায় রঙ্গীণ উষ্ণীষ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তাঁহাদিগকে দেখিয়া পুরাকালের ঋষিকুমারদের কথাই মনে হইল। তাঁহাদের মত ইঁহারাও যেন এক মহা তপস্যায় ব্রতী হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

সূর্য্যোদয়ের পর আসিলেন যজ্ঞের আচার্য্য বাটুক দাদা এবং যজমান ও প্রধান হোতা ব্রহ্মচারী নেপাল দাদা। নারায়ণশিলা বিগ্রহকে উপর হইতে নীচে নামান হইল এবং চণ্ডীমণ্ডপে প্রথমে নারায়ণ পূজা হইল। অতঃপর নান্দীমুখ, গণেশ, ষোড়শ মাতৃকা, বসুধারা ইত্যাদির পূজা যথাবিহিত ভাবে হইয়াছিল। ইহার পর যজ্ঞশালায় যজ্ঞারম্ভের এবং বিবিধ পূজাদির সময় উপস্থিত হইলে চারিদিকে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি এবং বিবিধ বাদিত্র বাজিয়া উঠিল। আচার্য্য যজমান সকলেই শ্রীশ্রীমায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাকে মুখ ধোয়াইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করাইয়া দিলাম। মা নীচে আসিতে আসিতে বলিলেন, "খুকুনী, তোরা কি কেউ ধারণা করিতে পারিয়াছিলি যে, যে অগ্নি ২০ বৎসর যাবৎ রক্ষিত হইয়া আসিতেছেন তিনি আজ কাশীক্ষেত্রে গঙ্গাতটে নিজকে এইভাবে প্রকাশ করিবেন?" এই কথা বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষু দুটি যেন সজল হইয়া উঠিল বলিয়া আমার মনে হইল। আমি নিজেও উহা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সকাল বেলায়ই ঢাকা হইতে আনীত অগ্নি এক তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া উহাকে পুষ্প-মাল্য দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। মা নীচে নামিয়া আসিলে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত উক্ত তাম্রপাত্র হাতে তুলিয়া লইলেন। অপর দুইজন স্বর্ণময়ী গায়ত্রী দেবী এবং রজতময় গণেশ বিগ্রহ লইলেন। পরে আচার্য্য, যজমান, ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীমা, হরিবাবা, শ্রীযুক্ত গোপাল দাদা প্রভৃতি মহাত্মগণ সমভিব্যাহারে বাদ্যভাণ্ড, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও কীর্ত্তন সহ তিনবার যজ্ঞশালাটি প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম দ্বারে পৃথ্বী পূজা করতঃ ঐ দ্বার দিয়াই যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। ইঁহারা যজ্ঞশালায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশ করিলে উহার চারিদ্বার হইতে চারিবেদ উদ্‌গীত হইতে লাগিল। ঐ সময়কার দৃশ্য যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তিনিই কেবল ইহার গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিবেন। ইহার পর বিভিন্ন বেদির উপর বিভিন্ন দেব স্থাপন ও পূজা হইয়াছিল। যজ্ঞে কতসংখ্যক আহুতি সঙ্কল্প করা হইবে এই প্র আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "একবার মা বলিয়াছিলেন, 'এক কো আহুতি হইতে পারে কি ?' 'এক কোটি' শব্দ যখন একবার মায়ের মুখ হইতে বাহি হইয়াছে তখন এককোটিসংখ্যক আহুতিরই সঙ্কল্প করা হউক।" তাহাই করা হইল আচার্য্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যজ্ঞারম্ভের পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয় এখানে কি সঙ্কল্প লইয়া যজ্ঞারম্ভ করিতে হইবে ? নিষ্কাম যজ্ঞ হইলেও সঙ্কল্প করিতে হয়। শ্রীশ্রীমায়ের ইঙ্গিতে আমি বলিলাম, "মনুষ্য, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা ইত্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি ইষ্ট তাঁহার প্রীত্যর্থে এই যজ্ঞানুষ্ঠান।" ইহা শুনিয়া আচার্য যথাবিধি শাস্ত্রানুসারে সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিলেন।

যজ্ঞশালার এবং যজ্ঞকুণ্ডের পূজাদি সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে তাম্রকু রক্ষিত সেই যজ্ঞাগ্নি যজ্ঞকুণ্ডে স্থাপিত করা হইল। বিন্ধ্যাচলের আমগাছ হই যে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা দ্বারাই কুণ্ডস্থিত অগ্নিকে দেদীপ্যম করা হইল। কি জন্য যে মা কমলাকান্তকে উক্ত আমগাছের কাঠ সংগ্রহ করি রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহা আমরা এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। কে যে বৃক্ষর ধারণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, কেনই বা অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং কেনই বা ঐ বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা সর্ব্বপ্রথম এ মহাযজ্ঞের অগ্নিকে উদ্বোধিত করা হইয়াছিল তাহা একমাত্র মা-ই জানেন। সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু দরিদ্রের মনোরথের মত উ আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়ে তখনই বিলীন হইতে বাধ্য।

ইহার পর কানাইয়ালালজীপ্রেরিত পলাশকাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে বিশেষভা প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোতৃগণ উহাতে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আহুতি প্রদান করিয়াছিলে এই ভাবে আমাদের বহুকাঙ্ক্ষিত মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইয়াছিল। অগ্নি স্থা এবং যজ্ঞ শেষ করিতে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গিয়াছিল।

এই যজ্ঞের আচার্য্য এবং যজমানের নাম ও পরিচয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য্য স্বয়ং চারিটি দ্বারপালের কার্য্য এবং সদস্য, উপদ্রষ্টা ও গাণপত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। হোতাদের মধ্যে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত ব্রহ্মার কার্য্য করিয়াছিলেন। অগ্নিরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন শ্রীস্বরূপ ব্রহ্মচারী। ইহা অবশ্য কিছুদিন পরের কথা। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রহ্মচারী, খুব শান্তস্বভাব ও চরিত্রবান্।

মাত্র তিনজন হোতা লইয়া এই যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে হোতাদের সংখ্যা কি ভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল তাহা পরে উল্লিখিত হইবে। বর্ত্তমান সময়ে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে; কিন্তু এক্ষেত্রে তাহাও শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় সহজেই হইয়া গিয়াছিল। ভাইজীর সঙ্কল্পিত বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ হইতেই আমরা হোমের জন্য নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপীঠ স্থাপনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

একবার মুশৌরীতে শ্রীশ্রীমা ভাইজীকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহারা ল্যাণ্ডর বাজারের নিকট একটি স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে ঐখানকার এক বিদ্যালয়ের অঙ্গনে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেপেলে খুব হৈ চৈ করিয়া খেলা করিতেছিল। তাহাদের ছুটাছুটি ও চীৎকারে স্থানটি যেন মুখরিত হইয়াছিল। এমন সময় স্কুলের ঘণ্টা পড়িল। ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিবামাত্র ছেলেরা খেলা ছাড়িয়া সুড়্ সুড়্ করিয়া নীরবে ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িল। যে স্থানটি ছেলেদের কোলাহলে এতক্ষণ ভরপুর ছিল উহা যেন হঠাৎ স্বপ্নের মত অদৃশ্য হইয়া গেল। উহা দেখিয়া মা বলিলেন, "বাঃ, এ ত বেশ! যদি মনে করা যায় যে, ঐ ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া ছেলেরা ভাবিল যে, তাহাদের প্রার্থনার সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং উহা মনে করিয়াই তাহারা খেলাধূলা ফেলিয়া ভগবান্কে ডাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেছে তবে কেমন সুন্দর হয়!" মায়ের এই কথা শুনিয়াই ভাইজীর হৃদয়ে একটি আশ্রম স্থাপনের শুদ্ধ সঙ্কল্প জাগরিত হইয়াছিল। তিনি ঐ কথা মাকে বলিলে মা বলিয়াছিলেন, "আশ্রম ত কতই আছে, আবার একটা নূতন আশ্রম করিয়া কি হইবে?" উত্তরে ভাইজী বলিয়াছিলেন, "মা, এ আশ্রম অন্য আশ্রমের মত হইবে না। এ আশ্রমের উদ্দেশ্য হইবে সাধু তৈয়ার করা নয়, শুধু সেবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবেই আশ্রম চালাইয়া যাওয়া। আমরা যদি ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক কয়েকটি ছেলে পাই তবে তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে চলিতে সাহায্য করিতে পারি। তাহারা বড় হইয়া যদি সাধু হইতে চায়, ভালই। আর তাহা না হইয়া যদি তাহারা গৃহীও হয়, তাহাতেই বা দোষ কি? কারণ ছোট বেলায় যদি ধর্ম্মের একটা ছাপ তাহাদের মনের উপর পড়িয়া যায় তবে তাহারা সংসার করিয়াও এখনকার গৃহীর চেয়ে অনেক ভাল গৃহী হইবে।" এই ভাব লইয়াই ভাইজী কিষণপুর আশ্রম স্থাপন করেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় ঐখানে কোন ছাত্র পড়াইবার বন্দোবস্ত হয় নাই। তাঁহার দেহত্যাগের পর ১৩৪৮ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৬।৫।৪১) তারিখে বর্ত্তমান বিদ্যা-পীঠের ভিত্তি প্রথম স্থাপিত হয়। সোলনের রাজাসাহেব দুর্গা সিং মহাশয়, যাহাকে রাজর্ষি বলিলে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি হয় না, এই বিদ্যাপীঠ স্থাপনের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। সেই হইতে এই বিদ্যাপীঠে কতিপয় ব্রাহ্মণ বালক নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের হোম এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি ক্রিয়া পালন করিয়া বিবিধ জাগতিক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে। এই সকল সুকুমার বালকদিগের মধ্য হইতেই এই মহাযজ্ঞের হোতা-দিগকে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই মহাযজ্ঞে ইহাদের প্রয়োজন হইবে বলিয়াই যেন যজ্ঞেশ্বর ইহাদিগকে এই ভাবে এতদিন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞারম্ভের এক বৎসর পরে একবার মা যখন কাশী হইতে দিল্লী যাইতেছিলেন তখন হোতারা মাকে প্রণাম করিতে আসিলে মা তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "খুব উৎসাহের সহিত তোমরা যজ্ঞ করিয়া যাও। বহু ভাগ্যে তোমরা এই সেবার সুযোগ পাইয়াছ। এরূপ মহাযজ্ঞে আর কেহ কখনও ব্রতী হইবার সুযোগ পাইবে কি না কে জানে?"

বিদ্যাপীঠের ছেলে ব্যতীত ঢাকার আশ্রমের অন্যান্য ব্রহ্মচারীদিগকেও এই যজ্ঞে ব্রতী হইতে হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যোগেশ ব্রহ্মচারী, কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী এবং অতুল ব্রহ্মচারীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয়ে থাকিয়া পূজা যজ্ঞাদি কার্য্য অতি নিষ্ঠার সহিত নিত্য পালন করিয়া আজ প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ দিব্যজীবন লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচারী ব্যতীত যাঁহারা কোন না কোন সময়ে এই যজ্ঞে হোতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম এবং বয়স এখানে উল্লেখ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমার সহিত বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ছাত্রগণ।

শ্রীশ্রীমার সহিত কন্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমান দুর্গা সিংহজী. বাঘাট নরেশ, সোলন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছে—শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী (১৬), শ্রীসনন্দন ব্রহ্মচারী (১৭), শ্রীতপনকুমার ব্রহ্মচারী (১৫), শ্রীস্বরূপকুমার ব্রহ্মচারী (২২), শ্রীরামনরেশ ব্রহ্মচারী (১৭), শ্রীচিত্তরঞ্জন ব্রহ্মচারী ন্যায়বেদান্ততীর্থ (৩৫), শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মচারী (১৪), শ্রীঅমূল্য ব্রহ্মচারী (১৯), শ্রীরাজেন্দ্র ব্রহ্মচারী (১৪), শ্রীসোহন ব্রহ্মচারী (১৩), শ্রীপরিমল ব্রহ্মচারী (১৩), শ্রীভূপেন্দ্র ব্রহ্মচারী (২২), শ্রীবিভুপদ ব্রহ্মচারী (২৭), শ্রীদাসু ব্রহ্মচারী (১৭) ও শ্রীনবকুমার ব্রহ্মচারী (২০)। ইহাদের মধ্যে রামনরেশ, ভূপেন্দ্র এবং চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর সকলেই পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ জন ব্যতীত আর সকলেই বিদ্যাপীঠের ছাত্র। বিভু ব্রহ্মচারী এবং স্বরূপ ব্রহ্মচারী বিদ্যাপীঠের শিক্ষক হিসাবে ছিলেন। হোতারা প্রতিদিন প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া আপন আপন সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনান্তে যজ্ঞশালায় সমবেত হইতেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য হোমকুণ্ডের চারিদিকে ছোট ছোট কাঠের চৌকির উপর পিতলের কিংবা কাঠের পাত্রে আহুতির দ্রব্য সম্ভার সাজান থাকিত। প্রধান হোতার সম্মুখে তাম্রপাত্রে আহুতির ঘৃত রাখা হইত। হোমের সময় হোতৃগণ প্রত্যেকে বাম হস্তে কুশমুষ্টি ও সংখ্যা রাখিবার জন্য মালা ধারণ করিতেন। তাঁহারা প্রায়শঃ পরিধানে ক্ষৌম বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, শিরে উষ্ণীষ, ভালে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ও স্কন্ধে উত্তরীয় ধারণ করিয়া সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ পূর্ব্বক কুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেন। এই সময়কার দৃশ্য দেখিলে মনে হইত যেন বৈদিক যুগের এক মনোরম আলেখ্য শত শত শতাব্দীর অন্ধকার ভেদ করিয়া কাশীধামে গঙ্গাতটে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

যজ্ঞশালার মধ্যে একজন ব্রহ্মচারী আসন গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ মত আহুতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্‌ভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেন। দৈনিক যত সংখ্যক আহুতি হইত ইঁহার জপও তত সংখ্যক হইত। প্রথমে শ্রীমান বিজয় শঙ্কর ব্যাস এই কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইনি একজন গুজরাটী ব্রাহ্মণ সন্তান। পণ্ডিত বংশ হইতে উদ্ভূত। ইনিও চিরকুমার, উদার প্রকৃতি এবং সুন্দর স্বভাব বিশিষ্ট। ইঁহার অনুপস্থিতিতে ব্রহ্মচারী কুসুম, ব্রহ্মচারী মৃণ্ময়, ব্রহ্মচারিণী উদাস এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। শ্রীমান্ কুসুম উচ্চ শিক্ষিত হইলেও চিরকুমার থাকিয়া ব্রহ্মচারী ব্রত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মৃণ্ময় যজ্ঞান্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংস সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারিণী উদাস বহুকাল হইতে শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকারূপে আত্মনিয়োগ করিয়া আছেন। বৈদিক মতে ই... উপনয়ন হইয়াছে। যজ্ঞের হোতৃগণের মধ্যে অধিকাংশই অল্পবয়স্ক বালক। ই... এই শীতগ্রীষ্ম প্রধান কাশীধামে কি ভাবে তিন বৎসর কাল যজ্ঞ কার্য্যে নি... থাকিতে পারিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ক্রমা... তিন চারি ঘণ্টা একই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে পাছে কাহারও আল... ও তন্দ্রার আবেশ হয় তাহার জন্য যজ্ঞশালায় একটি ঘণ্টা ঝুলাইয়া রাখা হইত এ... মাঝে মাঝে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া হোতাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইত। এ... সব কাজ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য আশ্রমের ২।১ জন ব্রহ্মচারী নিযুক্ত থাকিতেন।

হোতৃগণ প্রতিদিন যত সংখ্যক আহুতি দিতেন প্রত্যেকে আবার তত সংখ্যা গায়ত্রী মন্ত্র আলাদা ভাবে দিবসের যে কোন সময়ে জপ করিতেন। এই ভাবে পূর্ণাহুতি পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে যজ্ঞশালাটি ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত করিয়া কু... চরু ইত্যাদি দ্বারা আহুতি প্রদান করা হইত। এই চরুর জন্য উদুখলে ধান্য কুটি... তণ্ডুল প্রস্তুত করা হইত। পরে উহা দ্বারা পিতলের নূতন ত্রিপদী ও পাত্রে হোমাগ্নি... চরু প্রস্তুত করিয়া আহুতি দেওয়া হইত। এই দুই দিন বেদিস্থিত দেবতা... দিগকে বিশেষভাবে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া পূজা করা হইত এবং পূজান্তে নি... হোম আরম্ভ হইত। অন্যান্য দিন আহুতি প্রদানের পূর্ব্বে বেদিস্থিত দেবতাদির এ... কুণ্ডস্থিত অগ্নিদেবের পূজার ব্যবস্থা ছিল। অগ্নিদেবের পূজান্তে মহাব্যাহৃ... আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সকলেই সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হো... আরম্ভ করিত।

আহুতির সামগ্রী ছিল তিল, যব, তণ্ডুল, চিনি, ঘৃত, পঞ্চ মেওয়া (যথা বাদা... পেস্তা, কিস্‌মিস্, শুষ্ক নারিকেল এবং খেজুর) এবং গন্ধ দ্রব্য চূর্ণ (যথা জটামাং... অগুরু, গুগ্‌গুল, তগর, কর্পূর, চন্দন চূর্ণ প্রভৃতি)। হোমান্তে পুনঃ মহাব্যাহৃ... ও অগ্নিদেবের স্তব ও প্রণাম করিবার নিয়ম ছিল। পরে হোম সংখ্যানুরূপ ত... মার্জ্জনাদি সম্পন্ন করিয়া দৈনিক আহুতির কার্য্য শেষ হইত।

যজ্ঞোপলক্ষ্যে নিত্য প্রচুর পরিমাণে হবন সামগ্রীর প্রয়োজন হইত। ই...

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই সংগ্রহ এবং বিধিমত সংস্কার করিয়া আহুতির জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত। ইহাও ছিল এক আয়াসসাধ্য ব্যাপার। যে সময় এই যজ্ঞ আরম্ভ হয় তখন প্রায় সমস্ত জিনিষই দুর্ম্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য এবং সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ ছিল যে কালা বাজার হইতে কোন জিনিষ ক্রয় করা যাইবে না। আবার হবন সামগ্রী একমুষ্টি কম হইলেও চলিবে না। এই দুর্দ্দিনে কি ভাবে এই বিপুল পরিমাণ যজ্ঞ সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছি। এ অসাধ্য সাধন যে একমাত্র যজ্ঞেশ্বরের কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীশ্রীমা প্রথম হইতেই আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে হবন সামগ্রীতে পোকা মাকড় ইত্যাদি কিছু যেন না থাকে। মা বলিয়াছিলেন, "তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য যেমন ভাবে পরিষ্কার করিয়া লও যজ্ঞের জিনিষও সেইভাবে করিবে; কারণ ইহাও ত ঠাকুরের ভোগের জন্য। বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া আনিলে আর তাহা দিয়া অমনি আহুতি দিলে; উহার সঙ্গে কত বিজাতীয় জিনিষ, কত কীট পতঙ্গাদি গেল তাহা লক্ষ্যই করিলে না, ইহা অবৈধ কাজ। জিনিষগুলি যথাসাধ্য বাছিয়া পরিষ্কার করিয়া সুন্দর শুদ্ধ ভাবে আহুতির জন্য রাখিয়া দিবে।" শ্রীশ্রীমায়ের এই নির্দ্দেশ হেতু হবন সামগ্রী বাজার হইতে আনীত হইলে মেওয়াগুলি একটি একটি করিয়া সুন্দর রূপে বাছিয়া রাখা হইত। তিল ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া প্রথমে গঙ্গাজলে ধুইয়া রোদ্রে শুকান হইত। শুষ্ক হইলে উহা পরাতে বা থালাতে রাখিয়া ভাল করিয়া বাছিয়া লওয়া হইত। পরাত এবং থালাগুলিও গঙ্গাজলে ধুইয়া লওয়া হইত এবং যাঁহারা এই সকল কাজে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাদিগকেও গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া লইতে হইত। যতক্ষণ এই সব বাছা চলিত ততক্ষণ ঐ কাজে যাঁহারা লিপ্ত থাকিতেন তাঁহারা কথা বলিতে পারিতেন না, কারণ কথা বলিলে যদি মুখের থুথু যজ্ঞ সামগ্রীর উপর আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ত সবই অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। তাই সকলে নীরবে থাকিয়া মনে মনে যথাসাধ্য ভগবানের নাম করিতে করিতে এই সব কাজ করিতেন।

ক্রমশঃ যখন আহুতির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল, নিত্য হবন সামগ্রীর পরিমাণও তদনুরূপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন এই সব চাউল, যব, তিল ঝাড়া বাছা করা এক বিরাট ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল, কারণ চাউল এবং যবের মধ্যে ধান, গম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাল, কঙ্কর ইত্যাদি কত কিছুই থাকিত। ঐগুলি একটি একটি করিয়া বাছিয়া লওয়া দুই চারিজন লোকের কাজ নয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় কিছুরই যেন অভাব হইতেছিল না। অনেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শুদ্ধভাবে ঐ কাজ করিতে আসিতেন। অনেকে আবার এই সব জিনিষ বাড়ীতে লইয়া যাইতেন এবং সেখানে যথাসাধ্য পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ঐগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া আশ্রমে দিয়া যাইতেন। কন্যাপীঠের মেয়েরাও তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য সমাপন করিয়া অবসর সময়ে এই সকল কাজ করিত। অনেক সময় হোতাদের মধ্যে কেহ কেহ এবং যাঁহারা আশ্রম এবং যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিতেন তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ এই সকল কাজে লাগিয়া যাইতেন। এই সকল জিনিষ বাছিবার সময় মনে মনে ভগবানের নাম করিতে হইবে ইহাই ছিল মায়ের নির্দ্দেশ। তাহা ছাড়া এই সকল কর্ম্ম যে ভগবানের সেবা হিসাবে করা হইতেছে তাহা সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিতে মা উপদেশ দিতেন। মা বলিতেন, "যে কাজ আরম্ভ করিবে তাহাতে এক লক্ষ্য থাকিতে চেষ্টা করিবে। কার্য্যটি যাহাতে নিখুঁত ভাবে সম্পন্ন হয় তন্ন তন্ন করিয়া সেই চেষ্টা করিবে। ভগবদুদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা তাহাত লোক দেখাইবার জন্য নয়, বাজে ভাব নিয়া গল্প বা তামাসা করিবার জন্যও নয়। যে কর্ম্ম আরম্ভ করিবে যাহাতে উহা পূর্ণাঙ্গীন ভাবে সম্পন্ন হয় কেবল সেই দিকে মন রাখিয়া চেষ্টা করিয়া যাইবে। মনে রাখিবে যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় আজ আমি এই সেবায় ব্রতী। ভগবানের কত করুণা, কত কৃপা যে তিনি আমাকে এই অধিকার দিয়াছেন। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে যাহাদের উপর যে কোন কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে সকলেই মনে করিবে তাহারা তাহা করিয়া শুধু যজ্ঞেশ্বরেরই সেবা করিতেছে। সকল সময় পবিত্র ভাব রক্ষা করিবে এবং মনে করিবে যে সেবাই পরম ধর্ম্ম।"

যজ্ঞের শেষ দিকে তিল, যব, চাউল ইত্যাদি লইয়া প্রত্যহ প্রায় দেড়মণ হবন সামগ্রীর প্রয়োজন হইত। তিল /॥৮, যব /।৪, চাউল /৭,—ইহা ছাড়া চিনি, ঘি, পঞ্চ মেওয়া ইত্যাদি ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা হোতারা এইগুলি মিলাইয়া যজ্ঞশালায় শুদ্ধভাবে রাখিয়া আসিত। পরদিন হোমের পূর্ব্বে ঐগুলি উত্তমরূপে ঘৃত দ্বারা মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক হোতার হবন সামগ্রী রাখিবার কাষ্ঠের বা পিতলের পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেওয়া হইত। যজ্ঞকুণ্ডের উপর সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

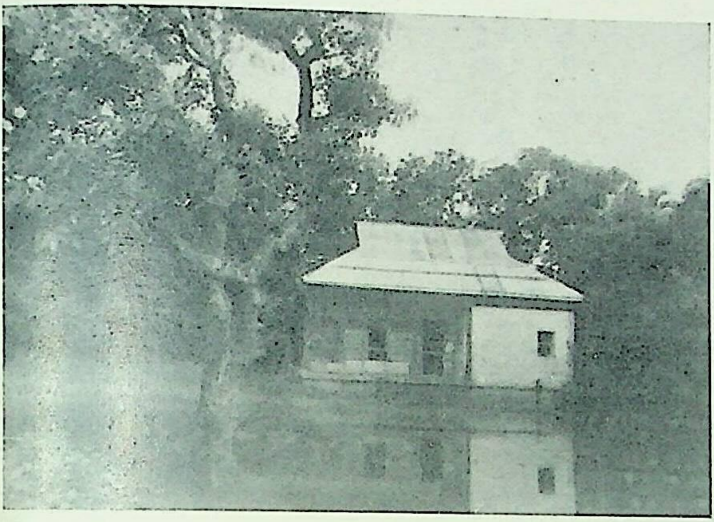

সিদ্ধেশ্বরী আশ্রম, ঢাকা।

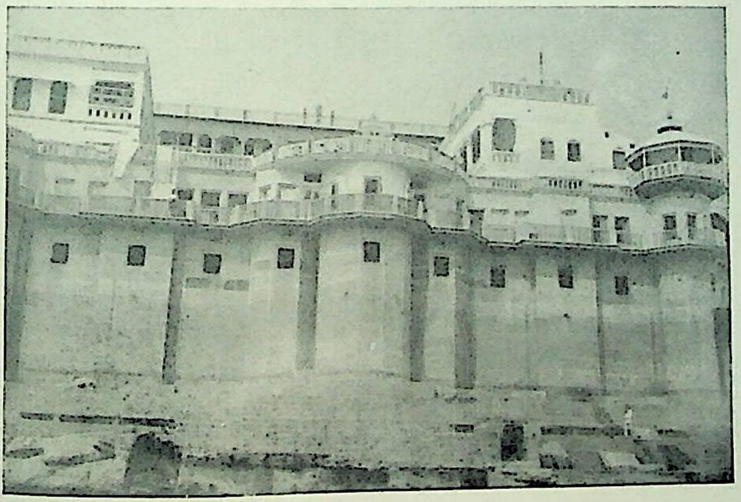

গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশী আশ্রমের এক মনোরম দৃশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তামার পাত্র ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখা হইত এবং উহা হইতে দিবারাত্র ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঘৃত অখণ্ডভাবে যজ্ঞাগ্নিতে পড়িতে থাকিত; ঐ ঘৃত গন্ধে আশ্রমখানি সর্ব্বদাই আমোদিত থাকিত।

যজ্ঞের জন্য হবন সামগ্রী ঝাড়া-বাছার কাজ যখন আশ্রমে চলিতেছিল সেই সময়কার দৃশ্যটিও বড় চমৎকার। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞশালার সম্মুখের দিকে চত্বরে সদ্যোধৌত কাল তিলের এক বিস্তীর্ণ শয্যা পড়িয়া যাইত। উহা পাখী এবং বানর হইতে রক্ষা করিবার জন্য কয়েকজন বালক এবং বৃদ্ধ যষ্টি হস্তে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেহ কেহ ঐখানে তণ্ডুল ও যবাদি ঝাড়িতে বাছিতে বসিয়া যাইতেন। এই সময় বাগানের ফুলগাছের ডালে ডালে চড়াই পাখীর এক দল নাচিয়া কুঁদিয়া কলরব করিয়া বেড়াইত, আর অবসর খুঁজিত কখন ভাণ্ডারের দ্বার খোলা হইবে, কখন চত্বরের উপর রক্ষিগণ অন্যমনস্ক হইবে। উহারা মনে করিত এসব যেন উহাদেরই ভাণ্ডার। মাঝে মাঝে উহারা যজ্ঞশালার মধ্যেও ঢুকিতে চেষ্টা করিত। এই জন্য যজ্ঞশালার চারিদিকে তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দৈনিক যজ্ঞ শেষ হইলে যে সমস্ত হবন সামগ্রী এদিক সেদিক পড়িয়া থাকিত উহাই একটি পাত্রে তুলিয়া এই সব পাখীদিগকে দেওয়া হইত আর উহারা কি আনন্দেই না উহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইত! যাহাতে কিছুই বৃথা নষ্ট না হয়—সেদিকে মা আমাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলেন।

চড়াই পাখী ব্যতীত আশ্রমের ছাদে ও প্রাচীরের উপর প্রায়ই শাখা মৃগের আবির্ভাব হইত। ইহারা কখনও একক, কখনও বা দলবদ্ধ ভাবে আসিয়া দেখা দিত। ইহারা আসিলে সকলেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত; কারণ চারিদিকে খাদ্যদ্রব্যের ছড়াছড়ি দেখিয়া রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাওয়াটা একটা লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ইহাদের মনে করাই সম্ভব। সতর্কতার জন্য হবন সামগ্রীর উপর ভাগ বসাইতে না পারিলেও আশ্রমবাসীদের আহার্য্যের কিছুটা অংশ না লইয়া ইহারা বড় যাইত না। যেদিন তাহাও সম্ভব না হইত সেদিন সুবিধা পাইলেই আশ্রমবাসীদের কাপড় ইত্যাদি ছিঁড়িয়া বা অন্য কোনরূপ অনিষ্ট করিয়া ইহারা তীব্র অসন্তোষ জানাইয়া যাইত। কন্যাপীঠের উপরই ইহাদের কৃপাদৃষ্টি বেশী ছিল, কারণ ঐখানে মুখভঙ্গী ও দন্তপাটী প্রদর্শন করিয়া যত সহজে কার্য্য হাসিল করা যাইত অন্যত্র তাহা সম্ভব ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশুদ্ধ গব্যঘৃত দ্বারা এই যজ্ঞ সমাপন হয় এইরূপ মায়ের ইঙ্গিত পাইয়াছিলাম এবং আমিও সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে যথাসাধ্য গব্যঘৃত সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। এত বড় যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র পাঁচ সের ঘৃত সম্বল করিয়া। এ যেন ঝিনুক দিয়া সমুদ্র সেচার মত। যজ্ঞের প্রারম্ভে কানাইয়া-লালজী যে তাঁহার পলাশ বন হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ দিয়াছিলেন এ কথা একবার উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পলাশবন ছিল বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী কোন জায়গায়। ঐখান হইতে কাঠ সংগ্রহ করিবার সময় খবর পাওয়া গেল যে ঐ দিকে ভাল গাওয়া ঘি পাওয়া যায়। সাধন ব্রহ্মচারীকে ঐখানে পাঠান হইল। সে প্রথমবারে কিছু ঘি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল! পরে ঘি বিক্রেতারা আমাদের প্রয়োজনের সুযোগ লইয়া ঘির দাম এত বাড়াইয়া দিল যে ঐখান হইতে ঘি সংগ্রহ করা আর আমাদের পক্ষে সম্ভব হইল না।

এর পর ধীরে ধীরে সাঁতরাগাছির জমিদার শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য এবং বহরমপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে কতকটা ঘৃত পাওয়া গিয়াছিল। এই ভাবে নানা স্থান হইতে কিছু কিছু ঘৃত সংগৃহীত হওয়ায় যজ্ঞের কাজ মিটিয়া যাইতেছিল। ইহা হইল যজ্ঞারম্ভের প্রথম দিকের কথা। এই সময় দৈনিক ঘৃতের প্রয়োজন খুব বেশী ছিল না। তবুও ইহার জন্য একটা বিশেষ চিন্তা সর্ব্বদাই আমার থাকিত। খাঁটি ঘি কোথায় পাওয়া যায় তাহার খবর পাওয়াও মুস্কিল ছিল। যেখানে উহা পাওয়া যায় বলিয়া খবর পাইতাম সেইখান হইতেই কিছু কিছু করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিতাম। এই ভাবে কোন না কোন প্রকারে যজ্ঞেশ্বর তাঁহার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন।

পশ্চিম অঞ্চলে গব্য ঘৃত অত্যন্ত দুর্লভ। তাই ঢাকা হইতে ঘি আনাইব ঠিক করিলাম। এবং একবার কিছু ঘি আনাইয়াছিলামও। কিন্তু তাহার পরই বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ ঢাকাতে, হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাঁধিয়া গেল। ফলে ঐ অঞ্চল হইতে ঘি আনয়ন করা আর সম্ভব হইল না। এদিকে খবর পাইলাম যে সংগৃহীত ঘিও ফুরাইয়া গিয়াছে। কোথায় ভাল ঘি পাওয়া যায় এই চিন্তায়ই অস্থির হইয়া উঠিলাম। স্থির করিলাম যে কলিকাতা গিয়া একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্। কলিকাতা পৌছিয়া যশোহর, পাবনা প্রভৃতি স্থান হইতে ঘি সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলাম। এ সময়ে অর্থেরও খুব অনাটন চলিতেছিল। সেইজন্য ঐ চেষ্টাও বিশেষ কার্য্যকরী হইল না।

একদিন কলিকাতা আশ্রমে মায়ের ঘরে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে ৮।১০ দিন হয় কলিকাতা আসিয়াছি, ইহার মধ্যে না অর্থ, না ঘৃত, কিছুরই ত ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। একটা কিছু করা ত দরকার। এই মনে করিয়া সন্ধ্যাবেলা ঘৃতের সন্ধানে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম, যেন রাস্তায় কেহ আমাদের জন্য ঘি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই সময়কার কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। কি উন্মাদনাই না গিয়াছে! আর মা কি অঘটনই না ঘটাইয়াছেন!

যাহা হউক, কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া রাত্রিতে যখন আশ্রমে ফিরিলাম তখন শুনিতে পাইলাম, শশধর দাদা, মনোরঞ্জন দাদা এবং মায়ের অন্যান্য ভক্তগণ ঘি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। অবশ্য ঐ আলোচনার লক্ষ্য ছিল তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগ লইয়া। ঐ আলোচনা প্রসঙ্গে শশধর দাদার নিকট শুনিতে পাইলাম যে তাঁহার এক আত্মীয় পাবনায় ঘৃতের ব্যবসা করিতেছেন এবং তাঁহার নিকট ভাল ঘি পাওয়া যায়। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র তখনই ঐখানে লোক পাঠাইয়া দিলাম, কারণ ৩।৪ দিনের মধ্যেই আমাকে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া কাশী ফিরিতে হইবে। যাহা হউক, যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় পাবনা হইতে কয়েক টিন, টাকি হইতে কিছু, রামরঞ্জন বাবুর নিকট হইতে কিছু—এই ভাবে আট টিন ঘি সংগৃহীত হইল। ভাবিলাম কিছুদিনের মত নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ইহার পরও শশধর দাদার ঐ আত্মীয়ের দোকান হইতে মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন মত অতিরিক্ত মূল্যে (প্রতি সের ৯৲ হিসাবে) ঘি ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, কারণ প্রয়োজন ত আর বাজার দরের অপেক্ষা রাখে না। এইভাবে কাজ চলিয়া যাইতেছিল। সকল দিকেই টানাটানি, কি করিয়া যে কি করিব তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না।

দেখিতে দেখিতে দুর্গাপূজা আসিয়া পড়িল। এবার কলিকাতার ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে পূজার সময় কলিকাতা লইয়া গেলেন। পূর্ব্বে একবার জয়কিষণ ঝাঝারিয়া মাকে বেলডাঙ্গা লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিয়াছিল। মাকে কলিকাতা পাইয়া এবারও খুব আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। মা বলিলেন, "যোগাযোগ হইলে যাওয়া যাইবে।" দুর্গা পূজার পর বেলডাঙ্গা যাওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখানে আমরা যাই সেইখানেই কাশীর যজ্ঞের কথা উঠে। বেলডাঙ্গায়ও যজ্ঞের কথা উঠিল। জয়কিষণ যজ্ঞের আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিয়া আমাকে বলিল, "আমি যা' পারি করিব, তুমি হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া দাও।" আমি তাহাকে বলিলাম যে একবার হোতার সংখ্যা বাড়াইলে আর কমান যাইবে না। সে বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া বলিল, "তুমি বাড়াও ত, আমি যজ্ঞের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।" তাহার কথানুযায়ী হোতার সংখ্যা আরও চারিজন বাড়াইয়া মোট সাতজন করিবার কথা হইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ইহাতে মাসিক খরচ খুব বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু জয়কিষণ এমন ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিল যাহাতে আমি হোতার সংখ্যা বাড়াইতে উৎসাহিত হইলাম।

জয়কিষণ যজ্ঞের ঘি এবং অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য প্রথমে একযোগে ৫০০০৲ টাকা দিল এবং যজ্ঞের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে এইরূপ প্রার্থনা মাকে জানাইল। ক্রমে দুই দফায় আরও ৪০০০৲ টাকা দিয়াছিল। মোট ৯০০০৲ টাকা দেওয়ার পর সে আমাদিগকে জানাইয়া দিল যে সে আর অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে না। ঘটনাচক্রে তাহার আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে তাহার আর যজ্ঞের জন্য অর্থব্যয় করিবার সামর্থ্য ছিল না। জয়কিষণের ঐ কথা শুনিয়া আমি আবার অগাধ জলে পড়িলাম। তিন জন হোতার খরচই কায়-ক্লেশে চলিতেছিল, এখন উহা বাড়িয়া সাতজন হইয়াছে। হোতার সংখ্যা আর হ্রাস করা যাইবে না। এখন উপায় কি? কিন্তু ভাবিবার সময়ই বা কোথায়? যে প্রকারেই হউক যজ্ঞেশ্বর ইহার ব্যবস্থা করিবেন, এই বলিয়া মনকে তখন প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

এই সময় যজ্ঞের ব্যাপার লইয়া আমাকে বিশেষ চিন্তান্বিত দেখিয়া মা বলিয়াছিলেন, "তুই চিন্তা করিস্ কেন? যজ্ঞেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তোর কর্ত্তব্য যথাসাধ্য করিয়া যা। কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হইলেই হইল। চিন্তা কি? আর যদি এমন অবস্থাই হয় তোর হাতে আর কিছুই নাই, তখন এক কাজ করিস্, এই শরীরের সেবার জন্য এ আশ্রমে আলমারী ইত্যাদি যে সকল জিনিষ পত্র যে যাহা দিয়াছে তাহা বিক্রয় করিয়া যজ্ঞে লাগাইয়া দিস্। আর তোর নিজের বলিতে যা কিছু আছে বলিয়া মনে করিস তাহা সমস্তই ঐ কাজে লাগাইয়া দিয়া এক বস্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই বলিয়া নিবেদন করিস—"যজ্ঞেশ্বর যা' করালে, যথাসাধ্য এ শরীর দ্বারা তোমার কাজ যতটুকু করালে। তোমার কাজ এখন তুমিই করিয়া লও। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। ইহা কি পারবি না?" হাসিতে হাসিতে মা এই কথাগুলি বলিয়া আমাকে সেদিন প্রবোধ দিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন, "যজ্ঞেশ্বর যদি তোর সদিচ্ছা তোর মনের মত করিয়া পূর্ণ করেন তবে তোর ভাবনা কি? কোন সময়ই তাঁকে বাদ দিয়া অন্য চিন্তা করিবি না। ভাবতে হলে তাঁকেই ভাববি, যাঁকে ভাবলে সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। তিনি পূর্ণ সেবকের বাসনা অপূর্ণ রাখেন না, কেন না তিনি স্বয়ং পূর্ণ কি না।" মায়ের এই সকল কথা শুনিয়া অনেক সময় মনে হইত যে মা পূর্ণাঙ্গ ভাবেই এই যজ্ঞ আমাদের দ্বারা করাইয়া নিবেন। বর্ত্তমানে আমাদিগকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন উহা কেবল আমাদের কর্ম্মক্ষয়ের জন্য। যখন আমরা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করিতে পারিব, যখন তিনিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ইহা অন্তরে অন্তরে বুঝিব, তখনই সকল সমস্যা মিটিয়া যাইবে।

আরও একবার কথা উঠিয়াছিল যে কোন কোন মোহান্তের কাছে ত যথেষ্ট পরিমাণে ধন আছে, তাহাদিগকে এই যজ্ঞের বিষয় জানান হইবে কি না। কারণ এ যজ্ঞ ত কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়। ইহা সকলেরই যজ্ঞ। ইহার লক্ষ্য হইল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ইষ্টপ্রীতি। আমার ঐ কথা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন, "একটা বিশেষ সদনুষ্ঠান করিতেছিস বলিয়া তোর উপস্থিত যে জিনিষের অভাব, যাহার নিকট উহা বেশী আছে বলিয়া মনে করিস তাহার কাছে বলিয়া কহিয়া নিতে ইচ্ছা করিস নাকি?" আমি উত্তর করিয়াছিলাম, "আমার মনে ঐ ভাব সাময়িক ভাবে আসিলেই বা কি হইবে? তুমি ত সর্ব্বদাই বল যে ঘর ত মাত্র একটাই,—এক ঘরেরই ত কাজ। কিন্তু সকলেই কি এই মহান্ ভাবটা নিতে পারে? তোমার রাজ্যে কাহাকেও অপ্রসন্ন করিয়া বা কাহারও উপর জোর-জবরদস্তি করিয়া কিছু আদায় করা নিষেধ। কেহ যে লজ্জায় বা বাধ্যবাধকতার জন্য কিছু দিবে তাহাও মনে হয় যে তোমার ইচ্ছা নয়। আমিও তাহা চাই না। তবে আমার মনে হয় যে এই যজ্ঞ যখন সকলেরই তখন একবার ইহার বর্ত্তমান অবস্থা সকলকে জানাইয়া দেই। পরে হয়ত কেহ এরূপ বলিতেও পারে যে তাহারা যদি ঐ অবস্থার কথা জানিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে ব্যবস্থা করিতে পারিত।" মার সঙ্গে মাঝে মাঝে এই জাতীয় কথা হইত। আমি যাহাই বলিতাম তাহার উত্তরে মা বলিতেন, "যা' হয়ে যায়, তাহাই ঠিক।" অনেক চেষ্টা করিয়াও মাকে আমার চিন্তার কোন অংশ দিতে পারি নাই। তাঁহার সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত এবং সদানন্দ ভাব। এই সকল কথাবার্ত্তার ফলে বরং আমিই যেন ধীরে ধীরে নির্ভাবনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম।

আমেদাবাদের ভক্তগণ মাকে আমেদাবাদ নিবার জন্য অনেকদিন হইতেই প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ঐদিকে আর যাওয়া হইয়া উঠিতেছিল না। জয়কিষণও মাকে বোম্বাইতে নিবার জন্য অনেকদিন যাবৎ আগ্রহ করিতেছিল। এবারও বিশেষ করিয়া মাকে ধরিল। তাহার আগ্রহে মা এইবার বোম্বাই যাইতে সম্মত হইলেন। বোম্বাইতে কিছুদিন থাকিয়া নাসিক প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসিলেন। বোম্বাই আসিতেই মুকুন্দভাই এবং কান্তিভাই মুন্‌সা মাকে আমেদাবাদ লইয়া যাইবার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন স্থির হইল যে মা কিছুদিন পরে আমেদাবাদ যাইবেন।

বোম্বাইতে মা মুলজীভাইয়ের বাসায় ছিলেন। নন্দুভাই আসিয়া ঐখান হইতে মাকে তাহার বাসায় লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কথায় কথায় নন্দুভাই নিজ হইতেই বলিল যে তার ঘি'য়ের কারবার আছে। ঐ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম যজ্ঞেশ্বরই বুঝি কৃপা করিয়া আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছেন। কারণ কোথায় খাঁটি ঘি পাওয়া যায় এই চিন্তায়ই আমি অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমরা একটা শিক্ষা সর্ব্বদাই মায়ের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি। মা সর্ব্বদাই আমাদিগকে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে বলেন। এই যজ্ঞের ব্যাপারেও মা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "যদি যজ্ঞ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তবে মনে করিতে হইবে যে ইহা যজ্ঞেশ্বরের ইঙ্গিতেই উপস্থিত হইয়াছে, এবং যে যতটুকু যজ্ঞের কথা জানিতে চায় তাহাকে মাত্র ততটুকুই বলা। কেহ কিছু দান করুক এই বাসনা লইয়া কাজ করিতে নাই। 'অমুকের নিকট এই এই ভাবে কথা বলিলে কিছু আদায়ের সুবিধা হইবে' এরূপ ভাবও কখনও রাখিতে নাই এবং ঐ জাতীয় কথাও বলিতে নাই। বুদ্ধি থাকিবে নিরন্তর ভগবৎ চিন্তার অনুকূল, অন্য কোন বিষয়ে নহে। তিনি কোথায় কি ব্যবস্থা করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাখিয়াছেন, তিনি কখন কি ভাবে নিজকে প্রকাশ করিবেন, তাহা কে জানে? তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিয়া যাওয়া।”

পূর্ব্বে একবার মাকে একজন বলিয়াছিল, “মা, তুমি একটু ঐদিকে বাহির হইলে, আমাদের এদিকে সুবিধা হয়।” মা শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলেন, “আচ্ছা, এই জন্য যাইতে বলিতেছ? এ শরীরের ত এ রকমটা হয় না।” তারপর বাস্তবিকই এমন ঘটনা ঘটিল যে সেবার আর ঐদিকে যাওয়াই হইল না। ঐ সব উপদেশের জন্য আমরা গায়ে পড়িয়া কাহারও নিকট এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলিতাম না। যিনি যতটুকু জানিতে চাহিতেন তাঁহাকে ততটুকুই বলা হইত।

যাহা হউক, যজ্ঞের তহবিলের সামান্য কিছু টাকা তখনও আমার কাছে ছিল। ভাবিলাম ঐ টাকা দিয়া কিছু ঘি এখান হইতে কিনিয়া লইয়া যাইব। নন্দুভাইয়ের নিকট ঐ প্রস্তাব করিলে সে নিজ হইতেই দুই টিন ঘি আমাকে দিয়া দিল এবং উহার মূল্য আর গ্রহণ করিল না। নন্দুভাই আরও বলিয়াছিল যে যদি সুবিধা হয় তবে সে মাঝে মাঝে ঘি পাঠাইয়া দিবে। মুলজীভাইও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিল। সেও ঐ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিয়াছিল। পরে মুলজীভাই এবং নন্দুভাই উভয়েই আমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি পাঠাইয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং উহার ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে তাহারা নিজেরাই বহন করিয়াছিল। অন্যান্য স্থান হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা দ্বারা যজ্ঞের অন্যান্য খরচ নির্ব্বাহ হইত।

কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত চারু ঘোষ মহাশয় মাসিক ৩০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছিলেন। তিনি কিছুদিন ঐ ভাবে চালাইয়া পরে অর্থাভাবে সাহায্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। দশ টাকা, পাঁচ টাকা, দুই টাকা, এক টাকা করিয়াও কেহ কেহ সাহায্য করিতেছিলেন। মাসিক সাহায্য ভিন্ন অনিয়মিত ভাবেও দুই চারি টাকা হইতে পঞ্চাশ, শ’ টাকাও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। কেহ কেহ বা যজ্ঞের সামগ্রীও কিছু কিছু কিনিয়া দিয়া যাইতেন। এই ভাবে যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় দৈনিক খরচটা চলিয়া যাইতেছিল।

জয়কিষণ মাকে কিছুদিন সমুদ্রের তীরে রাখিয়াছিল। ইহার পর কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই আসিয়া মাকে আমেদাবাদ লইয়া গেল। আমেদাবাদে একদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা আমাদিগকে একস্থানে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিলাম উহা একটা প্রকাণ্ড ডেইরী (dairy)। ওখানে গব্য ঘৃত তৈয়ার হয়। কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই উভয়েই যজ্ঞের কথা কিছু কিছু জানিত এবং গব্যঘৃতের জন্য আমি যে চারিদিকে খোঁজ করিতেছিলাম ইহাও কিছু কিছু শুনিয়াছিল। ডেইরিটি দেখিলাম প্রায় যোজন ব্যাপী। এখানে একটিও মহিষ দেখিতে পাইলাম না। হৃষ্ট, পুষ্ট, অতি সুন্দর সব গরু। ঐগুলি প্রচুর পরিমাণে দুধ দিত এবং তাহা হইতে খাঁটি গব্যঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে তৈয়ার হইত। গো সেবার বন্দোবস্তও খুব সুন্দর। ঐখানকার সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন লক্ষ্মী অচলা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমার বুক হইতে একটি বোঝা যেন নামিয়া গেল। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। যাক্, খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়ার ত একটা সন্ধান মিলিয়া গেল। যজ্ঞের জন্য এখনও প্রচুর ঘৃতের প্রয়োজন। কোটি আহুতির অর্দ্ধাংশও হয় নাই। যদিও বর্ত্তমানে আমাদের ঘি কিনিবার আর্থিক সম্বল নাই তবুও এখানে খাঁটি ঘি পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন মত আমরা এখান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে ঘি কিনিতে পারিব, এই সব চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। আমি মনে মনে শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণতি জানাইতে লাগিলাম।

আমেদাবাদে কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাইয়ের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে যজ্ঞের কথাও উঠিয়াছিল। তাহারা আগ্রহান্বিত হইয়া যজ্ঞ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া লইল। কোটি আহুতি বেশ ভালভাবে পূর্ণ করিতে হইলে কত খরচ লাগিতে পারে সমস্ত খবরই খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইল। কথায় কথায় আমি তাহাদিগকে বলিয়াছিলাম, "তিনজন লইয়া যে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল তাহাই ভাল ছিল, না হয় নয় বৎসরে যজ্ঞ শেষ হইত। এখন হোতার সংখ্যা সাতজন করিয়া কি ঝঞ্ঝাটেই পড়িয়াছি! এতদিন যজ্ঞেশ্বর আমার মুখ দিয়া যাঁহাদের যাঁহাদের নিকট এই যজ্ঞের কথা প্রকাশ করাইয়াছেন তাঁহারাই এযাবৎ-কাল যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন। এখন যখন যজ্ঞেশ্বর খরচটা এইভাবে বাড়াইয়া দিলেন এখন মনে হইতেছে যে আমার নিজের দিক হইতেও বিশেষ একটু চেষ্টা করা দরকার, তাহা না হইলে হয়ত বা আমার ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। যজ্ঞের জন্য যে সংস্থান আছে তাহাতে এক মাস কি দেড় মাস যাইবে। কাজেই এখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

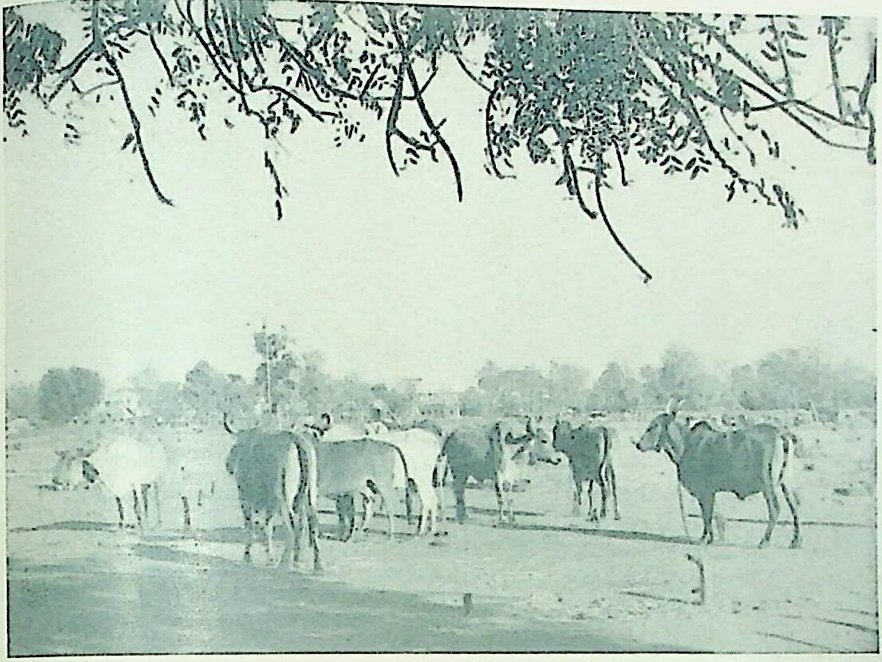

যজ্ঞের গব্য ঘৃতের জন্য আহমেদাবাদে স্থাপিত গোশালার এক অংশ।

শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দক্ষিণে শ্রীমুকুন্দমাধব ঠাকুর ও বামে শ্রীকান্তিভাই মুন্শী।

আহমেদাবাদের গোশালার গোসেবক শ্রীপেটেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে চেষ্টা না করিলে খুব অসুবিধায় পড়িতে হইবে। এতদিন ত আর এ সব বিষয় কাহারও সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা হয় নাই। তোমাদের সহিতই এই প্রথম সুযোগ পাইলাম। আমার মনে যাহা উঠিয়াছে তাহা কিছুই গোপন না করিয়া তোমাদিগকে বলিয়াছি। তাহা ছাড়া আরও একটা কথা মনে হইতেছে, এই যজ্ঞ ব্যাপারে আমাকে সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত কি না। যদি তোমাদিগকে কিছু না বলিয়া আমি ঐ কার্য্যে লিপ্ত হই তবে তোমরা হয়ত আমাকে এই বলিয়া অনুযোগ দিবে যে তোমাদিগকে কিছু না বলিয়া ও তোমাদের পরামর্শ না লইয়াই আমি এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে নিজের ঘাড়ে নিয়াছি। যাহা মায়ের কাজ তাহা জানিবার অধিকার মায়ের সকল সন্তানেরই আছে এবং ঐ সম্বন্ধে তাহাদের কর্ত্তব্যও আছে। আমার এই সকল কথা মনে হইয়াছিল বলিয়াই তোমাদিগকে ইহা বলিলাম।" তাহারা আমার কথা শুনিয়া বলিল, "দিদি, তুমি এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিও না এবং ইহা লইয়া তুমি কোথাও বাহিরও হইও না। দেখি আমরা কি করিতে পারি। মায়ের কাজ মা-ই করাইবেন। যখন যাহা প্রয়োজন তাহা আমাদিগকে জানাইও।" ঐ ডেইরী হইতে তাহারা মাঝে মাঝে ঘি পাঠাইয়া দিবে বলিল। এই সব কথাবার্ত্তা হওয়ার পর আমি সমস্ত কথা মাকে বলিলাম। কান্তিভাইরাও বোধ হয় ঐ সম্বন্ধে মাকে কিছু বলিয়াছিল। যাক্, আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

কিছুদিন পর মা আমেদাবাদ হইতে ভীমপুরা (নর্ম্মদা) গেলেন এবং সেখান হইতে আবার কাশী ফিরিয়া আসিলেন। কান্তিভাইরা আমাদের সঙ্গে কিছু ঘি দিয়া দিল। উহাতে কয়েক দিন বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে চলিল। আমিও ভাবিলাম "হা যজ্ঞেশ্বর, এত বাধাবিঘ্ন, দুশ্চিন্তার ভিতর দিয়া তুমি আমাকে নিয়া এতদিনে নিশ্চিন্ত করিলে! আমি ত এমনটি আশা করি নাই। যে তোমার কাজে কেবল তোমার উপর নির্ভর করিয়া থাকে তাহাকে বোধ হয় তুমি এই ভাবেই নিশ্চিন্ত কর। ধন্য তোমার করুণা!" প্রাণের পরিপূর্ণ আবেগ ও কৃতজ্ঞতা হইতে আমার পূর্ব্বোক্ত-রূপ চিন্তা আসিয়াছিল। আমার এই নিশ্চিন্ততায় যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অদৃশ্য বদনে হাসিয়াছিলেন।

গুজরাটে দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টি হওয়ার ফলে সেই ডেইরিটি আর রক্ষা পাইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহা উঠিয়া গেল। এই খবর যখন পাইলাম তখন আবার চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলাম। ভাবিলাম, "যজ্ঞেশ্বর এ কি করিলে ? আমি ঐ রকম বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত আর কোথায় পাইব ?" কিন্তু কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই আমাকে বেশীদিন ঐ দুশ্চিন্তায় বিব্রত হইতে দিল না। তাহারা নিজেরাই একটা ছোট ডেইরী খুলিয়া দিল। দেশে গরুর ঘাস দুর্লভ দেখিয়া তাহারা দূর দূর দেশ হইতে ঘাস এবং খড় যোগাড় করিয়াছিল। ধন্য তাহাদের সেবার ভাব! যজ্ঞেশ্বরের প্রতি তাহাদের ঐকান্তিক অনুরাগ এবং অনন্য সাধারণ সেবার ভাব দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। এই জন্যই বোধ হয় গীতাতে বলা হইয়াছে, "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।" মুকুন্দভাই সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সকল কার্য্যেই যেন তাহার আত্মবিলোপনের ভাবটা ফুটিয়া উঠিত। সে যখনই মায়ের জন্য টাকা পাঠাইত তখনই সে লিখিত, "আনন্দময়ী টাকা পাঠাইতেছেন আনন্দময়ীর কাছে।"

ইহার পর হইতেই ঐ ডেইরীর যে ঘি প্রস্তুত হইত তাহা তাহারা নানা উপায়ে কাশী পাঠাইয়া দিতে লাগিল। ঐ ঘি পাঠানও এক মস্ত বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহার জন্য সরকারী অনুমতি পত্র ইত্যাদি কত কিছুরই না দরকার হইত! অনেক সময় উড়ো জাহাজেও ঘি পাঠাইতে হইয়াছে। যখন ঐ ঘি আসিতে একটু দেরী হইত তখন আমরা এদিক ওদিক হইতে কিছু কিছু ঘি সংগ্রহ করিয়া লইতাম। যাহা হউক, কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাইয়ের চেষ্টার ফলে কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ঘৃতের সমস্যা মিটিয়া গিয়াছিল। শেষে আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে পূর্ণাহুতির সময় সমাগত সাধু মহাত্মাদিগের জন্য আমরা প্রায় দেড়মাস কাল শুধু গব্য ঘৃত দ্বারাই সচ্ছলতার সহিত সেবার ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলাম।

কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই যে কেবল ঘৃতের ব্যাপারেই আমাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছিল তাহা নহে, তাহারা যজ্ঞের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াও আমাকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তার হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাহাদের সাহায্যে এই সময় হইতে যজ্ঞ বেশ সচ্ছল ভাবে এবং আনন্দের সহিত চলিতেছিল। এই সময় কেবলই আমার মনে হইত যে জয়কিষণ হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া এবং পরে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের কি উপকারই না করিয়াছিল! তখন অবশ্য নিজকে খুব বিপন্ন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু সে যদি ঐ ভাবে হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া না দিত তবে এই যজ্ঞ কখনও তিন বৎসরের মধ্যে শেষ হইত না। যজ্ঞেশ্বর তিন বৎসরের মধ্যে যজ্ঞ শেষ করিবেন বলিয়াই আমাদিগকে ঐ অবস্থায় ফেলিয়াছিলেন। আমাদের দুশ্চিন্তা এবং দুর্ভাবনার মধ্য দিয়াই যে তিনি তাঁহার কৃপা প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ইহা আমরা আমাদের জীববুদ্ধি ও অন্ধ দৃষ্টি দ্বারা তখন ধরিতে পারি নাই। কিন্তু এতদিন পরে উহা অনুভব করিয়া বার বার তাঁহার শ্রীচরণে আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় নত হইয়া পড়িতেছে।

একবার কান্তিভাই আর একবার মুকুন্দভাই কাশী আসিয়া যজ্ঞ দেখিয়া গেল। তাহারা হোতার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিতে বলিল। ইহা হইল যজ্ঞের শেষ বৎসরের কথা। যাহাতে ঐ বৎসর পৌষ সংক্রান্তি দিন যজ্ঞ শেষ হয় সেইজন্য তাহারা আগ্রহ প্রকাশ করিল। আগামী পৌষ সংক্রান্তির মধ্যে যজ্ঞপূর্ণ করিতে হইলে দৈনিক কত সংখ্যক আহুতির দরকার তাহার একটা হিসাব করা হইল। হোতার সংখ্যা বাড়াইয়া ১০।১২ জন করা হইল। পরে ঐ হিসাব মত আহুতির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং বিধিমত তর্পণ মার্জ্জনাদি কাজও এই সময় হইতে আরম্ভ হইল।

আচার্য্য বাটুক দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এই যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ ভোজনও দরকার। বাটুক দাদা বলিয়াছিলেন যে পূর্ণ কল্পে এক কোটি আহুতির জন্য দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করান বিধি, তাহা না হইলে অনুকল্পে এক সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও চলে। কান্তিভাইকে এই ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, "মা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে।"

১৩৫৫ সনের দোল পূর্ণিমার সময় হরিবাবার অনুরোধে শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। এই সময় প্রতি বৎসর হরিবাবা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসব করিয়া থাকেন এবং ঐ উপলক্ষ্যে তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ মাকে তাঁহার নিকট লইয়া যান। এবার তিনি ঐ উৎসব বৃন্দাবনে করিতেছিলেন বলিয়া মাকেও বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময় কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই অল্প সময়ের জন্য মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে আবার ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা উঠিল। কান্তিভাই এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুকুন্দভাই উভয়েই বলিল যে মা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আমি মাকে বলিলাম, "দশ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ ত কম নয়, ইহারা যজ্ঞের জন্য এতটা করিতেছে, তবে কি অনুকল্পে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করানই স্থির করিব?" তখন একরূপ স্থির হইল যে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনই সঙ্কল্পে রহিল, তারপর যা' হয়ে যায়। এই সব কথা শুনিয়া কান্তিভাই ও মুকুন্দভাই চলিয়া গেল।

১৩৫৬ সনে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের আয়োজন দেরাছুনের ভক্তেরা কিষণপুর আশ্রমে করিয়াছিলেন। ঐ সময় সেবাজীও (শ্রীযুক্তা সারদা শর্ম্মা) ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণ করেন। ঐ উপলক্ষে খান্নার ত্রিবেণী পুরী মহারাজ, হরিবাবা, অবধূতজী, অখণ্ডানন্দজী, চক্রপাণিজী, শরণানন্দজী, স্বামী রামদেবানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মগণ, সোলনের রাজা সাহেব, ডাঃ পান্নালাল প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কিষণপুর আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে আমি পূর্ণাহুতির সময় কাশীর আশ্রমে উপস্থিত থাকিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলে ইঁহারা সকলেই সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কান্তিভাই মুনসাও দেরাছুনে আসিয়াছিল। এই সময় তাহার শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। হাতে একটা তীব্র বেদনা সর্ব্বদাই থাকিত। চিকিৎসাদি এবং ঔষধ পত্রে বিশেষ কোন উপকার দেখা যাইতেছিল না। তাহা ছাড়া তখন তাহার সংসারিক একটু অসুবিধাও চলিতেছিল। তথাপি কান্তিভাই উপস্থিত ছিল বলিয়া এবারও ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় পুনরায় আলোচনা হইল। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত কত সংখ্যক ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে তাহা নিশ্চিত হইল না। আমার কেবলই মনে হইতেছিল যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন হইলেই ভাল হইত; কিন্তু উহাতে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা দরকার। এত টাকা যোগাড় করাও সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। যাহা হউক, কান্তিভাই যখন মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল তখন আমি মাকে বলিলাম, "মুকুন্দভাই এবং কান্তিভাই বার বার বলিতেছিল যে ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে মা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আমার কিন্তু মা, সর্ব্বদাই মনে হইতেছে যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেই যজ্ঞটি পূর্ণাঙ্গ হইত। আজ কান্তিভাইয়ের শরীরটা যদি ভাল থাকিত তবে আমিই তাহাকে ঐ কথা বলিতাম।" এই কথা বলিতে বলিতে আমি আর চোখের জল রাখিতে পারিলাম না। মা আমার কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া কিছু বলিলেন না। পূর্ব্বেও যখন একদিন এই জাতীয় কথা হইয়াছিল তখন মা বলিয়াছিলেন, "উহারা ত (অর্থাৎ কান্তিভাই এবং মুকুন্দভাই) তোর এতটা সাহায্য করিয়া দিল। যজ্ঞেশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। দেখ যজ্ঞেশ্বর কি করেন। তুইত কেবল বেশী খরচের জন্যই বলিতেছিস।" কিন্তু ঐ দিন আমার চোখে জল দেখিয়া মা আর কিছু বলিলেন না।

ইতঃপূর্ব্বে মা যখন কাশী হইতে বাহির হন তখন বলিয়া গিয়াছিলেন যে বৈশাখের প্রথম দিক হইতে যেন দৈনিক একজন ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হয়। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে এইজন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, চিরকুমার এবং স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের পুত্র। আমরা খবর পাইয়াছিলাম যে শাস্ত্রী মহাশয় বৈশাখ মাসের প্রথম হইতেই প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আশ্রমে আসিয়া ভোজন করিয়া যাইতেছিলেন। মায়ের নির্দ্দেশ মত ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহার পাদপ্রক্ষালনাদি করিয়া দেওয়া এবং ভোজনান্তে ভোজনদক্ষিণাদি দান প্রভৃতি যাহা শাস্ত্রীয় বিধান বলিয়া গণ্য হয় তাহা সমস্তই হইতেছিল। প্রত্যহ একটি ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া মা যে ভিত্তি রচনা করিয়াছিলেন তখন কে জানিত যে ইহার উপরেই একাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন পূর্ণ হইবে? যে যজ্ঞ কোটি আহুতি দ্বারা পূর্ণ হইবে উহা যেমন তিনজন হোতা এবং পাঁচ সের গব্যঘৃত দ্বারা মা আরম্ভ করাইয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ যেখানে একাদশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইয়াছিল উহার সূচনা হইয়াছিল প্রত্যহ একটি মাত্র ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা। শ্রীশ্রীমায়ের লীলা আমাদের কল্পনারও অতীত। তবে মা একটি কথা প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন, "সত্যস্বরূপ ভগবান্ সত্য সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়া থাকেন। সঙ্কল্প শুদ্ধ হইলে কর্ম্মও পূর্ণ হয়। ভগবান্ সত্যস্বরূপ কি না, তাই সত্যই সত্যকে প্রকাশ করে।"

পূর্ণাহুতির সময় বহুলোকের সমাগম হইবার কথা। তাই মাঝে মাঝে মনে হইত যে আমাদের জনবল কৈ? অর্থবল কৈ? কোন কাজ সুষ্ঠু্ভাবে সম্পন্ন করিবার কর্ম্মকৌশলই বা কৈ? এই সকল অভাবের কথা মাকে ইঙ্গিতে জানাইলে মা বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদাইত এ শরীর বলে 'যা' হয়ে যায়।' তোরা ভাবিস্ কেন? বাড়ীর boundary (সীমানা) দিক দিয়া যদি বলিস্ তবে বিশ্বব্যাপক একখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্র বাড়ীই আছে। ঐ বাড়ীতে, ঐ রাজ্যে নাই কি? তাঁরই ত তোরা সব মনে কর আমরা সকলে ইষ্টগোষ্ঠী। আমাদের অনিষ্ট করবে কে? অনিষ্ট করবার কেউ কি আছে? ইষ্ট কাহাকে বলে জানিস? যেখানে অনিষ্ট হয় না, যেখানে অনিষ্ট হইবার জায়গা নাই। একমাত্র ইষ্টই আছেন, এবং তিনি বিশ্বব্যাপক। তাই ঘরে ঘরে তোদের সচ্চিদানন্দস্বরূপ সেই সুবুদ্ধিদাতা, তাই ঘরে ঘরে মহাধনে ধনী তোদের ধনবানেরা। যে আকারে যখন যেমন প্রকাশ প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রয়োজন যে বলছিস, জানবি যখন যাহা পাচ্ছিস উহাই মাত্র প্রয়োজন। আর জনবলের কথা যে বলছিস, জনবলের অভাব কোথায়? তোদের মনের মধ্যে অভাব বলিয়াই ত সব কিছুর অভাব। একমাত্র তিনিই যে ইষ্ট, ইহা মান, তখন দেখতে পাবি যে সবই সমান। হাঁ, তোদের মানামানি হইতেই ত অপমান আর সম্মান। তোর যে মন আছে তাহা দিয়া একমাত্র স-কে (অর্থাৎ তাঁহাকে) মান, তাহা হইলেই যাবে তোর অপমান এবং প্রকাশ হবেন একমাত্র সত্য স্বরূপ ভগবান, যিনি নিত্য স্বয়ং প্রকাশিত আছেন।"

এই জাতীয় কথাত প্রায়ই মায়ের কাছে শুনিতে পাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি মনটাকে ঐ ভাবে রাখিতে পারি? তাই স্বভাবতঃ আসে আমাদের দুর্ব্বলতা। শ্রীশ্রীমা যেমন যেমন উপদেশ দিয়াছিলেন কাজও ত সেইভাবে হইতে দেখিলাম। এই যে বিরাট যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইয়া গেল ইহার জন্য পূর্ব্বাহ্নে আমরা কি যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম? এ জাতীয় কাজ করিতে লোকে কত পরিকল্পনা, কত অর্থ, কত জনবল আহরণ করে; আর আমাদের কোন বলই ত ছিল না। শুধু ছিলেন আমাদের মা। তিনিই ছিলেন আমাদের বল, বল, মহাবল।

মাঝে মাঝে আমাকে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা বলিতে শুনিয়া মা একদিন বলিয়াছিলেন, "বেশ, তোর যখন এত আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, তবে একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। যজ্ঞেশ্বর যে ভাবে যাহা করাইবেন তাহাই ত হইবে। তিনিই একমাত্র কর্ত্তা। যজ্ঞারম্ভের সময় তুই বা কি করিয়াছিলি। উহা ত সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার মতই হইয়াছিল।" মা ঐ কয়েকটি কথা বলিয়া নীরব হইলেন; কিন্তু উহা শুনিয়াই আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। ভাবিলাম মায়ের কৃপায় এ কাজটিও সুসম্পন্ন হইবে। ঐদিন হইতেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়া দিলাম। মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত থাকিলে বহুলোকেরই সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা মায়ের বিশেষ ভক্ত তাহাদিগকে একদিন একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, "আগামী পৌষ-সংক্রান্তি দিন সাবিত্রী যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইবে। এই যজ্ঞের অঙ্গ হিসাবে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আছে,—অনুকল্পে এক হাজার এবং পূর্ণকল্পে দশ হাজার। যদি অর্থাভাবে আমরা অনুকল্প করিতে বাধ্য হই তখন হয়ত তোমরা অনুযোগ দিয়া বলিবে যে যদি তোমরা পূর্ব্বে একথা জানিতে তবে পূর্ণকল্প করিতেই চেষ্টা করিতে। এই জন্য সময় মত তোমাদিগকে এ কথা জানাইয়া রাখিলাম।" আমার ঐ কথা শুনিয়া কেহ কেহ আনন্দের সহিত বলিল, "আজকাল দুর্দ্দিন বলিয়া সাহস হয় না, তাহা না হইলে এই দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা আমরা নিজেরাই করিয়া ফেলিতাম। যাহা হউক, আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

যদিও অল্প কয়েকজন লোকের নিকট এই কথা বলা হইয়াছিল তথাপি ইহার ফল হইল সুদূর প্রসারী। যাঁহারা এই কথা শুনিতে পাইলেন তাঁহারাই দুইটি, চারিটি, দশটি করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ দিতে লাগিলেন। যেন এই মহাযজ্ঞে যোগদান করিবার জন্য তাঁহারা একটা রাস্তা পাইলেন। যাঁহারা মায়ের ভক্ত নহেন, এমন কি, যাঁহারা মাকে দেখেন নাই বা তাঁহার কথা পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তাঁহারাও সানন্দে এই ব্যাপারে যোগ দিয়াছিলেন। এমন কি, বাড়ীর দাস দাসী পর্য্যন্তও দুই একটি ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ দিয়া গেল। সকলের মধ্যেই এই অদ্ভুত আলোড়ন দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মা সর্ব্বদাই বলেন যে ঘরও যদি বলিস ঘর মাত্র একটিই। এই যজ্ঞ যে সকলেরই যজ্ঞ তাহার যেন প্রত্যক্ষ নিদর্শন পাইতে লাগিলাম। এমনটি আমিও আশা করি নাই। ভগবানের লীলা এমনই অদ্ভুত।

কিষণপুরে মায়ের জন্মোৎসব শেষ হওয়ার পর রাজা সাহেব দুর্গাসিংহের আগ্রহে আমরা সোলন গিয়াছিলাম। ঐ সময় তিনি দেবী ভাগবতের নবাহ এবং প্রদোষ ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছিলেন। হরিবাবা, অবধূতজী এবং ত্রিবেণী পুরী মহারাজও এই উপলক্ষ্যে সোলনে গিয়াছিলেন। আমরা সোলনে প্রায় একমাস কাল ছিলাম। এই সময়ে বিশেষ করিয়া রাজা সাহেবের চরিত্রে যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহাকে প্রাচীন রাজর্ষিদের জীবন্ত বিগ্রহ বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল। ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রত উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে যে সমস্ত যজ্ঞ ও দানাদি ক্রিয়া হইয়াছিল উহা ত রাজোচিত ছিলই, তাহা ছাড়া যে সকল ব্রাহ্মণ ঐ যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের পাদপ্রক্ষালনাদি রূপ যাবতীয় কাজ রাজা সাহেব নিজ হস্তে করিয়াছিলেন। এবং দীন হইতে দীনতম হইয়া তিনি সমস্ত অতিথি অভ্যাগতের সেবা এবং মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে সোলনের রাজা সাহেবের মত আদর্শ রাজা আজকাল অতীব দুর্লভ।

সোলন হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি আমরা কাশী ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার পথে আমরা লক্ষ্ণৌ হইয়া আসি। সেই সময় হরিরাম (জোশী) ভাই একশত ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য আমার হাতে ২৫০৲ টাকা দিয়াছিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া মা তখন হইতেই ব্রাহ্মণ ভোজনের কাজ আরম্ভ করিয়া দিতে বলিলেন। স্বামী পরমানন্দ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন যে আগামী দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দেরাদুনে যাইতে হইবে, কাজেই ঐখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের কাজ আরম্ভ করিলেই চলিবে। কিন্তু মা বেশ একটু জোর দিয়া বলিলেন, "না, উপস্থিত তোমাদের অর্থে ও সামর্থ্যে যতটুকু কুলায় তাহা করিয়া ফেল।" স্বামীজীও "তথাস্তু" বলিয়া কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। হরিরাম ভাইয়ের ২৫০৲ দিয়া সর্ব্বপ্রথম একশত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইল। ইহার পর মায়ের নির্দ্দেশ মত কখনও পঞ্চাশ, কখনও একশত এবং পরে দুইশত, তিনশত, কখনও ইহার কিছু বেশী বা কম সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন এক এক বারে করান হইতে লাগিল। এইভাবে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন তিন হাজার পূর্ণ হইতে চলিয়াছিল তখন হঠাৎ শুনা গেল যে সরকার কর্ত্তৃক আবার খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে। স্বামী পরমানন্দের পরামর্শ অনুসারে দশ সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনোপযোগী চাউল এবং গম টাকা ধার করিয়া কিনিয়া রাখা হইল। ইহার পর আর ব্রাহ্মণ ভোজন সম্বন্ধে আমার চিন্তা করিবার কিছু রহিল না। শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মত আষাঢ় মাস হইতে ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা হইয়াছিল বলিয়াই পরে খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই এত সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করান সম্ভব হইয়াছিল। তাহা না হইলে আমরা হয়ত অর্থ থাকা সত্ত্বেও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিতাম না। প্রতি পদে শ্রীশ্রীমায়ের অশেষ করুণার কথা চিন্তা করিলে অভিভূত হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন ব্রাহ্মণ ভোজন চলিতেছিল তখন মা বলিয়াছিলেন, "দেখ, কাশীতে নানা দেশের ব্রাহ্মণ ত আছে তাহাদের সকলেরই ভোজনের ব্যবস্থা করিলে কেমন হয় ?" মার ঐ কথায় আমরা মহারাষ্ট্রীয়, মাদ্রাজী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম। কাশ্মীরী, নেপালী, উড়িয়া এমন কি পাহাড়ী ব্রাহ্মণও বাদ পড়ে নাই। যাহাতে ব্রাহ্মণদের সহিত অব্রাহ্মণও ঢুকিয়া না পড়ে সেজন্য ভোজনের পূর্ব্বদিন আমাদের লোক গিয়া কাশী-বাসী ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে টিকিট দিয়া আসিত। পর দিন তাঁহারা আসিলে ঐ টিকিট পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা হইত। আমন্ত্রিত প্রত্যেককে আমাদের ব্রহ্মচারিগণ পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে বসিতে দিত। ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এতটা সেবা গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন। একদিন তাঁহাদের মধ্যে একজন গিয়া মাকে বলিলেন, "মা, এই সব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীরা আমাদের পা ধোয়াইয়া দিতে আসিতেছে, আমরা ইহাদের এই সেবা গ্রহণ করি কি করিয়া ?" মা উত্তর করিয়াছিলেন, "তোমরাও ব্রাহ্মণ, আজ তোমাদিগকে বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে। এই সেবা গ্রহণের যোগ্যতা এবং অধিকার তোমাদের আছে।"

ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্য্যে হোতারা যথেষ্ট সহায়তা করিত। কেহ কেহ ব্রাহ্মণদের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিত, কেহ কেহ তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দন দ্বারা বিভূষিত করিত, তাঁহাদের জন্য আসন পাতিয়া দেওয়া, পানীয় জল দেওয়া এবং খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করা, এ সমস্ত কাজই হোতাদের দ্বারা সম্পন্ন হইত। তাহারা হোম তর্পণাদি শেষ করিয়া অভুক্ত অবস্থায় এই সকল কাজ করিত। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া গেলে তাহারা নিজেরা আহার করিত। এই সকল কাজ তাহারা যেরূপ সংযম এবং উৎসাহের সহিত করিত তাহা বাস্তবিকই প্রশংসাযোগ্য। যতদিন আমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম ছিল ততদিন তাহাদের এই সকল কাজ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল তখন এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে তাহাদের প্রায় সমস্তদিনই কাটিয়া যাইত। হোমাদি কার্য্য নির্ব্বাহের পর অভুক্তাবস্থায় সমস্ত দিন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা এই সকল বালকদের পক্ষে ক্রমেই দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহা ছাড়া তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহুতির সংখ্যানুযায়ী গায়ত্রী মন্ত্র জপ ও পূরণ করিতে হইত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া মা এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন সে হোতারা রাত্রিবেলা যে ফলাহার করে তাহা হোমকার্য্য সমাপনের পর করিতে পারিবে, আর অন্নাদি খাদ্য তাহারা রাত্রিতে গ্রহণ করিবে। এই ব্যবস্থাই সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং ইহাই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

দুর্গা পূজার পর হইতেই প্রতি সপ্তাহে একদিন, দুইদিন, এমন কি তিনদিন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন চলিতেছিল। এবং ইহাও যেন নিত্যকরণীয় ব্যাপারের মত স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল। আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানে মায়ের যে সকল ভক্তদের বাসা ছিল তাহাদের পরিবারের লোকেরাই আসিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের সমস্ত তরকারী কুটিয়া দিয়া যাইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহারা এই কাজ করিয়া যাইত। এগুলি যেন তাহাদের নিজেদেরই কাজ। বিকালে যে সকল মহিলা ভক্ত আশ্রমে বেড়াইতে আসিতেন তাঁহারাও স্বেচ্ছায় ইহাতে যোগ দিতেন। এই সেবা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন বলিয়া তাঁহাদেরও কত আনন্দ। এই ভাবে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বদিন সমস্ত তরকারী ভাগে ভাগে কোটা শেষ হইত। পরদিন পরিচিত ব্রাহ্মণ দ্বারা রান্না আরম্ভ হইত। যে সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করিতে চাহিতেন তাঁহাদিগকে সেইভাবেই সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দেওয়া হইত। সকাল বেলা হইতেই নিঃশব্দে এই ভাবে যে যাহার কার্য্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। হাকা হাকি ডাকা ডাকি কিছুরই প্রয়োজন হইত না। বেলা এগারটা বারটার মধ্যেই নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহাদের সংবর্দ্ধন করিয়া ভোজনাদি করাইতে দুই তিন ঘণ্টা লাগিত। পরে তাঁহাদিগকে ভোজন দক্ষিণা দিয়া বিদায় করা হইত। মাদ্রাজী, গুজরাটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদিগকে একটাকা করিয়া এবং অন্যান্য সকলকে চারি আনা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইত। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণদের দূর হইতে আসিতে হইত বলিয়া বার আনা পাথেয় স্বরূপ দেওয়া হইত। ভোজন দক্ষিণা সকলের চারি আনাই ছিল। মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী এবং মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ ভোজনের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে তাঁহারা নিজেরাই তাঁহাদের রান্না করিতেন। তাঁহারা যাহা যাহা ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেন, তাহার একটা ফর্দ্দ করিয়া ভোজনের দুই এক দিন পূর্ব্বে আমাদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

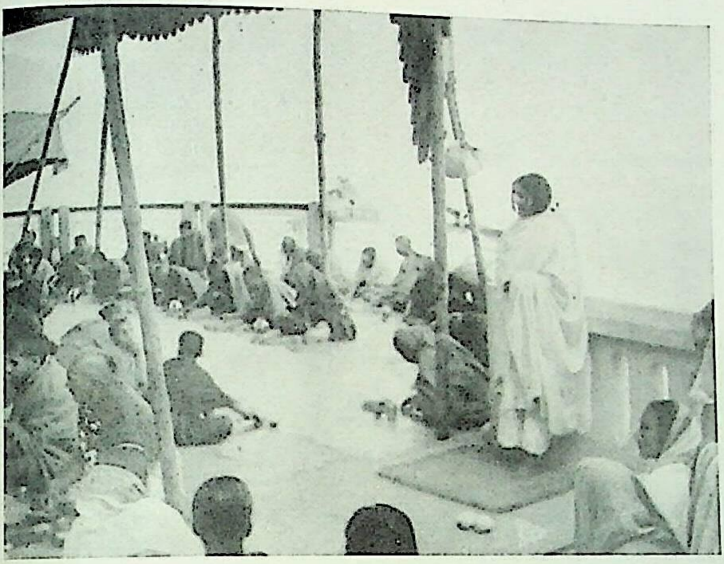

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ভোজন।

ব্রাহ্মণ ভোজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিয়া যাইতেন ; সেই অনুসারে বাজার হইতে জিনিষ পত্র কিনিয়া রাখা হইত। ভোজনের দিন ইঁহাদের লোক আসিয়া রান্না ইত্যাদি করিতেন। ইহার সুবিধা এই যে এখানে অর্থ দিয়াই নিশ্চিন্ত। রন্ধন বা পরিবেশনের ব্যাপারে যদি কোন দোষ বা ত্রুটি হইত তবে উহার জন্য আর আমাদিগকে অপরাধী হইতে হইত না।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভোজন আমাদের নিকট এক দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যেদিন ইঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করা হইত সে দিন ইঁহাদের ভোজন দর্শন করিবার জন্য দর্শকের সংখ্যাও নিতান্ত কম হইত না। ইঁহাদের ভোজনও যেন এক প্রকার যজ্ঞবিশেষ। কদলী পত্রে ভোজ্য বস্তু সকল সাজাইয়া প্রত্যেক আসনের সম্মুখে রাখা হইত এবং প্রতি আসনের সম্মুখেই ধূপ কাঠি জ্বলিতে থাকিত। এক আসন অন্য আসন হইতে পৃথক্ করিবার জন্য কুম্‌কুম্ ইত্যাদি দ্বারা সুন্দর সুন্দর বেষ্টনী রচনা করা হইত। ব্রাহ্মণগণ রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়া কপালে চন্দন এবং গলায় মালা ধারণ করিয়া নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতঃ পর্য্যায়ক্রমে শাখাসহ চতুর্ব্বেদ আবৃত্তি করিতেন। যাঁহারা ঋগ্বেদীয় তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া সমস্বরে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র সকল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের শেষ হইলে যজুর্ব্বেদীয়গণ যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র আরম্ভ করিতেন। এইভাবে দলের পর দল আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। ইহাতেও প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিত। যাঁহারা এই সব দর্শন ও শ্রবণ করিতেন তাঁহাদের প্রাণেও এক সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। বেদপাঠ হইয়া গেলে ভোজন আরম্ভ হইত। তখন ধীরে ধীরে পরিবেশন চলিতে থাকিত। আমাদের বাংলা দেশে ভোজনের সময় যেরূপ বালতি হইতে হাতা দিয়া ডাল পরিবেশন করা হয় ইঁহাদের ভোজনের সময়েও ঐ ভাবে একাধিক বার ঘৃত দেওয়া হইত। যে সকল পদ দিয়া ইঁহারা ভোজন করিতেন উহা প্রায় সমস্তই আমাদের নিকট নূতন। কি প্রণালীতে ঐগুলি প্রস্তুত হয় তাহাও আমাদের জানা নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের ভোজনের সময় কাশীর সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে মহাশয় নিজে উপস্থিত থাকিয়া এই ভোজন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া শেষে নিজে সামান্য একটু ফলাহার করিয়া যাইতেন।

ব্রাহ্মণ ভোজনের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা রবাহূত কাঙ্গালীদিগের মধ্যে কিছু কিছু বিতরণ করা হইত। ইহাদের সংখ্যাও মাঝে মাঝে বেশ হইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ ভোজন এবং কাঙ্গালী ভোজন মা কখনও এক করিতে দিতেন না। মা বলিতেন, "ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কাঙ্গালী ভোজন নয় এবং কাঙ্গালী ভোজনের সময়ও ব্রাহ্মণ ভোজন নয়। যখন যেরূপে তিনি প্রধান হইয়া প্রকাশ হন তাহাকেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিতে হয়।" দশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হইলে একদিন কাঙ্গালী ভোজন হইয়াছিল। সেইদিন মা বলিয়াছিলেন, "এখন কাঙ্গালীই প্রধান। দরিদ্র নারায়ণ জ্ঞানে ইহাদের সেবা কর।"

ব্রাহ্মণ ভোজন সম্বন্ধে মায়ের এরূপ নির্দ্দেশ ছিল যে ইহা যেন খুব সংক্ষেপে অথবা খুব বিরাট ভাবে না হয়। যাহাতে ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। আমরাও সেইরূপ চেষ্টা করিতাম। যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইত তাঁহাদের সাধারণ রুচি অনুযায়ী আয়োজন করা হইত। কখনও পুরী, তরকারী ইত্যাদি, কখনও অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি, ইহাদের সঙ্গে দধি, রায়তা, লাড্ডু, বুঁদে অথবা মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে থাকিত। কানাইয়া লালজী ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য কিছু অর্থ ত দিয়াছিলেনই, তাহা ছাড়া একদিন নানা প্রকার মিষ্টি ও পুরী তরকারী দ্বারা শতাধিক পাণ্ডাকে আকণ্ঠ ভোজন করাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য যে অর্থ পাওয়া যাইত তাহা মায়ের নির্দ্দেশ মত আলাদা করিয়া রাখা হইত। ঐ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত মিঠাই মণ্ডাদি বা অন্য কোন জিনিষ উদ্বৃত্ত হইলে উহা মূল্য দিয়া আশ্রমবাসীদের জন্য লওয়া হইত, কারণ মা বলিতেন, "যে কাজের জন্য যে দান, শুধু সেই কাজেই উহা যথাসম্ভব ব্যয় করিতে হইবে।"

ব্রাহ্মণ ভোজনের কাজ যখন ধীরে ধীরে চলিতেছিল আমি সেই সময় একবার কলিকাতায় গিয়াছিলাম। কলিকাতাবাসী মায়ের ভক্তেরা আমার আগমনের কারণ জানিতে চাহিলে আমি তাহাদিগকে কাশীর যজ্ঞোপলক্ষ্যে যে ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে তাহা সবিস্তার বলিলাম। যজ্ঞারম্ভের সময় যখন ঐ যজ্ঞের কথা কলিকাতা, জামসেদপুর, বহরমপুর প্রভৃতি স্থানে বলা হইয়াছিল তখন ঐ বিষয়ে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা শুনিয়া অনেকেই উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে সকল স্থানে আমি এই বিষয়ে আনুকূল্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম সেখান হইতে উল্লেখ যোগ্য কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু যাহাদিগকে আমি গণনার মধ্যে আনি নাই বা অপরিচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া যাহাদিগকে গণনা করিবার কোন উপায় ছিল না তাহাদের নিকট হইতেই অযাচিত ভাবে সাহায্য আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ একশত, কেহ পঞ্চাশ, কেহ পঁচিশ, কেহ বা দুই একটি ব্রাহ্মণ ভোজনের খরচ আমাকে দিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ নিজে যাহা সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন তাহা করিয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতেও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। এসব বিষয়ে শ্রীযুক্তা স্নুনীতি নিয়োগী বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। এমন কি যাঁহারা একেবারে নিঃস্ব তাঁহারাও আট আনা কি চারি আনা পয়সা দিয়াও আমার কার্য্যের সহায়ক হইয়াছেন। তাঁহাদের এই দান আমি মহামূল্য মনে করিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। আমি এই ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষয় জানাইতে আসিয়াছি বলিয়া অনেকেই আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, কেন না তাহা না হইলে এই বিষয়ে তাঁহারা অজ্ঞ থাকিতেন এবং এই মঙ্গলানুষ্ঠানের সঙ্গে তাহাদের যুক্ত থাকিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিত না। শ্রীশ্রী-মায়ের কৃপায় আশাতিরিক্ত ভাবে সাহায্য লাভ করিয়া আমি কাশী ফিরিয়া গেলাম। এবং ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যেই একাদশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন পূর্ণ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভোজন সমাপ্ত হইবার পরেও বহু পরিচিত এবং অপরিচিত ব্যক্তি হইতে ঐ উদ্দেশ্যে সাহায্য আসিয়াছে, যাহা শেষে পূর্ণাহুতির কাজে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যজ্ঞারম্ভের এক বৎসর কি দেড় বৎসর পর হইতেই একাধিক লোকের বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক দর্শন হইতেছিল। এই সকল দর্শনের সমগ্র বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা আমি সমীচীন বোধ করি না, এবং ইহার যে বিশেষ সার্থকতা আছে তাহাও আমার মনে হয় না। কারণ অলৌকিক ব্যাপারে লোক সাধারণতঃ সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া থাকে। এমন কি দর্শক নিজেও অনেক সময় ঐ সকল দর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঐগুলিকে বায়ুর প্রাবল্য হেতু বিকৃত দর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তবে যজ্ঞের যজমান শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আহুতি দিবার সময় যে সকল দর্শন হইয়াছিল উহার কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করিতেছি, কারণ ঐগুলিকে এই যজ্ঞের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে হয়ঃ—

নেপাল দাদা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, যেদিন ছয়লক্ষ আহুতি পূর্ণ হয় সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনই তিনি সর্ব্বপ্রথম দেখিতে পান যে হোমাগ্নির প্রজ্জ্বলিত শিখার উপর দুইখানি সুন্দর চরণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেহ পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকিলে পায়ের তলদেশ যেরূপ দেখা যায়, উহাও সেইরূপ ছিল। দেহের অন্যান্য অংশ অপ্রকাশিত ছিল। চরণতল দু'টিও খুব সুন্দর গোলাপী আভাযুক্ত। কতকটা যেন মোমের বড় পুতুলের পায়ের তলার মত।

অন্য একদিন তিনি শ্রীশ্রীমাকে তাঁহার বাম পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। মায়ের যে রূপটি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল উহার সহিত মায়ের তদানীন্তন চেহারার কোন সাদৃশ্য ছিল না। নেপাল দাদা মাকে এক যোড়শী যুবতীর মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন। মায়ের পরিধানে ছিল লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী, মস্তকে সামান্য অবগুণ্ঠন, কপাল সিন্দুর দ্বারা অনুলিপ্ত, মুখে স্নিগ্ধ মধুর হাসি। এ যেন মায়ের মোহিনী মূর্ত্তি।

আর একদিন নেপাল দাদা দেখিতে পাইয়াছিলেন যে তাঁহার দুই দিকে দুইটি গাভী দাঁড়াইয়া আছে। উহার একটির গায়ের রং সাদা, অপরটির কালো। গাভী দুইটি জিভ বাহির করিয়া যেন নেপাল দাদার হাত হইতে হোমের দ্রব্য গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল এবং তিনিও অতি সন্তর্পণে বার বার উহাদের জিভ এড়াইয়া আহুতি দিতেছিলেন।

আর একদিন তিনি দেখিলেন যে কুণ্ডস্থিত যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে কেহ যেন লোল জিহ্বা বাহির করিয়া তাঁহার প্রদত্ত আহুতি দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি আহুতির সময় কখন কখন যজ্ঞশালার মধ্যে আশ্রমস্থ ৺অন্নপূর্ণা এবং ৺কালীমূর্ত্তিকে শূন্যে দাঁড়াইয়া থাকিতে এবং ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন, কখন কখন বা শিব, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রকেও দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত দর্শনগুলিকে নেপাল দাদা শুভ দর্শন বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা ব্যতীত তাঁহার আরও কতগুলি দর্শন হইয়াছিল যাহা তাঁহার নিকট বিপত্তি বা অমঙ্গলসূচক বলিয়া মনে হইয়াছিল, যেমন একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে শুধু একটি কৃষ্ণবর্ণ বিকটদর্শন মুণ্ড। মুখ, চোখ এবং দন্তপাটী বিকৃত করিয়া তাঁহাকে যেন ভয় দেখাইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর একদিন যে দৃশ্যটি তিনি দেখিয়াছিলেন উহা আরও অদ্ভুত ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে কুণ্ডস্থিত শব্দায়মান হোমশিখা হইতে একটি ক্ষুদ্র দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূতা হইলেন। উহা কুণ্ডের অন্তর্মেখলা বহিয়া উপরে উঠিলেন এবং যজ্ঞশালার পূর্ব্বদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ঐ মূর্ত্তিকে বাধা দিবার জন্য উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর একটি দেবীমূর্ত্তি ছুটিয়া আসিতেছিলেন। শেষোক্ত দেবী মূর্ত্তিটি কিন্তু যজ্ঞশালা ত্যাগ করিয়া গেলেন না।

নেপাল দাদা বিশ্বাস করেন যে এই সকল অশুভ দর্শন হয়ত কোন বালক ব্রহ্মচারীদের অজ্ঞাত এবং অনিচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের জন্য হইয়াছিল। তিনি এই সকল দর্শনের বিষয় মাকে নিবেদন করিলে মা যজ্ঞশালা এবং যজ্ঞকুণ্ড গঙ্গাজল এবং গঙ্গা মৃত্তিকা দ্বারা ভালভাবে লেপন করিবার এবং গায়ত্রী দেবীর তৃপ্তির জন্য বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে হোতাদের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়াইয়া বার তের জন করা হইয়াছিল। ইহাদের অধিকাংশই বালক ব্রহ্মচারী। ইহারা কৃচ্ছ্র সহকারে যে ভাবে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। যজ্ঞের প্রথম দুই বৎসর ইহারা বেশ সুস্থ শরীরে যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন যে অসুস্থ না হইয়াছে তাহা নহে; তবে উহা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বৃহৎ যজ্ঞ সমাপনে প্রায়শঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ হওয়াই নাকি স্বাভাবিক। এই জন্য পূর্ণাহুতির প্রায় ছয় মাস পূর্ব্ব হইতেই বাটুক দাদা বিঘ্ন বিনাশের জন্য মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি একজন অতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ সন্তান এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত। ছয়মাস কাল ইনি প্রত্যহ চারি ঘণ্টা করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেখা গেল যে একটির পর একটি করিয়া হোতা অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। দৈনিক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আহুতি চালাইয়া যাওয়া ক্রমেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় শ্রীশ্রীমা নিজেই একটু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সর্দ্দি, জ্বর, পেট ব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মা অসুস্থ হইয়া পড়ার পর হইতেই হোতাদের মধ্যে যাহারা শয্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একে একে ভাল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের মত নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

এদিকে মাকে অসুস্থ দেখিয়া আমরা সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। যদিও মা তাঁহার অসুস্থ দেহ লইয়া নিয়মিত ভাবে হরিবাবা প্রমুখ মহাত্মাদের সৎসঙ্গে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন, তৎসত্ত্বেও আমাদের কিংবা আমন্ত্রিত সাধু মহাত্মাদের দুশ্চিন্তার কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। হরিবাবা মাকে সুস্থ হইয়া উঠিবার জন্য বার বার প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি চণ্ডী পাঠেরও ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ফল যে বিশেষ কিছু হইল তাহা মনে হইল না। চিরহাস্যময়ী মা হরিবাবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিয়াছিলেন, "পিতাজী, রোগও ত তাঁহারই একটা রূপ, ইহার জন্য চিন্তার কারণ কি?" শেষে একদিন মা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ দেহ একটু উলট-পালট হইলেই যদি ইহারা ভাল ভাবে সুস্থ শরীরে যজ্ঞেশ্বরের সেবা করিতে পারে তবে তাহাই বা মন্দ কি?" মায়ের ঐ কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম যে যজ্ঞরক্ষা করিবার জন্যই মা নিজ দেহে সকলের ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সময় আরও একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও এখানে উল্লেখ করিতেছি। একদিন কোন কাজে আমি বাহিরে গিয়াছি। নিজের চিন্তায় তন্ময় হইয়া আমি রাস্তার এক ধার দিয়া চলিয়াছি। এমন সময় গণ্ডগোল শুনিয়া তাকাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া উঠিল। আমি দেখিলাম যে দুইটি ঘোড়া ভীষণ বেগে আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি একটি ড্রেনের ধারে। এমন একটু স্থানও নাই যেখানে দাঁড়াইয়া নিজকে রক্ষা করিতে পারি। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে ঘোড়া দুইটি ঐভাবে ছুটিতে ছুটিতে আমার কাছে আসিয়াই হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। উহারা ঐরূপ না করিলে আমি হয়ত উহাদের পদতলে নিষ্পিষ্ট হইয়া যাইতাম। পরে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া মা অমূল্য দাদা প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, মজাও এমন যে সময় 'সকলে ভাল থাকুক' আমি এই কথা বলিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়েই খুকুনীর ঘাড়ের উপর আসিয়া দুইটি ঘোড়া পড়িতেছিল। খুকুনী কোন কাজে সহরে গিয়াছিল এবং ঐখানেই এই বিপদ ঘটে। কিন্তু 'ভাল থাকুক' এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথা স্বাভাবিক ভাবে মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া ওর কোন ক্ষতি হয় নাই।”

আজ যজ্ঞের কথা লিখিতে বসিয়া কত কথাই না মনে জাগিতেছে। প্রতি পদক্ষেপে মা আমাদিগকে এবং যজ্ঞকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়াই এ বিরাট যজ্ঞ এমন ভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছিল। “ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।”

—:)০(:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুসমাগম এবং কীর্ত্তনাদি উৎসব

দশ সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ ভোজন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যজ্ঞ সমাপ্তির দিন আগত-প্রায় হইল। পূর্ণাহুতির কিঞ্চিদধিক এক মাস পূর্ব্ব হইতেই আশ্রমে সাধুসমাগম আরম্ভ হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে হরিবাবাজী মহারাজ, পাঞ্জাবের ত্রিবেণীপুরী মহারাজ ও অবধূতজী, উত্তরকাশীর দেবীগিরি মহারাজ, বোম্বাইর কৃষ্ণানন্দজী, বৃন্দাবনের চক্রপাণিজী, রামদেবানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী, রামদাসজী, ঝুসির প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী, অন্ধসাধু স্বামী শরণানন্দজী, স্বরূপানন্দজী, বিন্দু মহারাজজী, এলাহাবাদের আচার্য্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাদিগকে যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। এরূপ যজ্ঞে সাধু, সন্ত এবং মহাত্মাদের উপস্থিতি যজ্ঞের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এক রামদাস বাবাজী ব্যতীত আমন্ত্রিত মহাত্মারা প্রায় সকলেই কৃপা করিয়া যজ্ঞে যোগদানপূর্ব্বক ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সেবক সঙ্গে সর্ব্বপ্রথম আসিলেন অবধূতজী, তারপর একাধিক শিষ্য-সেবক পরিবৃত হইয়া আসিলেন হরিবাবা এবং বৃন্দাবনের স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং সঙ্গে আসিলেন পণ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি। পণ্ডিত সুন্দরলাল বৃদ্ধ হইলেও ইনি শ্রীশ্রীমায়ের সহিত যেরূপ বালকোচিত আলাপ ও আবদার করিয়া থাকেন তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য। এই সকল মহাত্মাদের আগমন উপলক্ষ্যে আশ্রমখানিকে পতাকা দ্বারা সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। আশ্রমের দ্বারদেশে কদলী বৃক্ষ এবং মঙ্গল ঘট স্থাপন করা হইয়াছিল। আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ নানা বর্ণের পতাকা হস্তে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ইহাদিগকে সদর রাস্তা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিত। হরিবাবা এবং স্বামী অখণ্ডানন্দজী যখন আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্রীমা আশ্রমের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। হরিবাবা মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলে মাও হরিবাবার হাতের উপর মাথাখানি ন্যস্ত করিয়াছিলেন। মা সকলকে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মচারিণীগণ ঊর্দ্ধ হইতে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে সাধুদের মস্তকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

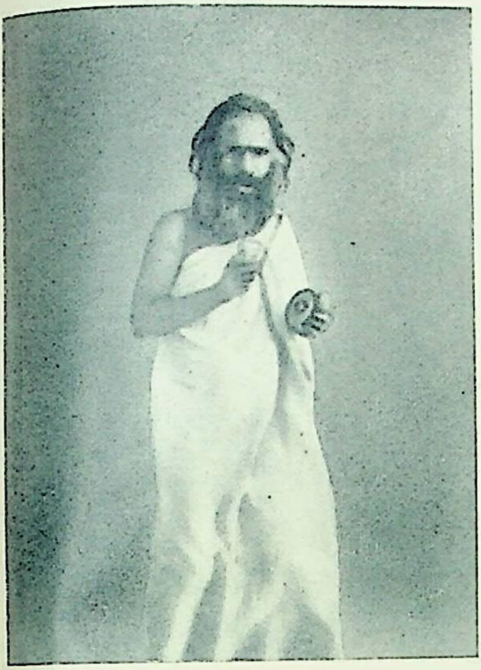

শ্রী ১০৮ ব্রহ্মচারী প্রভুদত্তজী মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজী মহারাজ

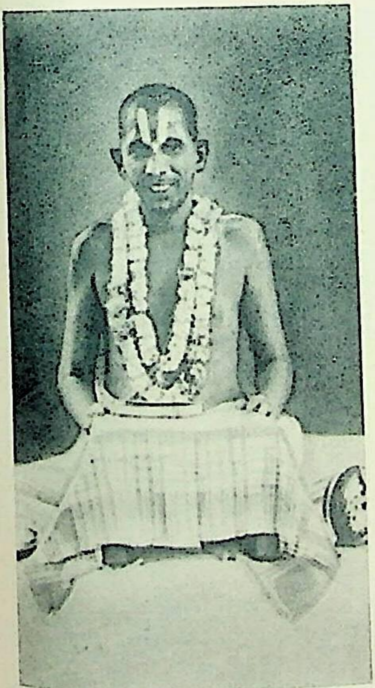

শ্রী ১০৮ চক্রপাণীজী মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দেবীগিরিজী মহারাজ

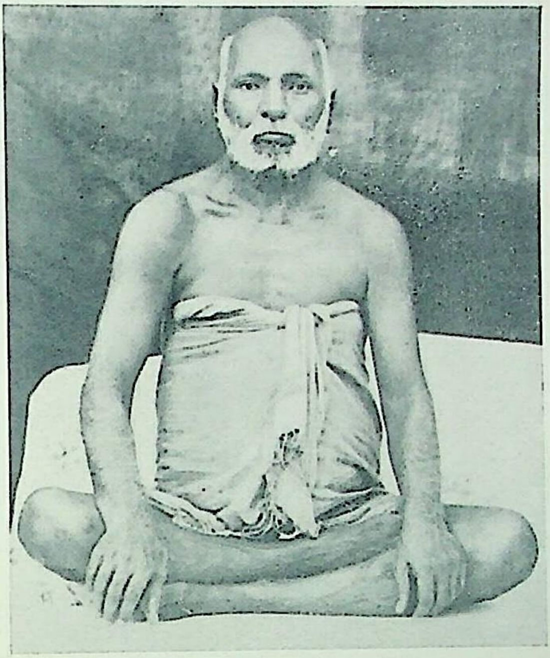

শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী ত্রিবেণী পুরিজী মহারাজ

শ্রী ১০৮ স্বামী কৃষ্ণানন্দ অবধুতজী মহারাজ

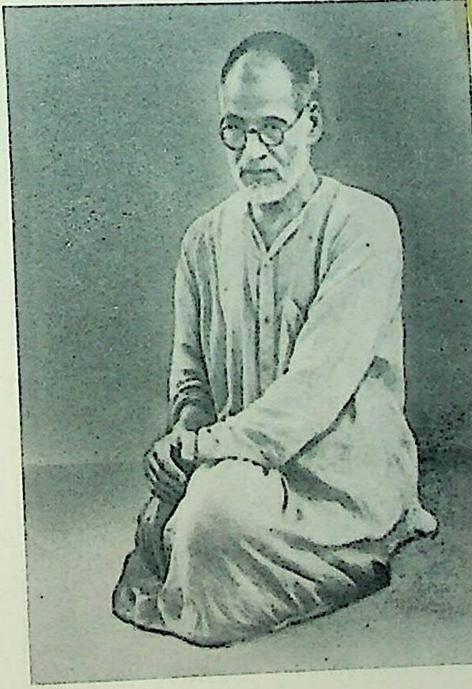

শ্রী ১০৮ স্বামী হরিবাবাজী মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মহাত্মা ত্রিবেণীপুরীজী আসিলেও ঐরূপ করা হইয়াছিল।

হরিবাবা প্রভৃতিকে নীচের হলঘরে আনিয়া বিশিষ্ট আসনে বসান হইলে সাবিত্রী যজ্ঞের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অগ্নিস্বাত্ত শর্ম্মা (বাটুক দাদা) উদাত্ত কণ্ঠে স্বস্তি বচন পাঠ করিয়াছিলেন। যজমান শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নারায়ণ স্বামী) মাল্যচন্দন দ্বারা হরিবাবা প্রভৃতিকে বিভূষিত করিয়া ধূপদ্বারা আরতি করিয়াছিলেন। হলঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ এবং পুষ্প ও ধূপের গন্ধে আমোদিত ছিল। এই সময়কার স্তব্ধ গাম্ভীর্য্য দর্শকের হৃদয়ে সাত্ত্বিক ভাবের এক গভীর রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার পর কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে সাধুদের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। এই অভ্যর্থনার ব্যাপার অনেকটা শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মতই হইয়াছিল। সাধুসন্তদিগকে কি ভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয় তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই হয়ত মা এই সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হরিবাবার আগমনের কিছুদিন পরে অবধূতজী নিজে যাইয়া পঞ্জাব প্রদেশস্থ খান্নার মহাত্মা ত্রিবেণী পুরী মহারাজকে লইয়া আসিলেন। ইনি বৃদ্ধ হইয়াও এত দূর-দেশ হইতে কাশী আসিতে আপত্তি করিলেন না। সর্ব্বশেষ আসিয়াছিলেন উত্তর কাশীর দেবীগিরি মহারাজজী। ইঁহার বয়স অশীতি বর্ষেরও উর্দ্ধে। মায়ের আহ্বান ইঁহার নিকট পৌঁছিলে ইনিও এই দারুণ শীতের মধ্যে দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া মায়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি যে আসিতে পারিবেন এরূপ আমরা মনে করি নাই। ইনি আসিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার আসিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতাজী আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন" ("খিচ্ খিচ্‌কে লায়ী")। তিনি এই যজ্ঞের বিরাট আয়োজন দেখিয়া আরও বলিয়াছিলেন, "আজকাল এক পাও চিনি নহি মিল রহা হ্যায়, আউর দেখো লাড্ডুকা পাহাড় বন রহা হ্যায়—এ' সব মাইকা লীলা বিলাস হ্যায়।" এই সব মহাত্মাদের পাদস্পর্শে আশ্রমখানির শোভা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

হরিবাবা এবং অখণ্ডানন্দজীর আগমনের পর হইতে আশ্রমে এক পক্ষকাল ব্যাপী ভাগবত পাঠের ব্যবস্থা হয়। কথা ছিল যে শুধু ভাগবতের ব্যাখ্যাই হইবে; কিন্তু পরে মত পরিবর্ত্তন হওয়ায় পাঠ এবং ব্যাখ্যা উভয়েরই ব্যবস্থা হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত অগ্নিষ্বাত্ত শর্ম্মা তাঁহার যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নিত্যকর্ম্মাদি সমাপনান্তে পাঠ আরম্ভ করিয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত উহা চালাইয়া যাইতেন, স্বামী অখণ্ডানন্দজী ব্যাখ্যা করিতেন। এতদুদ্দেশ্যে দুইটি কক্ষে দুইটি আসন পাতিয়া উহাদিগকে বিচিত্র পুষ্প মাল্যে সজ্জিত করা হইয়াছিল। যেখানে ভাগবত পাঠ হইত সেখানে যথাবিধি ঘটস্থাপন, নিত্যপূজা, জপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কাহারও কথায় কোন শুভানুষ্ঠান আরম্ভ হইলে যাহাতে উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেদিকে সর্ব্বদাই মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।

আশ্রমের হল ঘরেই ভাগবত ব্যাখ্যা এবং সৎসঙ্গ হইত। এই সৎসঙ্গের অর্থ করিতে গিয়া মা বলিয়াছিলেন, "সৎসঙ্গ মানে সৎস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্। স মানে ত আত্মা? যাহা নিত্য এবং স্বয়ং প্রকাশিত আছে। ঐ আত্মার আলোকে যেখানে যাঁহারা সম্মিলিত হন তাহাই সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গই সঙ্গ আর সব অসৎ সঙ্গ। সৎ যেখানে নাই বলিয়া মনে কর তাহাই নশ্বর। মানুষের কর্ত্তব্য এই নশ্বর বস্তু ত্যাগ করিয়া, অসঙ্গ, নিঃসঙ্গ হইয়া সেই স্বপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখা। সেইজন্য কেবল সৎসঙ্গই করণীয়।"

প্রত্যহ হলঘরটি ফুলের মালা এবং ফুলের টব দ্বারা নূতন নূতন ভাবে সাজান হইত। হলের প্রাচীর গাত্রে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবির উপরে ত মালা পরাইয়া দেওয়া হইতই, তাহা ছাড়া ভগবানের বিভিন্ন নাম সুদীর্ঘ একখানা রঙ্গীন বস্ত্রের উপর লিখিয়া উহা মালাকারে হলের চারিদিকে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ব্যাসাসন দুখানিও একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি নাতি উচ্চ এবং নাতিদীর্ঘ পালঙ্কের উপর কোমল শয্যা পাতিয়া ঐ আসন রচনা করা হয়। শয্যার একদিকে ভাগবত গ্রন্থ স্থাপনের জন্য পুষ্পাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র আসন, অপর দিকে পাঠকের শ্রম অপনোদনের জন্য বাদলা সংযুক্ত রেশম বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি বড় তাকিয়া রাখা হইয়াছিল। ছোট ছোট কদলী বৃক্ষ, ফুলের টব এবং ফুলের মালা দ্বারা এই আসনটিকে একটি ক্ষুদ্র কুঞ্জের আকারে পরিণত করা হইয়াছিল। ইহার সম্মুখে মঙ্গল ঘট এবং একটি তুলসীমঞ্চ। উহাও প্রত্যহ নূতন নূতন পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করা হইত। ধূপ-গুগ্‌গুলের সুগন্ধে ঘরখানি সর্ব্বদাই আমোদিত থাকিত। সাধুদের বসিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর সুন্দর গালিচার উপর বিভিন্ন রকমের মূল্যবান আসন পাতিয়া দেওয়া হইত। সর্ব্বসাধারণের বসিবার জন্য শতরঞ্চি ও গালিচাদি ছিল। সমস্ত ঘরখানাই বিচিত্র আসন এবং শয্যায় সুশোভিত থাকিত। সময় মত এই সব আসন পাতিয়া দেওয়া এবং উঠাইয়া রাখা একজন ব্রহ্মচারীর (শ্রীমান পানুর) কাজ ছিল। সে প্রত্যহ যন্ত্রবৎ এই সকল কাজ করিয়া যাইত।

অখণ্ডানন্দজীর ভাগবত ব্যাখ্যা সকাল বেলা ৯॥টা হইতে ১১॥টা পর্য্যন্ত এবং বিকালবেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত হইত। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই নানা স্থান হইতে শ্রোতৃগণ আসিয়া এত বড় ঘরখানি পূর্ণ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। স্থানাভাবে অনেককেই দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। ইহা নিরাকরণ কল্পে আশ্রমের তিন দিকে লাউডস্পিকার বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ফলে যাঁহারা হলঘরে স্থান পাইতেন না তাঁহারা চত্বরের উপর বসিয়াও ভাগবত ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি শুনিতে পাইতেন। গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী এবং প্রমোদাভিলাষীদিগকেও স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া এই সব সঙ্গীত ও সদালোচনা শুনিতে দেখা গিয়াছে। একপক্ষকাল ব্যাপী এই ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা শেষ হইলেও পূর্ণাহুতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রত্যহ গীতা প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র পাঠ, অবধূতজী কর্ত্তৃক জ্ঞানমার্গের উপদেশ, স্বামী শরণানন্দজী কর্ত্তৃক ভক্তিমার্গের উপদেশ এবং কীর্ত্তনাদিতে প্রায় সমস্ত দিন কাটিয়া যাইত। ভোর হইতেই যজ্ঞোৎসবের সানাই বাজিয়া উঠিত। ইহার প্রভাতী সুরের রাগ রাগিণী অর্দ্ধসুপ্ত নরনারীর কর্ণকুহরে ঝলকে ঝলকে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া যাইত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ব্রহ্মচারিগণ উষা কীর্ত্তন ও নগর কীর্ত্তন শেষ করিয়া গঙ্গাস্নানাদি নিত্যকৃত্য সমাপন করতঃ যজ্ঞশালায় সমবেত হইয়া সমস্বরে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিত। সাবিত্রীমন্ত্রপুটিত হব্যবাহী ঐ যজ্ঞধূম প্রভাতের গঙ্গানিল ভর করিয়া চতুর্দ্দিকের বায়ুমণ্ডল পবিত্র করিতে করিতে মহা-ব্যোম পথে প্রস্থান করিত। দৈনন্দিন যজ্ঞ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই আশ্রমের হলঘরে ভাগবত পাঠাদি আরম্ভ হইত এবং এইভাবে বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত চলিত। আবার বিকাল হইতে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ এবং পাঠাদি আরম্ভ হইয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিত। সন্ধ্যার পরও হরিবাবার কীর্ত্তনাদিতে রাত্রি ৯টা বাজিয়া যাইত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধুমহাত্মাদের আগমনের পর হইতেই আশ্রমের ভিতর দিয়া দিবারাত্রি সাত্ত্বিক ভাবের যে মন্দাকিনী ধারা বহিয়া গিয়াছিল উহার পূত সলিলে অবগাহন করিয়া কত অগণিত নরনারী যে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছিল তাহা কে বলিবে ?

সন্ধ্যা কীর্ত্তন যাহা হইবার তাহাত নিত্য হইতই, তাহা ছাড়া বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত সরযূ কীর্ত্তনীয়া আসার পর রাত্রি ৮টা হইতে তাঁহার লীলা কীর্ত্তন আরম্ভ হইত। তিনি এই কীর্ত্তনের নাম দিয়াছিলেন "নারদীয় কীর্ত্তন।" ইহা সাধারণতঃ ভগবানের নাম, গুণ ও কীর্ত্তি প্রচারকল্পে করা হইয়া থাকে। ইহা কতকটা বাংলা দেশের কথকতার অনুরূপ। বামহস্তের অঙ্গুলীতে দুইটি ছোট ছোট করতাল সংযুক্ত করিয়া এবং উহা দ্বারা টুন্-টুন্ শব্দ করিতে করিতে যখন তিনি ঐ কীর্ত্তন করিতে থাকিতেন তখন উহা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইত, এবং দলে দলে এতদ্দেশীয় লোক ঐ কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য হলঘরে আসিয়া ভিড় করিত।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখার্জ্জি আসিয়াও তিন দিন বাংলায় লীলা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। রত্নেশ্বর দাদাকে কাশী আসিবার জন্য মা আমাকে চিঠি লিখিয়া দিতে বলিয়াছিলেন। রত্নেশ্বর দাদা অফিসের কাজ করেন বলিয়া এবং ছুটি ভিন্ন তাঁহার পক্ষে আসা সম্ভব নয় বলিয়া আমি তাঁহাকে চিঠি লেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু একদিন দেখি তিনি আসিয়া উপস্থিত। তিনি মাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার এখানে আসিতে ইচ্ছা থাকিলেও নানা অন্তরায়ের জন্য আসিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ইতিমধ্যে তাঁহার এক বন্ধু অপ্রত্যাশিত ভাবে একেবারে কাশীর টিকিট কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে উহা দিয়া বলিলেন যে তাঁহাকে সেই দিনই কাশী যাইতে হইবে। তা'ই তিনি আসিয়াছেন। মায়ের শ্রীমুখ হইতে কোন কথা বাহির হইলে উহা যে কিরূপ অনিবার্য্য ভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়া যায় তাহাই পুনঃ পুনঃ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতেছি। যাহা হউক, রত্নেশ্বর দাদার কীর্ত্তন শুনিয়া এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ সকলেই খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কারণ এ জাতীয় কীর্ত্তন এখানে বড়ই দুর্লভ।

একদিন দিল্লী হইতে মায়ের ভক্তগণের সমাগম হইলে নামযজ্ঞ করার কথা উঠিল। কারণ ইহারা সকলেই কীর্ত্তনামোদী। ইহাদের উৎসাহে দুইদিন নামযজ্ঞ হইয়াছিল। তার মধ্যে একদিন বিরাট ভাবে অষ্টপ্রহর নামযজ্ঞ হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

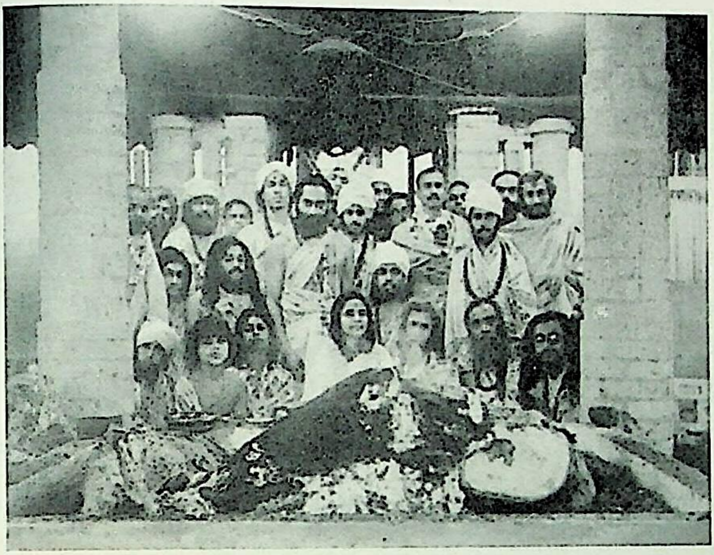

মহাযজ্ঞের আচার্য ও হোতাগণসহ শ্রীশ্রী মা।

আশ্রমের ছাদে সৎসঙ্গ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমের চত্বরের উপরে চন্দ্রাতপের নীচে এক মঞ্চ তৈয়ার করিয়া উহা এবং সমস্ত চত্বরখানি বিচিত্রবর্ণের বৈদ্যুতিক আলোদ্বারা সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। হরিবাবা, ত্রিবেণীপুরী মহারাজ, অখণ্ডানন্দজী, দেবীগিরি মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ কীর্ত্তন আসরে উপস্থিত থাকিতেন। ঐ নামযজ্ঞ শেষ হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সহর হইতে অপর একটি কীর্ত্তনের দল আশ্রমে আসিয়া দিল্লীর ভক্তদের সহিত মিলিত হইয়া কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছিল। মনোজ দাদার অনুরোধে এবং আগ্রহে হরিবাবাও ভক্ত এবং শিষ্যগণ সহ ঐ কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছিলেন। তখন ভক্তদের মধ্যে কি যে এক উদ্দীপনা! শেষে নগর কীর্ত্তন করিয়া আসিয়া এই নামযজ্ঞ সমাপ্ত করা হইয়াছিল।

ছেলেদের নামযজ্ঞ হইবার পর মেয়েরাও একদিন বেলা ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনান্তে ইঁহারাও ছেলেদের মত নগর কীর্ত্তনে বাহির হইয়াছিলেন! তবে সদর রাস্তায় না গিয়া ইঁহারা আশ্রমের চতুর্দ্দিকের গলির মধ্যে কীর্ত্তন করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের এই অভিযান স্বল্প পরিসরের মধ্যে নিষ্পন্ন হইলেও ইহা ছেলেদের নগর কীর্ত্তন হইতে অনেকাংশে জমকালো ভাবে হইয়াছিল। কারণ গঙ্গাদিদি প্রভৃতি অধিকাংশ মহিলাই বিচিত্র বর্ণের পতাকা হাতে করিয়া কীর্ত্তন করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাকেও কীর্ত্তনের পুরোভাগে একটি দীর্ঘ পতাকা বহন করিয়া যাইতে হইয়াছিল। ছোট ছোট মেয়েরা যেন তাহাদের অজ্ঞাতসারেই গান ও নৃত্য করিয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যে এক দিব্য উন্মাদনা আসিয়াছিল তাহা তাহাদের গান এবং স্বতঃস্ফুরিত নৃত্য হইতেই অনুভব করা যাইতেছিল। সকলের পশ্চাদ্‌ভাগে একদল ব্যাণ্ডবাদক বাদ্য দ্বারা পাড়াখানি কাঁপাইয়া চলিয়াছিল। এই ভাবে কীর্ত্তনের দল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীমা হাসিমুখে তাহাদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মায়ের ঐ দিব্য হাসিটুকুই তাহারা তাহাদের অর্দ্ধদিবসব্যাপী নাম সাধনার মহাফল মনে করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল।

যজ্ঞোৎসব উপলক্ষ্য করিয়া যে আনন্দের উৎস মায়ের ভক্তগণের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল উহা যেমন অফুরন্ত তেমনই উহার বৈচিত্র্যও অন্তহীন বলিয়া মনে হইয়াছিল। যাঁহার যে ভাবটি শুদ্ধতম এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্রতম বলিয়া মনে হইত তিনি তাহাই শ্রীশ্রীমায়ের চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিতেন। গুজরাট হইতে যে সকল ধনাঢ্য এবং সম্ভ্রান্ত মহিলারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাও একদিন রজনীযোগে মাকে তাঁহাদের গরবা নৃত্য দেখাইয়াছিলেন। কন্যাপীঠের সম্মুখে এই নৃত্য হইয়াছিল। প্রায় ১৫।২০টি মহিলা সুবেশে সজ্জিত হইয়া বদনমণ্ডল চন্দনে চর্চ্চিত ও গলে পুষ্পমাল্য ধারণ করিয়া মায়ের সম্মুখে মণ্ডলাকারে গরবা নৃত্য করিয়াছিলেন। উহা শেষ হইলে তাঁহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভজন করিয়াছিলেন। মা তাঁহাদের সকলকেই প্রসাদী ফল দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

পাঠ কীর্ত্তনাদির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানও চলিতেছিল। কথা উঠিল যেহেতু বেদমাতা গায়ত্রী দেবীর যজ্ঞ চলিতেছে কাজেই কাশীর বেদপাঠীদিগকেও আশ্রমে অহ্বান করা হউক। তদনুসারে ব্রাহ্মণপণ্ডিত এবং বেদপাঠীদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। মোট ১২৫ জন নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা একদিন দ্বিপ্রহরে আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। পণ্ডিতগণ কিছুক্ষণ দ্বৈত এবং অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিলেন। যদিও এই বিচার সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ছিল না, তবুও ইহার অভিনবত্বে অনেকেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বেদপাঠিগণও কিছুক্ষণ সুর করিয়া বেদ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহার পর ইঁহাদের বিদায়ের পালা আরম্ভ হয়। সোলনের রাজা সাহেব দুর্গাসিং মহাশয়ের হাত দিয়াই এই বিদায় কার্য্য নিষ্পন্ন করা হইয়াছিল। রাজা সাহেব প্রত্যেক পণ্ডিত ও বেদপাঠীকে একটি করিয়া পিতলের পাত্রে কিছু ফল, সন্দেশ ও একখানি করিয়া "সদ্‌বাণী" ও "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" পুস্তক (হিন্দী অনুবাদ) এবং চারিটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। মালাচন্দন বিভূষিত পণ্ডিতগণ যখন গোলাপপুষ্পাচ্ছাদিত এক একটি পাত্র হাতে করিয়া স্মিতাননে বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন তখন ঐ দৃশ্যও খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সাবিত্রী যজ্ঞে সাবিত্রী মন্ত্রার্থও প্রাসঙ্গিক বলিয়া উক্ত রাজা সাহেবের উৎসাহেই একটি পণ্ডিত দ্বারা কিছুদিন উহার আলোচনাও হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মত ১০৮টি কুমারী ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে কুমারী কাহাকে বলে এবং সাবিত্রী যজ্ঞের সহিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারী পূজার কি সম্বন্ধ এই সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে মা বলিয়াছিলেন, "যেখানে কু-ভাব মরা সেইত কুমারী। তিনিই মহাশক্তি—অরূপা, অনন্তরূপা। তিনি স্বয়ং কি না তা'ই আবার এখানে সু, কু বলিয়া কোন প্রশ্ন নাই। এক অদ্বিতীয়া আদ্যাশক্তিকেই কুমারী বলা হয়। সেবাপূজাদ্বারা তাঁহারই প্রকাশ হয়। আবার প্রকাশ অপ্রকাশ দুই-ই তাঁহার মধ্যে। ইহা অনুভব করিবার জন্যই এই সব সেবা পূজার ব্যবস্থা!"

"তোমরা সাবিত্রী যজ্ঞ এবং কুমারী পূজাকে আলাদা আলাদা ভাব কেন? যিনি সাবিত্রী, গায়ত্রী, তিনিই আবার আদ্যাশক্তি, পরাশক্তি। এখানে খণ্ড খণ্ড বলিয়া কোন ভাব নাই। কারণ খণ্ড হইয়াও তিনি এক স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য সত্য অনন্ত মহাসত্তারূপে চিরবিরাজমান। শুধু আবরণের জন্য ইহাকে আলাদা আলাদা দেখা যায়। যে ক্রিয়া দ্বারা এই আবরণ নষ্ট হয় তাহাই সকলের গ্রহণ করা উচিত। কুমারী পূজাদি যাহা করা হয় তাহাও এই আবরণ নষ্ট করিবার জন্যই।"

"আবরণ নষ্ট করিবার পথও অনন্ত। তা'ই সাধনাও অন্তহীন। সাধনার অর্থ হইল আবরণ নষ্ট করিবার চেষ্টা। এই আবরণ কাটিয়া গেলে যাহা নিত্য, যাহা এক হইয়াও অনন্ত, আবার অনন্ত হইয়াও এক, তাহারই প্রকাশ হয়। অন্তহীন সাধনার অর্থ কি শুনবে?—যে দিক হইতেই তুমি ঐ একমাত্র প্রকাশমান সত্তার দিকে তাকাও না কেন উহার অন্ত কোথায়? ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বল না কেন উহার শেষ কোথায়? এক একটা দিকও যে অনন্ত। ধর, কেহ তোমাকে আমের একটি আঁটি দিল। তুমি উহা মাটিতে লাগালে। কিছুদিন পরে ঐ আঁটি হইতে গাছ, কত পাতা, কত ফল পাবে। আবার ঐ সকল ফল হইতে কত গাছ, কত ফল, কত বীজ হবে। বীজ হ'তে গাছ পেলে, আবার গাছ হ'তে বীজ পেলে। বীজ পাওয়ার অর্থই হইল গাছও পাওয়া, কারণ বীজের মধ্যে গাছ না থাকিলে গাছ আসিল কোথা হইতে? আবার গাছ পাওয়ার অর্থ হইল বীজ পাওয়া। এই ভাবে দেখিলে একের মধ্যেই অনন্ত। যখন বীজের দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন ইহা এক। কিন্তু যখন ইহার ক্রিয়া বা গতির দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন ইহা অনন্ত। সেইরূপ যখন আমরা পরমসত্তার দিকে লক্ষ্য করি তখন উহা এক, অদ্বয়, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ সত্তামাত্র। কিন্তু যখন উহার শক্তি বা ক্রিয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে লক্ষ্য করা যায় তখন উহা অনন্ত গতি, অনন্ত স্থিতি, অনন্ত প্রকাশময় বলিয়া অনুভূত হয়। তাই বলা হয় যে একের মধ্যেই অনন্ত, আবার অনন্তের মধ্যেই এক। তোমরা বল না যে পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে? এই হিসাবে সাধন বা ক্রিয়াকে অনন্ত বলা হয়। কুমারী সেবাই বল, যজ্ঞই বল, এই জাতীয় যাহা কিছু করা হয় উহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল আবরণ নষ্ট করা। আবরণ নষ্ট হইলেই বুঝা যায় যে যাহা আছে, তাহাই আছে। উহাকে এক বলিলে উহা যেমন সত্য আবার উহাকে বহু বা অনন্ত বলিলেও উহা সেইরূপ সত্য। আবার সত্য-মিথ্যা আছে নাই এসব কোন প্রশ্নই এখানে নাই। তা'ই বলা হয় যা' তা'।" যাহা হউক, কুমারী ভোজনের দিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমাদের পরিচিত সকলকেই কুমারী লইয়া আসিতে বলা হইয়াছিল এবং এই ভাবেই ১০৮টি কুমারী যোগাড় করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে বেলা এগারটা বারটার সময় কুমারীরা সুসজ্জিত হইয়া আসিলে তাহাদিগকে আসনে বসাইয়া পরিতোষজনক ভাবে ভোজন করান হইয়াছিল। এই সময় শ্রীশ্রীমা নিজেও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই নির্দ্দেশ মত বিভিন্ন আরাত্রিকের দ্রব্য আনয়ন করিয়া আমরা এক এক জনে এক একটি দ্রব্য দ্বারা এক সময়ে সমস্ত কুমারীদিগকে গীতবাদ্য সহকারে আরতি করিয়াছিলাম। এ দৃশ্যও যে কত সুন্দর হইয়াছিল তাহা দর্শক মাত্রই অনুভব করিয়াছিলেন। কুমারীদের সেবা শেষ হইলে প্রত্যেক কুমারীর হাতে একটি করিয়া বাসন্তী রংএর রুমাল সহ ভোজন দক্ষিণা দিয়া তাহাদিগকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করা হইয়াছিল।

১০৮টি কুমারী ভোজনের পর একটি সালঙ্কারা কুমারীকে পূজা করার কথা শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেই হইয়াছিল; কিন্তু সেই সময় ভাণ্ডারে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীশ্রীমায়ের খেয়াল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি মহিলা আসিয়া তাঁহার গায়ের কয়েকপদ অলঙ্কার মাকে দিয়া নিবেদন করিলেন যে মা যেন ঐগুলি যজ্ঞের কাজে লাগাইয়া দেন। মা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ গহনাগুলি দিয়া কোন কুমারী পূজা করিলে তাঁহার আপত্তি আছে কি না। কোন আপত্তি করা দূরে থাকুক মহিলাটি সাগ্রহে উহাতে সম্মতি জানাইলেন। তখন মা আমাদিগকে ঐসকল অলঙ্কার দিয়া কুমারী পূজার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই ঐসব অলঙ্কার দ্বারা কুমারীর জন্য আট পদ অলঙ্কার তৈয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

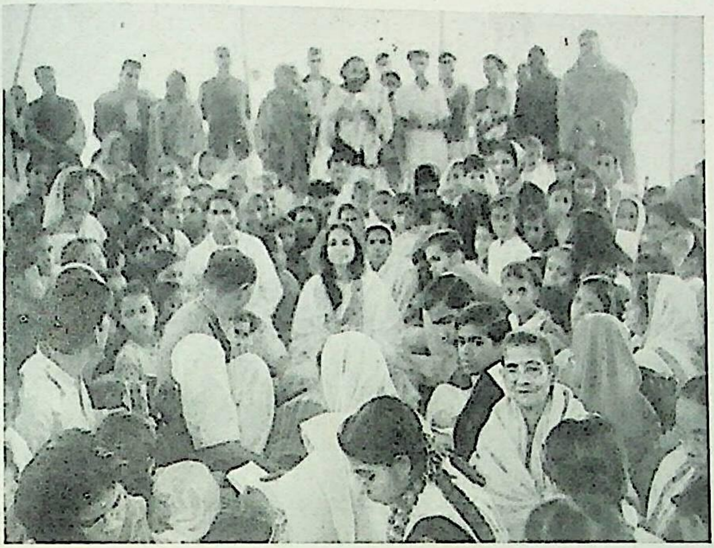

আশ্রমের ছাদে সৎসঙ্গের অন্যতম দৃশ্য।

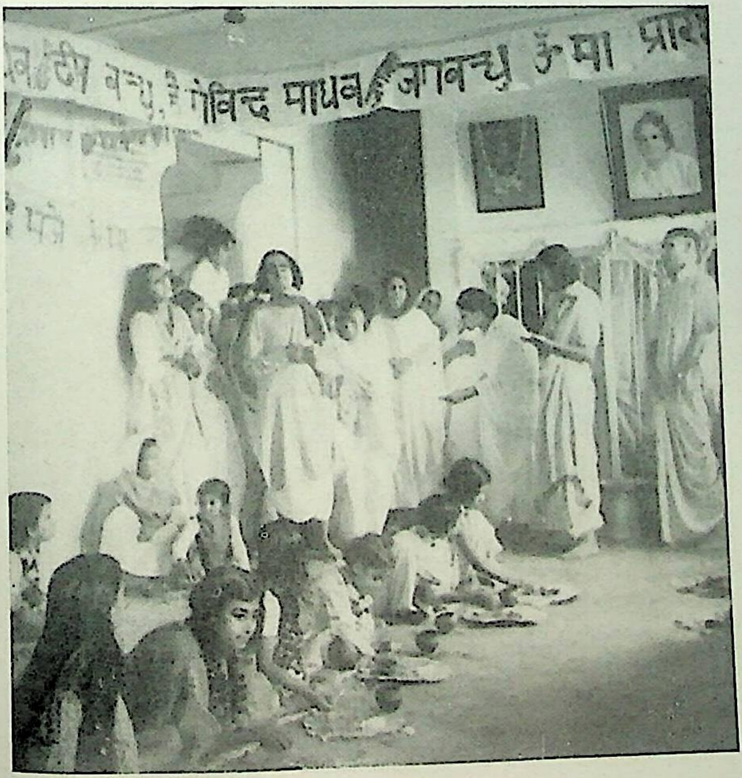

কুমারী ভোজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হইয়াছিল এবং একটি কুমারীকে ঐ সব অলঙ্কার দিয়া সাজাইয়া পূজা করা হইয়াছিল। এই পূজায় অলঙ্কার ভিন্ন বস্ত্র, বাসন, শয্যা প্রভৃতিও কুমারীকে দান করা হইয়াছিল।

কুমারী সেবা ব্যতীত কাশীধামের মুখ্য মুখ্য দেবায়তনে বিশেষভাবে পূজা দিবার প্রস্তাব মায়ের কাছে করা হইলে মা বলিয়াছিলেন, "যাঁহার প্রীতির জন্য এই যজ্ঞ হইতেছে সেই একেরই ত ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, কাজেই তোমরা ইচ্ছা করিলে ঐ সব দেবালয়ে পূজা দিতে পার।" মায়ের অনুমতি পাইয়া আমরা তাহাই করিয়াছিলাম। এই সব পূজা দেওয়ার ভার শ্রীমান হাবুলের (শ্রীমান বিনয়কুমার বসু) উপর দেওয়া হইয়াছিল। সেও অতি নিপুণতার সহিত ৺বিশ্বনাথ, ৺অন্নপূর্ণা, ৺কেদার, ৺কালভৈরবাদির পূজা ও ভোগের বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

কাশীর সমগ্র দণ্ডীস্বামী ও পরমহংসদিগকে একদিন আশ্রমে ভাণ্ডারা দেওয়া হইয়াছিল। চত্বরের উপরে গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর দল যখন ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন তখন ঐ দৃশ্যও খুব মনোরম হইয়াছিল।

আর একদিন বানরদিগকে ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও মায়ের ব্যবস্থানুযায়ী। অনেক সময় মা হাসি তামাসার ভাবে এই সব নির্দ্দেশ দিতেন, কিন্তু উহা যে পালনীয় তাহা আমাদের বুঝিতে কষ্ট হইত না। একদিন সকাল বেলা ভক্তগণ সহ মা কন্যাপীঠের নীচের বারান্দায় বসিয়া আছেন এমন সময় একটি ছোট বানর চুপি চুপি রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিতেছিল। ইহা দেখিয়া দুই তিনজন লোক উহাকে তাড়া করিলে মা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "বেচারারা খাইতে আসিলেই তোমরা উহাদিগকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দাও। এক কাজ করা যাক্। একদিন ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য যে আয়োজন করিবে উহার সহিত কিছু বেশী করিয়া রান্না করিতে দিও এবং তাহা দিয়াই বানরদিগকে খাওয়াইয়া দিও।" এই সময় আমি ঐখান দিয়া যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া মা আমাকেও ঐ কথা বলিয়া আরও বলিলেন, "বানরদের যেদিন খাইতে দিবে তাহার পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে মহাবীরকে মনে মনে নিমন্ত্রণ জানাইবে। পরদিন কন্যাপীঠের ছাদের উপর ১১টি পাত্রে খাবার এবং ১১টি গ্লাসে জল দিবে। দেখা যাক ইহারা খাবার গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে কি না। প্রথমত ১১টি পাত্রে খাবার সাজাইয়া দিবে পরে দরকার হইলে আরও দেওয়া যাইবে।"

মায়ের এই কথা শুনিয়া অমূল্য দাদা মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এগারটি পাত্রে খাবার দিতে বলিলে কেন ?"

মা। (হাসিয়া) খেয়াল হইল তাই বলিলাম। (একটু পরে) তোমরা একাদশ রুদ্র বল না ? মহাবীরের জন্মও যে রুদ্রাংশে এ কথাও ত বলা হয়। সেইজন্য এগারটি পাত্রে খাবার দিতে বলা হইল।

মায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রায় দশ সের পরিমিত অন্ন এবং তদনুযায়ী ব্যঞ্জনাদি ও মিষ্টান্ন এক পরাতে ভোগ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং এগারটি আসনে পৃথক পৃথক ভাবে এগারটি পাতায় ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। রুদ্রগণ এগারটি পাত্র হইতে ভোগ গ্রহণ করিয়া প্রতি পাত্রে কিছু প্রসাদও রাখিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে একাদশ রুদ্রের সেবা হইয়াছিল।

একদিন মায়ের নির্দ্দেশমত বায়সদিগের জন্যও একটি থালায় অন্ন ব্যঞ্জন দ্বারা ভোগ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের স্থূল দৃষ্টির অন্তরালে কাহারা এই ভোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা কেবল মা-ই জানেন। আমরা শুধু মায়ের আদেশ পালন করিয়া গিয়াছিলাম এবং মনে করিয়াছিলাম যে উহাই আমাদের ইষ্ট।

আর একদিন গো-মাতার পূজা এবং গঙ্গা পূজা করা হইয়াছিল। যথাবিধি গঙ্গা পূজা করার পর গঙ্গাবক্ষে সো'য়া মণ দুগ্ধ ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং গঙ্গা মাতাকে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ফুলের একটি প্রকাণ্ড মালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শেষোক্ত কাজটি শ্রীমান পটলের (শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু) সাহায্যে সম্পন্ন হইয়াছিল।

প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তিতে গায়ত্রী দেবীর বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা ত ছিলই, তাহা ছাড়া ইহার মধ্যে একদিন অন্ন ব্যঞ্জন, খিচুড়ি, পুরি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি পদ দ্বারা গায়ত্রী দেবীর ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে আশ্রমে অনেকেই প্রসাদ পাইয়াছিলেন এবং এই ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করিতে সন্তদাস বাবাজীর শিষ্যা শ্রীযুক্তা গঙ্গা দিদির সাহায্যও যথেষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

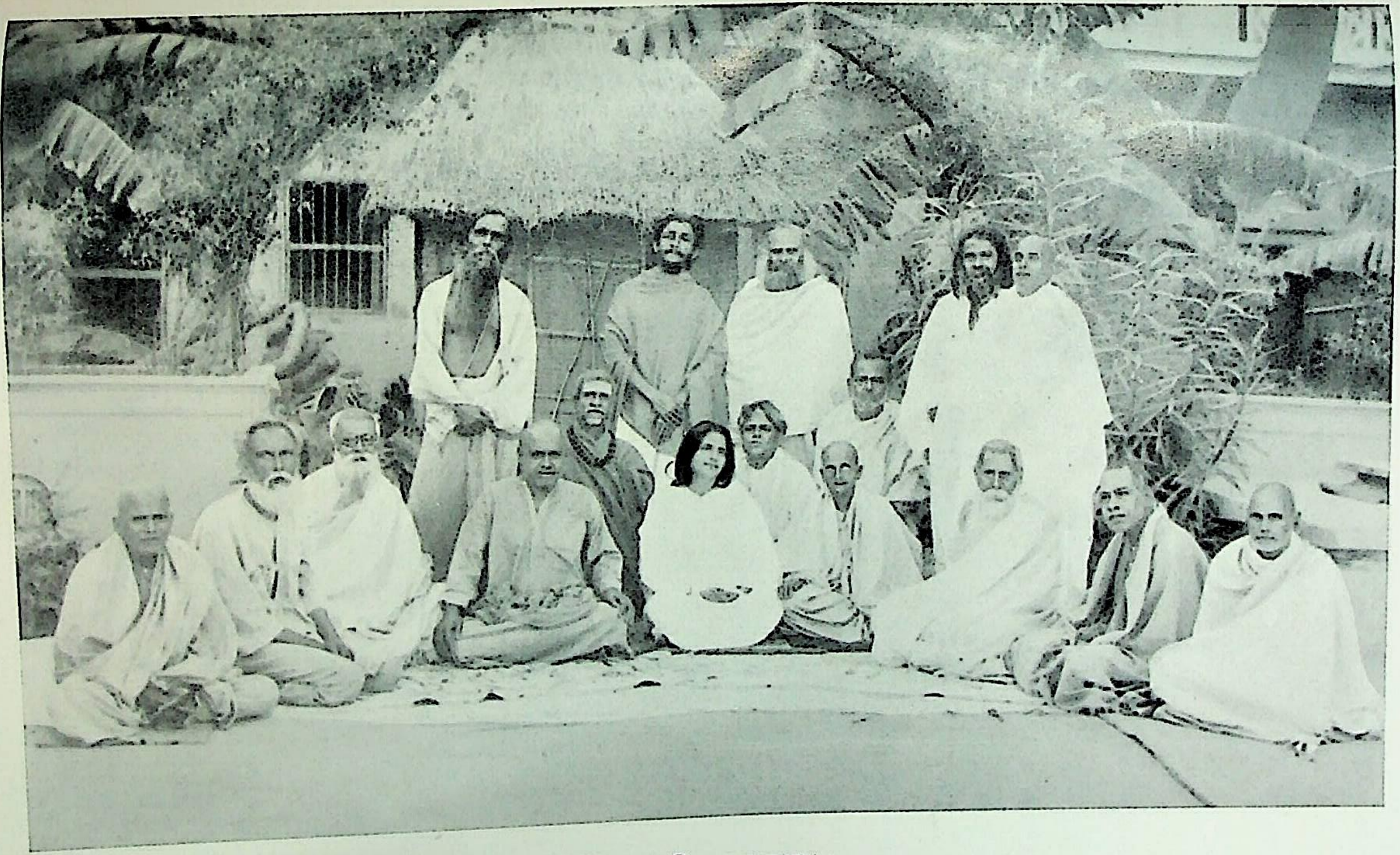

শ্রীশ্রীমার সহিত মহাত্মাগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিমাণে পাওয়া গিয়াছিল। ইনি যেমনি ধর্ম্মপ্রাণা তেমনি বিদুষী। বর্ত্তমানে ইনি কন্যাপীঠের মেয়েদের সংস্কৃত অধ্যাপনার ভার নিয়া আছেন।

সাধুসমাগমের পর হইতে পূর্ণাহুতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন না কোন উৎসব আশ্রমে লাগিয়াই থাকিত এবং দলে দলে লোক সমূহ উচ্ছ্বসিত জলস্রোতের ন্যায় সর্ব্বদা আশ্রমে যাতায়াত করিত। আশ্রমের দ্বারদেশে ফলফুলের কতকগুলি দোকান বসিয়া গিয়াছিল, কারণ যাঁহারা আশ্রমে আসিতেন তাঁহাদের অধিকাংশ কখনও বা মায়ের জন্য, কখনও বা মহাত্মাদের জন্য, ফল ও ফুলের মালা লইয়া আসিতেন। এত যে আনন্দোৎসব চলিতেছিল উহা আশ্রমবাসী কাহারও পক্ষে নির্লিপ্ত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর ছিল না। আশ্রমের ব্রহ্মচারিগণ, বিদ্যাপীঠের ছাত্র এবং শিক্ষকগণ এবং কন্যাপীঠের ব্রহ্মচারিণীদিগকে সর্ব্বদাই যজ্ঞ অথবা সাধুসন্তদের সেবা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছে এবং ইহারাও অতি সুশৃঙ্খল ভাবে ও সানন্দে এই সব সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছে। মহাত্মারা আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে, আমরা হয়ত তাঁহাদের চরণে কোন গুরুতর সেবাপরাধ করি নাই, অথবা করিয়া থাকিলেও তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক ঔদার্য্য গুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫)

পূর্ণাহুতি

সাধুমহাত্মাদের আগমনের পর হইতেই কাশীর আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তদের সমাগম হইতে আরম্ভ হয়। বোম্বাই, গুজরাট, আমেদাবাদ, পঞ্জাব, দিল্লী, দেরাদুন, আলমোড়া, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জামসেদপুর, কলিকাতা, ঢাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এই ভক্তদের মধ্যে সকল বর্ণের এবং সকল শ্রেণীর লোকই ছিল। একদিকে যেমন সোলন এবং শুকেতের রাজা এবং আমেদাবাদের কোটি-পতিরা ছিলেন, অন্যদিকে আবার মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থ, নিঃস্ব এবং পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বহারার দলও ছিল। মায়ের ভক্তদের মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত, কিন্তু তাই বলিয়া অৰ্দ্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের সংখ্যা যে একেবারেই নগণ্য ছিল তাহাও নয়। সমবেত ভক্তদের মধ্যে যেমন সর্ব্বোচ্চ আদালতের জজ, ব্যারিষ্টার, এ্যাটর্ণি হইতে আরম্ভ করিয়া স্কুল কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক প্রভৃতি ছিলেন, তেমনি আবার বর্ত্তমান সভ্যতার সংস্পর্শ বর্জ্জিতা, মুক্তপ্রকৃতির কোলে লালিতাপালিতা, শুদ্ধা, সরলপ্রাণা পাহাড়ী স্ত্রীলোকের দলও ছিল। আলমোড়া হইতে আটজন পাহাড়ী স্ত্রীলোক আসিয়াছিলেন যাঁহাদিগকে আমরা মায়ের "অষ্ট সখী" বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহারা মাকে "চিত্তচোর" বলিয়া ডাকিতেন। ইহাদের বেশভূষার কোন পারিপাট্য নাই, সহজ সরল ভাব। ইহারা সকলেই মায়ের জন্য কিছু কিছু জিনিষ লইয়া আসিয়াছিলেন,—কেহ তিল, কেহ চাউল, কেহ চিড়া ইত্যাদি। ইহারা ইহাদের ক্ষেতে এই সব তিল, চাউল ইত্যাদি ফলাইয়া নিজেরাই ঝাড়িয়া বাছিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। যজ্ঞের জন্য ছোট ছোট টিনের কৌটায় ঘৃত এবং প্রদীপের সলিতাও লইয়া আসিয়াছিলেন। এই সব সলিতার সংখ্যাও কম ছিল না। কেহ এক লক্ষ, কেহ ২৫ হাজার, কেহ দশ হাজার কেহ বা ২।১ হাজার করিয়া সলিতা আনিয়াছিলেন। মা এগুলিরও সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূর্ণাহুতির দিন এই সকল সলিতা ঘৃতসিক্ত করিয়া কয়েকখানি বড় বড় পরাতে উহা রাখিয়া উহা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিদেবকে আরতি করিয়া ঐগুলিকে মালাকারে যজ্ঞশালায় সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। ঐদিন ঐগুলিও একটি দর্শনীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কতখানি প্রাণের টান থাকিলে মায়ের জন্য এই সকল জিনিষ নিজ হাতে তৈয়ার করিয়া শীতের মধ্যে দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করিয়া এতদূর হইতে আসা সম্ভব হয় তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। তাঁহাদের এই শ্রদ্ধার ডালি দেখিয়া কেহ কেহ ইহাকে বিদুরের খুদের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। কেহ বা এগুলিকে ধনাঢ্যদের মহার্ঘ্য উপ-ঢৌকনের চেয়ে অধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এই সব বিচিত্র জন-সঙ্ঘ দেখিলে যেমন আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, তেমনি মায়ের যে কি এক বিরাট আকর্ষণী শক্তি তাহাও কিছু কিছু উপলব্ধি করা যায়।

পৌষমাসের প্রথম হইতেই কিছু কিছু করিয়া ভক্ত সমাগম হইতে থাকে। পূর্ণাহুতির দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল ভক্তদের সংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। তখন নিত্য আগত লোক সংখ্যা ৫০।৬০ জন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিকে ২০০।২৫০ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাবে আশ্রমে প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। এতগুলি লোককে আশ্রমে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া আমরা আশ্রমের আশেপাশে এবং আশ্রম হইতে অনতিদূরে প্রায় ২৫।৩০ খানি বাসা ভাড়া করিয়াছিলাম। শীতকাল বলিয়া স্বল্প পরিসরের মধ্যে অধিক সংখ্যক লোকের স্থান করা সম্ভব হইয়াছিল। অধিকাংশ বাসাতে বৈদ্যুতিক আলো ছিল না বলিয়া আমাদিগকে হারিকেন লণ্ঠন, মোমবাতি প্রভৃতি দিতে হইয়াছিল। কোন কোন স্থানে তক্তপোষ, খাটুলী, মাদুর প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। জল ইত্যাদি রাখিবার জন্য শত শত বালতি, ঘটি প্রভৃতি দিতে হইয়াছিল। যাঁহারা আবার আশ্রমে প্রসাদ না পাইয়া নিজেদের রান্না নিজেরাই করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও বাসনপত্র, চুলা, কয়লা প্রভৃতি যোগাড় করিয়া দিতে হইয়াছিল।

আশ্রমে প্রতি বেলায় প্রায় সহস্র লোক প্রসাদ পাইতেন। হলঘরের নীচে যে তিনটি প্রকোষ্ঠ ছিল উহার একটিতে রান্নার অপর দুইটিতে বসিয়া প্রসাদ পাওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও রন্ধনের ব্যবস্থা ছিল। ৺অন্নপূর্ণার যে ভোগরন্ধন হইত উহা হইতে শ' সোয়া শ' লোক প্রসাদ পাইতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে সাধারণতঃ বিধবারাই প্রসাদ পাইতেন। কন্যাপীঠের মধ্যেও অধিক পরিমাণে রান্নার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকদিগের আহারের সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমায়ের জন্য যে ভোগ রান্না হইত তাহা হইতেও ভক্তগণ প্রসাদ পাইতেন। তাহা ছাড়া আমাদের আশ্রমের সংলগ্ন যে দুইটি জৈন মন্দির আছে উহার কর্ত্তৃপক্ষ দয়া করিয়া ঐখানে আমাদের ভক্তদের জন্য কতকগুলি কোঠা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঐখানে যে রান্না হইত তাহাতেও শত শত লোক প্রসাদ পাইতেন। অবশ্য আশ্রমের হলঘরের নীচেই অধিক সংখ্যক লোক আহার করিতেন। ৺অন্নপূর্ণা, কন্যাপীঠ এবং শ্রীশ্রীমায়ের ভোগ ব্যতীত আর সমস্ত রান্নাই পাচক দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। ইহারা যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাঁড়ি এবং কটাহে রান্না চাপাইয়া দিত তখন উহা দেখিলেও মনের উপর এক বিরাট ভাবের ছাপ আসিয়া পড়িত। একটি প্রকাণ্ড কটাহে হয়ত এক টিন তৈল ঢালিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর উহার মধ্যে বিভিন্ন তরকারী যাহা কাটিয়া কুটিয়া রাখা হইত তাহা এক একবারে ৬ মণ পরিমাণ ফেলিয়া দিয়া যখন প্রকাণ্ড খন্তি দিয়া ঘোঁটা হইত, তখন ঐ দৃশ্য দেখিয়া আমার মহাভারতের যক্ষযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নোত্তর মনে পড়িয়া যাইত। যক্ষ (ছদ্ম-বেশী ধর্ম্ম) যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "কা চ বার্ত্তা,—বার্ত্তা কি ?" যুধিষ্ঠির উত্তর দিয়াছিলেন "সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিদিবারূপ কাষ্ঠ প্রজ্জ্বলিত করিয়া মহামোহ-রূপ কটাহে মাসঋতুরূপ হাতাদ্বারা ঘুঁটিয়া কাল প্রাণিগণকে পাক করিতেছে,—ইহাই বার্ত্তা।" আমাদের বার্ত্তা অবশ্য উক্তরূপ না হইলেও পাকপ্রণালীটা জগতের বিরাট বার্ত্তা স্মরণ করাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই ব্যাপারের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্বামী পরমানন্দজী। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য অর্থের প্রয়োজনও বিরাট রকমেরই ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যতদিন যজ্ঞ চলিতে-ছিল ততদিন কোন সময়েই অর্থের প্রাচুর্য্য আমাদের হয় নাই। অবশ্য অর্থাভাবে অচল অবস্থাও কখনও হয় নাই। যখন আশ্রমে প্রতিদিন দলে দলে ভক্তসমাগম হইতে লাগিল তখন কমল ব্রহ্মচারী (যিনি এই যজ্ঞের হিসাবপত্রাদি রাখিতেন এবং আগন্তুকদের তত্ত্বাবধান বিশেষভাবে করিতেন) একদিন তাঁহার ক্ষীয়মান ভাণ্ডার লক্ষ্য করিয়া আমাকে আসিয়া বলিলেন, "দিদি, এই যে দলে দলে সাধু এবং ভক্তগণ আশ্রমে আগমন করিতেছেন ইঁহাদের সেবার উপায় কি? ভাণ্ডার ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শূন্যপ্রায়।" তাঁহার মধ্যে হতাশের ভাব লক্ষ্য করিয়া আমি বলিলাম, "চিন্তা কর কেন? ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই। দেখিতেছ ত মায়ের কৃপায় উপস্থিত মত সবই হইয়া যাইতেছে।" যে দিন এই কথা হইয়াছিল সেইদিনই, কি তাহার পর দিন, এলাহাবাদ হইতে নীরজ বাবুর স্ত্রী আসিলেন। তিনি আসিয়া আমার হাতে ২৫০৲ দিয়া বলিলেন যে ঐ টাকা আমি যেন যজ্ঞের কোন কাজে লাগাইয়া দেই। আমিও ঐ টাকা কমলকে দিয়া হাসিয়া বলিয়াছিলাম, "তোমার ত অর্থের জন্য খুব চিন্তা হইয়াছিল এই নাও অর্থ। ইহা সাধুসেবায় লাগাইয়া দাও।" ইহা শুনিয়া কমল হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, "দিদি, এই ২৫০৲ টাকায় আড়াই দিনও যাইবে না।" বাস্তবিক ব্যাপার ঐরূপই ছিল। পরে যখন অধিক সংখ্যায় ভক্ত সমাগম হইতে লাগিল তখন আমাদের দৈনিক খরচ ৫০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকায় গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। যদিও এই যজ্ঞের খরচ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রাখা হয় নাই তবুও খুব সংযত ভাবে বলিতে গেলে মনে হয় যে এই যজ্ঞে প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

উৎসব এবং আহারাদির ব্যয় ব্যতীত মায়ের নির্দ্দেশ মত আশ্রমে যখন যাহা হইয়াছে তাহা সমস্তই যেন রাজোচিত ভাবে হইয়াছে। যে সকল মহাত্মা এবং ভক্তগণ যজ্ঞোপলক্ষ্যে আশ্রমে আসিয়া সমাগত হইয়াছিলেন ইঁহাদিগকে মায়ের আদেশ মত যজ্ঞের আশীর্ব্বাদী বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল। কাহাকেও কাহাকেও গরদের ধুতি এবং চাদর, কাহাকেও কাহাকেও মিল এবং তাঁতের ধুতি চাদর, মহিলাদিগের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও গরদের এবং সিল্কের শাড়ী, কাহাকেও কাহাকেও তাঁত এবং মিলের সুন্দর সুন্দর শাড়ী, ছোট কুমারী মেয়েদিগকে জামা এবং গরম ফ্রক, মেয়েদিগকে শাড়ী, গরম সোয়েটার, জামা ইত্যাদি; ব্রহ্মচারিদিগকে সিল্কের নামাবলি কম্বল এবং সাধুমহাত্মাদিগকে শাল ইত্যাদি দেওয়া হইয়াছিল। মা অবশ্য ধনভাণ্ডারের বলাবল পর্য্যালোচনা করিয়া কোন আদেশ দিতেন না; কিন্তু ইহা সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে যখনই মা যাহা কিছু নির্দ্দেশ দিয়াছেন উহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সাহায্য যেন আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল আশীর্ব্বাদী বস্ত্র ক্রয় করিতে প্রায় সহস্রাধিক টাকা লাগিয়াছিল। তাহা ছাড়া ভক্তগণ মাকে সময় সময় যে সকল মূল্যবান জামা, কাপড়, চাদর, কম্বল, সোয়েটার ইত্যাদি দিয়াছিলেন সে সমস্তই এই সঙ্গে বিলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এগুলির সংখ্যাও শতাধিক হইবে। পূর্ণাহুতির দিন অধিকাংশ ভক্তই এই সকল আশীর্ব্বাদী বস্ত্র পরিধান করিয়া উৎসব দেখিতে আসিয়াছিলেন। মাতৃদত্ত সাজে সজ্জিত এই সকল ভক্তদের স্মিতানন যজ্ঞোৎসবের শোভাকে আরও যেন উজ্জ্বলতর করিয়াছিল।

দুই বেলাই আশ্রমে সহস্রাধিক লোক প্রসাদ পাইতেন। তাহা ছাড়া ভোর হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ এবং কীর্ত্তনাদিতে সময় অতিবাহিত হইত। এই জন্য যে আশ্রমে খুব একটা হট্টগোল হইত তাহা নহে। যাহাদের উপর এই সমস্ত কর্ম্মের ভার ছিল তাহারা যেন যন্ত্রবৎ এই সকল কাজ করিয়া যাইত। ইহার জন্য তাহাদের মধ্যে বিরক্তি বা অবসাদের ভাব নাই। সর্ব্ব বিষয়ে যেন তাহারা নিশ্চিন্ত এবং নির্ভয়। ইহাও যে শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। শ্রীশ্রীমা ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি এবং উৎসাহ উদ্বোধিত করিবার জন্য মাঝে মাঝে বলিতেন, "তোমরা যখন যে কাজ করিবে সেবার ভাব হইতেই তাহা করিবে। মনে করিবে যজ্ঞেশ্বরই নানা ভাবে সেবা গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সর্ব্বরূপে একমাত্র তিনিই ত। তোমরা তাঁহার সেবক মাত্র। তাই তোমাদের কার্য্যে যাহাতে আলস্য, শিথিলতা বা ক্রোধ ইত্যাদির ভাব প্রকাশ না পায় সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে। সর্ব্বদা সংযত হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্বক্ষণ এই ভাবনা মনে জাগরিত রাখিবে যে যজ্ঞেশ্বর কৃপা করিয়া তোমাদিগকে এই সেবায় ব্রতী করিয়াছেন ও এই সেবার অধিকার দিয়াছেন। এবং প্রার্থনা করিবে তোমাদের সেবা যেন নিখুঁত ভাবে পূর্ণাঙ্গ হয়। মনে রাখিও নিখুঁত ভাবে সেবা হইলে সব (অর্থাৎ নানাত্ব) চলিয়া যায়। তা'ই সেবায় আনন্দ প্রকাশের প্রয়োজন।

"আবার কর্ম্মের দিক হইতে যদি এই সেবাকে দেখ তবে দেখিবে যে ইহাও এক প্রকার যজ্ঞ; কারণ কর্ম্ম মাত্রই যজ্ঞ। কর্ম্মের ভাব প্রথম জাগরণ হয় মনে। যখন উহা কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা হয় তখন উহাই হইল আহুতি। কর্ম্মের সমাপ্তি হইল পূর্ণাহুতি। কর্ম্ম করিয়া যে ফল পাওয়া যায় উহাকে যজ্ঞফল বলিতে পার। এইভাবে দেখিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া সর্ব্বক্ষণ যজ্ঞ চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য যে কর্ম্ম করা হয় উহা হইল সকাম যজ্ঞ, এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কর্ম্মের ফলে বাসনা পূর্ণ হয়ও। কারণ ক্রিয়ার ফল ত হইবেই, কিন্তু সমস্ত জীবজগতের ইষ্টপ্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম বা যজ্ঞ করা হয় তাহাই হইল মহাযজ্ঞ। এই কর্ম্মের পূর্ণতাই হইল পূর্ণাহুতি এবং ইহার ফল হইল যজ্ঞেশ্বরের প্রকাশ, ইষ্টের প্রকাশ। ইষ্ট কি? না, যেখানে অনিষ্টের স্থান নাই, অথবা যেখানে ইষ্ট অনিষ্ট বলিয়া কোন প্রশ্ন নাই। একমাত্র যিনি সদা প্রকাশিত আছেন তাঁহারই পরশে সরস। তিন বৎসর যাবৎ এই যে যজ্ঞ চলিতেছে ইহাতে তোমরা যে যাহা করিয়াছ, উহা সামান্যই হউক আর বৃহৎ হউক, তাহা সমস্তই যজ্ঞ হিসাবে করা হইয়াছে মনে কর।"

এই প্রসঙ্গে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই যজ্ঞের ফল কি?" মা ইহার উত্তর স্পষ্ট ভাবে না দিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, "দেখ, অগ্নিদেব যে এই ভাবে প্রকাশিত হয়ে এতদিন পর্য্যন্ত সেবা নিলেন ইহা কি একেবারেই অর্থশূন্য? ঐ অগ্নিকে যে এক মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া একটা কথা আপনা-আপনি বাহির হইয়া গিয়াছিল, উহা কি শুধুই কথার কথা? নিশ্চয় জানিও যাহা যাহা হচ্ছে, তাহা তাঁহার রাজ্যের, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্পষ্ট অস্পষ্ট সমগ্র নিয়াই কোন ব্যাপার। তিনি এই যাহা কিছু করাচ্ছেন ইহাকে ছেলে খেলা মনে করো না। যোগাযোগটা কি একটু দেখ্তে পাচ্ছ না? লোকে ইচ্ছা কর্লেই কি এমনি যোগাযোগ সৃষ্টি কর্তে পারে? দেখ্তেই ত পাচ্ছ তিনি এইরূপে প্রকাশিত হবেন বলে যা' দরকার তা' আপনা-আপনি করিয়ে নিচ্ছেন। সকলের ভিতর দিয়ে একমাত্র তিনিই কৃপা কর্ছেন। এইভাবে দেখ্তে অভ্যাস কর্লে একদিন সমগ্র ব্যাপারেরই সুমীমাংসা পেয়ে যাবে।" মায়ের এই সকল উপদেশ যে কর্ম্মীদের মধ্যে রসায়নের মত কাজ করিয়া তাহাদের কর্ম্মশক্তিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিত তাহা বলাই বাহুল্য। এই জন্যই তাহারা সংযত চিত্তে এবং পরম আনন্দে তাহাদের কর্ত্তব্যগুলি দিবারাত্র পালন করিয়া যাইত।

পূর্ণাহুতির দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল ভক্ত এবং কর্ম্মীদের উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পাইতেছিল। সকলেই যে-কোন ভাবে নিজকে এই যজ্ঞ ব্যাপারে নিয়োগ করিতে পারিলে যেন কৃতার্থ মনে করিতেন। পূর্ণাহুতির দিন ধ্বজ এবং পতাকাগুলি নূতন করিয়া করিতে হইবে, তা'ই মেয়েরা সোৎসাহে ঐগুলি নূতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তৈয়ার করিতে লাগিয়া গেল। শ্রীমতী রেণুকা দেবী সুন্দর সুন্দর সাটিনের কাপড়ের ধ্বজপতাকাগুলির উপর তুলিকা দ্বারা দেবতাদের বাহন এবং অস্ত্রগুলি সুন্দর করিয়া চিত্রিত করিয়া দিল, এবং সূচীবিদ্যায় পারদর্শিনী কুমারী বীথিকা দেবী ঐগুলিকে বিভিন্ন রংএর রেশমী সূত্র দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া প্রত্যেকটি চিত্রকে এক একটি দর্শনীয় আলেখ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সমস্ত ধ্বজ ও পতাকাগুলি প্রস্তুত করিবার ভার এবং ঐগুলির ব্যয়ভার একমাত্র লছমী রাণীই বহন করিয়াছিল। মহাধ্বজটি প্রায় শতাধিক টাকা খরচ করিয়া বিচিত্র বর্ণের বানারসী শাড়ীর টুকরা দিয়া তৈয়ার করিয়া উহার প্রান্তদেশে জরির ঝালর ও একগোছা রূপার ঘুঙ্গুর লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার ব্যয়ভার শ্রীমতী শীলা এবং উদাস ব্রহ্মচারিণী বহন করিয়াছিল।

পূর্ণাহুতির দিন গায়ত্রী দেবীকে রাজোপচারে পূজা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই জন্য দেবীকে বস্ত্র ও অলঙ্কার যাহা যাহা দেয় তাহা সমস্তই ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইয়াছিল। দেবীর পরিচ্ছদের মধ্যে কাঁচুলির নাম শাস্ত্রে উল্লেখ আছে; কিন্তু ঐ জিনিষটি যে কি তাহা আমাদের জানা ছিল না। শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় কোনও রূপ অঙ্গহানি হইবার উপায় নাই, তা'ই আমরা কাঁচুলির সন্ধানও পাইয়া গেলাম। গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে শান্তি দেবী বলিয়া একটি মহিলা সর্ব্বদাই আশ্রমে আসিতেন। তিনি এই কাঁচুলি তৈয়ার করিতে জানেন শুনিয়া তাঁহার উপরই ইহা প্রস্তুত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তিনিও ইহা খুব সুন্দর করিয়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। উহা তৈয়ার হইলে দেখা গেল যে কাঁচুলি গায়ের একটি আঁটসাঁট জামা ব্যতীত আর কিছু নয়। তবে ইহার ছাট্‌কাট এবং সেলাইয়ের একটু বিশেষত্ব আছে। বস্ত্র এবং অলঙ্কার ব্যতীত দেবীর জন্য খাট, শয্যা, তৈজসপত্র, রৌপ্যনির্ম্মিত সোয়া সের পরিমিত জিনিষ ধরে এইরূপ একটি মধুপর্কের বাটী এবং রূপার এক সেট্ বাসন পত্র সংগ্রহ করা হইল। চন্দন কাষ্ঠের অগ্নিতে যাহাতে পূর্ণাহুতি হয় সেইজন্য কেহ ১০ সের, কেহ ২০ সের, কেহ বা সামান্য কিছু চন্দন কাষ্ঠ আনিয়া দিতে লাগিলেন। এই ভাবে পূর্ণাহুতির আয়োজন চলিতে লাগিল।

পূর্ণাহুতির পূর্ব্বদিন রাত্রিবেলা যখন সৎসঙ্গ শেষ হইয়া গেল, তখন মায়ের নির্দ্দেশমত সমস্ত আশ্রমখানা ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া উহার উপর গঙ্গাজল ছিটাইয়া দেওয়া হইল এবং এই সময় হইতেই আশ্রম এবং যজ্ঞশালাটিকে ফুল দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাজাইতে আরম্ভ করা হইল। অনেকেই এই কার্য্যে সানন্দে যোগ দিলেন। যজ্ঞশালার ভিতরে ও বাহিরে ফুলের মালা দিয়া এমন ভাবে সাজান হইল যে দূর হইতে ইহাকে দেখিলে একটি প্রকাণ্ড পুষ্পস্তবক বলিয়া ভ্রম হইত। আশ্রমের সৌধাবলীর গাত্রেও লহরে লহরে পুষ্পপত্রের বিচিত্র মালা নানা ভাবে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। আশ্রম-অঙ্গনের উর্দ্ধদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফুলের মালা শোভা পাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আশ্রমখানি এক বিরাট পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইয়া গেল। উর্দ্ধ অধঃ যে দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় সেই দিকেই বিকচ ফুলের কমনীয় বিলাস। এই যজ্ঞোপলক্ষ্যে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রার পুষ্পমাল্য ক্রয় করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য লোকে যে পরিমাণ মালা ক্রয় করিয়া মাকে এবং সাধুসন্তদিগকে দিয়াছেন উহা গণনা করিলে বলিতে হইবে যে এই যজ্ঞোপলক্ষে আশ্রমে প্রায় ৫।৬ হাজার টাকার কেবল ফুলের মালাই ব্যবহৃত হইয়াছে।

যজ্ঞশালার দক্ষিণ দিকে একটি স্থান দেখাইয়া মা ঐখানে মহাত্মাদের বসিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে ঐ দিকটা একটি বেষ্টনী দিয়া ঘিরিয়া মহাত্মাদের জন্য উচ্চাসনের ব্যবস্থা করা হইল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য ঐখানে গালিচা ইত্যাদি পাতিয়া দেওয়া হইল। অন্যান্য সকলের জন্যও যথোচিত বসিবার ব্যবস্থা করা হইল। আবার মায়ের নির্দ্দেশ মতই দানের জিনিষ পত্র যজ্ঞশালার উত্তর দ্বার দিয়া যজ্ঞশালার ভিতরে নিয়া রাখা হইল। কোথায় কোন কোন জিনিষ রাখিতে হইবে তাহা মা-ই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন।

পূর্ণাহুতির পূর্ব্বদিন রাত্রিতে নাকি ঘুমাইতে নাই। গীতবাদ্য সহকারে আমোদাদি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করাই নাকি শাস্ত্রীয় বিধি। আমাদেরও সেই ব্যবস্থা হইয়াছিল। এইদিন রাত্রিতেই গুজরাটী মহিলারা মাকে গরবানৃত্য দেখাইয়াছিলেন। তাঁহাদের নৃত্য শেষ হইলে মেয়েরা হলঘরে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছিল। কেহ কেহ আবার যজ্ঞশালার চতুর্দ্দিকে আলিপনা দিয়া চিত্রিত করিয়াছিল। এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিল শ্রীমতী ইলা। রাত্রি ১টার পর হইতে ছেলেরাই কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিল। আমাদের কাহারও চক্ষে নিদ্রার লেশমাত্র ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া শরীরে কোন গ্লানিও ছিল না। শ্রীশ্রীমা আমাদের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রয়োজনানুরূপ কাজকর্ম্মের নির্দ্দেশ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। এই ভাবে রাত্রি ৪টা বাজিয়া গেলে ব্রহ্মচারিগণ গঙ্গাস্নান করিতে গেল। আজ তিন বৎসর যাবৎ তাহারা এই সময়েই গঙ্গাস্নান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আসিতেছে। ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আজ গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল। তাহারা ধূপাদি জ্বালাইয়া উষাকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশ তপ্তকাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং রজনী সুপ্রভাত হইল।

আজ ৩০শে পৌষ, ১৩৫৬ সন (ইং ১৪।১।৪৯) পূর্ণাহুতির দিন। দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ যে মহান্ যজ্ঞ চলিয়া আসিয়াছে আজ তাহার পরিসমাপ্তির দিন। ইহার জন্য একদিকে প্রাণ যেমন নাচিয়া উঠিল আবার আড়ম্বরহীন আগামীকল্যের বিষয় চিন্তা করিয়া মনটা মাঝে মাঝে বিষাদগ্রস্ত হইতে লাগিল। কারণ এই তিন বৎসর ব্যাপী সাহচর্য্যের ফলে যজ্ঞ আমাদের জীবনে এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতেই দলে দলে নরনারী আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। যাহারা গতকল্য রাত্রিতে এখানে ছিল না তাহারা আশ্রমের সাজসজ্জা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। রাতারাতির মধ্যেই যেন আশ্রম-খানি কুসুমে সজ্জিত একটি মায়াপুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যজ্ঞশালার উপরে বিচিত্র বর্ণের রেশমের ধ্বজপতাকাগুলি প্রভাত সমীরণে দুলিতেছে। রৌপ্য নূপুর সংযুক্ত মহাধ্বজটি সগৌরবে নীলাকাশে দণ্ডায়মান থাকিয়া রুণুঝুনু শব্দে কি যেন এক মধুর বাণী প্রচার করিতেছে। যজ্ঞশালার মধ্যে চারি কোণের চারিটি বেদীর উপরে জরীর কাজ করা রেশমের চাঁদোয়া শোভা পাইতেছে। এই সকল লক্ষ্য করিয়া সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিল যে আজ এবং গতকল্যের মধ্যে কি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান!

এক ঘন্টার মধ্যেই আশ্রমখানি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। মহাত্মারা আসিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের কপালে চন্দনের ফোঁটা এবং গলায় পুষ্পমাল্য পরাইয়া দেওয়া হইল। মহাত্মারা ব্যতীত গণ্যমান্য আরও অনেকে ঐখানে আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদিগকেও ঐরূপ চন্দন এবং মাল্য দ্বারা অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল। আশ্রমপ্রাঙ্গনে তিলার্দ্ধ ধারণেরও স্থান নাই। আশ্রমের দ্বিতল ও ত্রিতলের বারান্দাতেও অগণিত নরনারী। সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণাহুতির দ্রষ্টা সাধু মহাত্মাগণ।

পূর্ণাহুতির সময় হোতাগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔৎসুক্যপূর্ণ লোচনে যজ্ঞশালার দিকে চাহিয়া আছে। মাঝে মাঝে নারীগণের উলুধ্বনি, কুমারীগণের পঞ্চ শঙ্খধ্বনি এবং ব্যাণ্ডবাদ্য হইতে লাগিল। এই পূর্ণাহুতি উপলক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচারী শৈলেশ একটি গান রচনা করিয়া ছিল। শ্রীমতী বেলুন উহাতে সুরসংযোগ করিয়া অন্যান্য মেয়েদের সহিত ঐ গানটি কয়েকবার গাহিলে সকলেই শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

এদিকে যজ্ঞশালার অভ্যন্তরে বিভিন্ন দেবতাদের যোড়শোপচারে পূজার জন্য পূজোপকরণ এবং ফল পরাতে পরাতে সাজাইয়া আনিয়া স্তুপীকৃত করা হইতেছিল। ব্রহ্মচারীরা শ্রীশ্রীমায়ের দত্ত আশীর্ব্বাদী নামাবলী গায়ে দিয়া ঐ সব জিনিষ যথাস্থানে রাখিয়া পূজারম্ভের বন্দোবস্ত করিতেছিল। যজ্ঞের প্রারম্ভ হইতে পূর্ণাহুতির দিন পর্য্যন্ত যাহারা কোন না কোন সময়ে এই যজ্ঞে আহুতি দানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই মা ডাকাইয়া আনিয়া আজ একত্র করিয়াছেন। পূর্ণাহুতির কয়েকদিন পূর্ব্বে মা আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ্, কে যেন এই দেহকে একটা পিতলের বড় পিচ্‌কারী দিয়াছিল, ঐ পিচ্‌কারীটা ঠিক করিয়া রাখিস ত।" মা কেন যে ঐ কথা বলিয়াছিলেন তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। তবুও মায়ের আদেশ মত পিচকারীটা একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় রাখিয়া দিয়াছিলাম। পূর্ণাহুতির দিন যজ্ঞশালার মধ্যে যখন বিভিন্ন দেবতার পূজা চলিতেছিল তখন মা ঐ পিচকারীটি এবং এক বালতি গঙ্গা জল আনিতে বলিলেন। আমি শ্রীমতী বুনীকে পিচকারীটি আনিতে উপরে পাঠাইলাম। সেও অতি অনিচ্ছা সত্ত্বে উপরে গেল, কারণ তাহার মনে মনে ভয় যে তাহার অসাক্ষাতে বা পূর্ণাহুতি হইয়া যায়। যাহা হউক, পিচ্‌কারী এবং গঙ্গাজল আনা হইলে বাটুক দাদা উহা দেখিয়া খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি মুখে কিছু না বলিয়া তখনই গঙ্গাজলের সহিত দুগ্ধ মিশাইয়া রাখিয়া উপস্থিত পূজাদির কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। দেবতাদির পূজা শেষ হইতে বেলা প্রায় ১০টা বাজিয়া গেল। তখন ব্রহ্মচারিগণ যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে বসিয়া সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া আমরাও কয়েকজন যাহারা শাস্ত্রীয় বিধি মতে উপবীত ধারণ করিয়াছিলাম,—যথা উদাস ব্রহ্মচারিণী, নিরুপমা (আচার্য্যসহধর্ম্মিণী) এবং আমি—আমরাও যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলাম। ইহার পরই পূর্ণাহুতির আয়োজন হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। ঘৃত এবং চন্দনকাষ্ঠসংযোগে যজ্ঞাগ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। মায়ের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারিগণ একখানা বেনারসী শাড়ী যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। যেন ঐ ভাবে কুণ্ডস্থিতা গায়ত্রী দেবীকে শাড়ী পরাইয়া দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিমেষ মধ্যেই অগ্নিদেব উহা অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন। ঐ শাড়ীখানা পরলোকগতা সোলনের রাণী সাহেবা মাকে অনেকদিন পূর্ব্বে দিয়াছিলেন। ইহার পর একটি নারিকেল ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহাকে রূপার তবকে মুড়িয়া রক্তবর্ণ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া স্রুকের মধ্যে বসাইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদ্বারা পূর্ণাহুতি দেওয়া হইল। পরে স্বর্ণজিহ্ব স্রুক্ সাহায্যে অগ্নি মধ্যে ঘৃতধারা দেওয়া আরম্ভ হইল। প্রায় ১৬ সের ঘৃত দ্বারা এই ধারা দেওয়া হইয়াছিল। একে ত ঘৃত অগ্নিদেব কুণ্ডমধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিলেন, এইবার ঘৃতধারা পাইয়া তিনি শতজিহ্ব হইয়া সবেগে উর্দ্ধ দিকে ধাবিত হইয়া মহাধ্বজদণ্ডের পাদদেশে গিয়া স্পর্শ করিলেন। সেখানে যে ফুলের মালা চাঁদোয়ার মত ছিল তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া গেল। যজ্ঞশালার উপরে যে কাঠের ছাউনি ছিল তাহাতেও অগ্নিসংযোগের উপক্রম হইল। আচার্য্য ক্ষিপ্রহস্তে পিচ্‌কারীর সাহায্যে ঐখানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে দিলেন না। এই ভাবে এই দীর্ঘ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইল। পূর্ণাহুতি দিয়া আচার্য্য শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা, আপনি আজ সন্তানের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। পূর্ণাহুতির সময় কখনও কখনও যে অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহা আমার জানা থাকিলেও শাস্ত্রীয় বিধান মত গঙ্গাজল এবং দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রাখা যে আবশ্যক বিস্মৃতি বশতঃ আমি তাহার কোন ব্যবস্থা পূর্ব্বে করি নাই। ঐ ব্যবস্থা আপনিই করিয়াছেন এবং করিয়াছেন বলিয়াই আজ এক বিষম সঙ্কট হইতে আমরা সকলে রক্ষা পাইলাম! তাহা না হইলে আজ কি যে বিপত্তি হইত তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া গতকল্য যখন দানের জিনিষ পত্র যজ্ঞশালায় আনয়ন করা হয় তখন আপনিই নির্দ্দেশ দিয়া ঐ সকল দ্রব্য উত্তর দ্বার দিয়া যজ্ঞশালার মধ্যে আনয়ন করাইয়াছিলেন। ইহাই যে শাস্ত্রবিধি তাহা বলাই বাহুল্য। যখন যে নির্দ্দেশ আপনার শ্রীমুখ হইতে বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছি উহা সমস্তই শাস্ত্রানুগত। বিস্মৃতি বশতঃ যজ্ঞ সম্বন্ধে করণীয় কোন সামান্য অংশও আমা দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

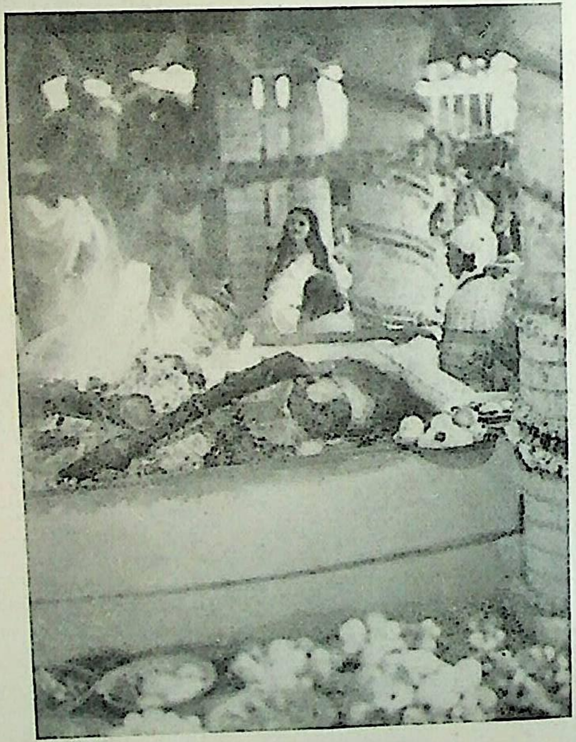

পূর্ণাহুতির সময় যজ্ঞশালার আভ্যন্তরীন দৃশ্য

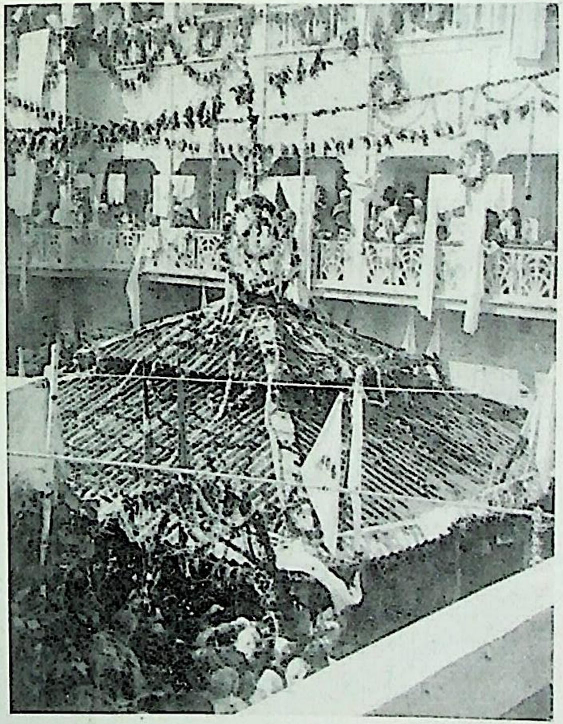

পূর্ণাহুতির সময় যজ্ঞশালা ও আশ্রমের অপূর্ব্ব দৃশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

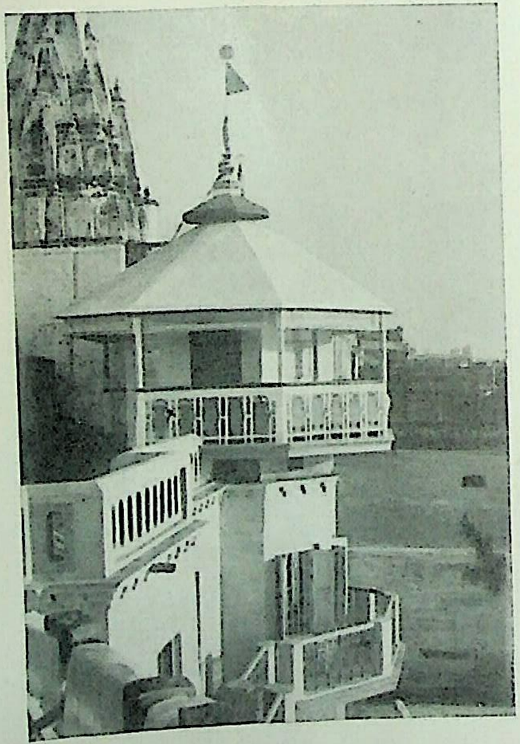

কাশী আশ্রমে যজ্ঞের অগ্নি রক্ষার্থে
নব নির্ম্মিত মন্দির।

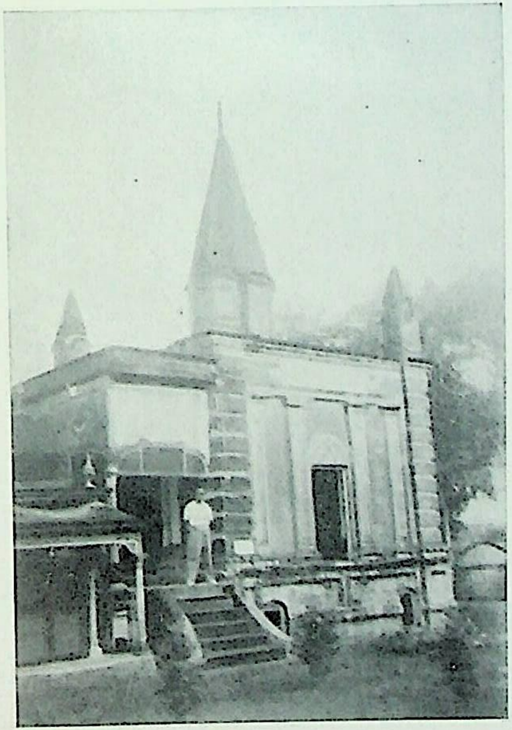

রমনা আশ্রম, ঢাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোভাযাত্রায় সাধুগণসহ শ্রীশ্রী মা।

শোভাযাত্রায় নরনারীর কীর্ত্তন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলে সদাজাগ্রত আপনি তাহা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাই মনে হয় আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি এই মহাযজ্ঞে আচার্য্য হইবার অধিকার পাইয়াছি। এ পর্য্যন্ত আমি অনেক যজ্ঞ করিয়াছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত না করিয়া আমি একথা বলিতে পারি যে এরূপ আর একটি যজ্ঞ "ন ভুতো ন ভবিষ্যতি।" আচার্য্যের এই স্বতঃস্ফূরিত আত্মনিবেদন শুনিয়া মা সহাস্য বদনে স্নিগ্ধদৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন।

পূর্ণাহুতির পর মায়ের আদেশ অনুসারে একটি কুমারীকে স্বর্ণ এবং রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিত এবং রেশমবস্ত্রাদি ও পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করিয়া যজ্ঞশালায় আনয়ন করা হইয়াছিল এবং তাহাকে ঐখানে শয্যা ও তৈজসপত্রাদি দান করিয়া ষোড়-শোপচারে পূজা করা হইয়াছিল। অতঃপর গায়ত্রী দেবীকে বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি সহ সোয়ামন চাউলের এক অন্নভোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং ঐ সকল ভোগ রূপার থালায় ও বাটীতে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিকালের দিকে মা স্বহস্তে এই প্রসাদ সকলকে বিতরণ করিয়াছিলেন।

আর একটি কথা উল্লেখ করিয়া এই মহাযজ্ঞের বিবরণ পরিসমাপ্ত করিতে ইচ্ছা করি। পূর্ণাহুতির সময় অগ্নিদেব যখন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইয়াছিলেন তখনই শ্রীশ্রীমায়ের আদেশে ঐ শিখা হইতে নূতন করিয়া অগ্নি আহরণ করিয়া রাখা হয় এবং ঐ দিনই উহা আশ্রমস্থ নূতন যজ্ঞমন্দিরের যজ্ঞকুণ্ডে বিধিপূর্ব্বক স্থাপন করা হয়। সাবিত্রী যজ্ঞের ২৩ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অগ্নিদেব যেমন নিত্যহোম দ্বারা সৎকৃত হইয়া আসিতেছিলেন, এই মহাযজ্ঞের অবসানের পরও তাঁহার নিত্যহোম দ্বারা সেবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ সমস্তই শ্রীশ্রীমায়ের নির্দ্দেশ মত হইয়াছে। জানি না কি উদ্দেশ্যে মা এসব করাইতেছেন।

মহাযজ্ঞের পর নাকি নগরকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। সেইজন্য পূর্ণাহুতির পরদিন শ্রীশ্রীমাকে লইয়া ভক্তগণ নগরকীর্ত্তনে বাহির হন। মাকে একখানি জুড়ি গাড়ীতে বসান হইয়াছিল। মায়ের সঙ্গে ছিলেন স্বামী শরণানন্দ, স্বামী পরমানন্দ, গোপাল দাদা, দিদিমা, বাটুক দাদা এবং নেপাল দাদা। সঙ্গে আরও দুই তিন খানা গাড়ী ছিল তাহাতে অন্যান্য সাধুরা বসিয়াছিলেন। হরিবাবা গাড়ীতে না গিয়া মায়ের ভক্তগণ সহ পদব্রজে কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। হরিবাবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তগণও তাহাই করিয়াছিলেন। মোট ভক্তদের সংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। ইহাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই বেশী। ছেলেদের মত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, গুজরাটী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গিয়াছিল। এই দীর্ঘ কীর্ত্তনের দল প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়াছিল। পরে সেখান হইতে রামাপুরা এবং কামাখ্যা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল সকলে কীর্ত্তন করিয়া মাকে সহর ঘুরাইয়া আনিয়াছিলেন। রাস্তায় মাঝে মাঝে মায়ের গাড়ী থামাইয়া লোকে ফটো তুলিয়াছিল এবং মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল। মা যখন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের পাঁপড়ি দ্বারা এমন ভাবে ঢাকিয়া ছিল যে দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে মা যেন একখানা রঙ্গিন উড়নি মাথায় দিয়া বসিয়া আছেন। এইভাবে সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল।

শরতের এক তমিস্রা নিশীথে ভাববিহ্বল গুটিকয়েক নরনারীর সম্মুখে যিনি নিজকে অগ্নিরূপে প্রকট করিয়াছিলেন, যিনি ত্রয়োবিংশতি বৎসর যাবৎ আমাদের দৈন্য ও অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া, আমাদের দোষত্রুটিপূর্ণ সেবা গ্রহণ করিয়া, শেষে আবার আমাদের দ্বারাই এই মহাযজ্ঞের উদ্‌যাপন করাইলেন, সেই অনন্তবীর্য্যসম্পন্ন, অসীম মহিমান্বিত, অশেষ করুণানিধান যজ্ঞেশ্বরকে আমরা বার বার প্রণাম করিতেছি, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—"হে যজ্ঞেশ, হে দেবেশ, হে জগন্নিবাস, তুমি এই দানব-নিপীড়িতা বসুন্ধরাকে উদ্ধার কর। বিশ্ব জুড়িয়াই আজ দম্ভমানমদান্বিত মহাসুরের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে। হে কংসকেশিনিসূদন, যুগে যুগে, নব নব রূপে, তুমি যাহা করিয়া আসিয়াছ এবং যাহা চিরদিন করিবে বলিয়া অসহায় জীবকে আশ্বাস দিয়াছ এই দুর্দ্দিনে তোমার সেই বাণীকে সফল কর। জগতের এমন দুর্দ্দিন বোধ হয় আর কখনও আসে নাই। অসুরের হুঙ্কারে আজ সকলে কম্পমান। রুদ্রদীপ্ত অর্থলালসা আজ জগৎকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। দিকে দিকে ধূমায়িত বিদ্বেষবহ্নি জীবের অন্তস্তল দগ্ধ করিয়া মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছে। মানবসমাজ আজ দৈবীসম্পদ হইতে পরিভ্রষ্ট, বঞ্চিত। দারুণ অভাবের তাড়নায় লোক সকল আজ শুষ্ককণ্ঠে রুদ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। হে দীনবৎসল, ইহাদের তৃষিততাপিত বক্ষে তুমি ভিন্ন কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোভাযাত্রার পুরোভাগে মহিলাগণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

শোভাযাত্রায় কীর্ত্তনের দ্বিতীয় দৃশ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

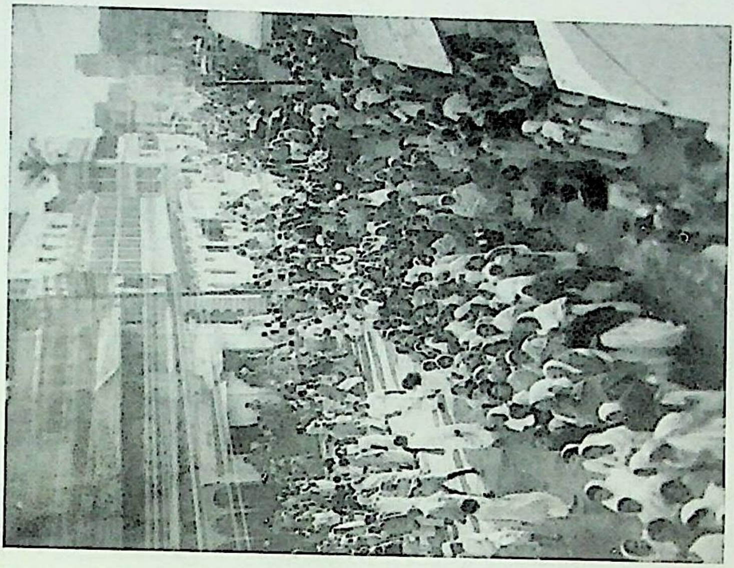

কাশীর রাজপথে বিরাট শোভাযাত্রার এক দৃশ্য।

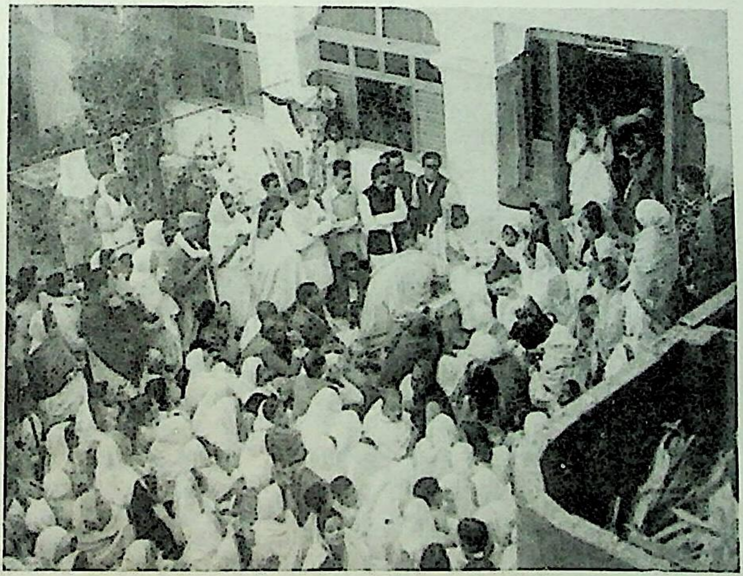

আশ্রমে দর্শনার্থীগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান হোতা দিদি ও সাধু মহাত্মাসহ শোভাযাত্রায় শ্রীশ্রীমার গাড়ীর আর এক দৃশ্য।

শোভাযাত্রায় শ্রীশ্রী মা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর শান্তিবারি বর্ষণ করিবে ? এই দগ্ধ উষর ক্ষেত্রে তুমি ভিন্ন কে আর শ্যামল শোভা বিস্তার করিবে ? তাই আমরা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি, তোমার পাঞ্চজন্য আবার বাজিয়া উঠুক। উহার বজ্রনির্ঘোষে জগতের যা' কিছু অশুভ, যা' কিছু অনৃত, তাহা বিদ্রাবিত হউক। আমরা সকলে সমষ্টি এবং ব্যষ্টি ভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥"

—:০:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi